কাকী-মা

গার্হস্থ্য উপন্যাস

কাকী-মা

গার্হস্থ্য উপন্যাস

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

Calcutta
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, CORNWALLIS STREET,
1917

মূল্য—বোর্ডে বাঁধা ৸৹ আনা কাপড়ে বাঁধা ১৲ টাকা

২৪০)

PUBLISHED BY THE AUTHOR
FROM THE "BOSUDHA-AGENCY"
22, Fakir Chand Chakraburtty's Lane.

Printed by H. P. Dey, at the "INDIAN PATRIOT PRESS."
70, Baranasi Ghose Street, CALCUTTA.

এই পুস্তক মূল্যবান্ স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক-উভ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক।

উৎসর্গ

যিনি এ জগতীতলে আমার সাক্ষাৎদেবী-স্বরূপা,

যাঁহার অনন্ত করুণা ও দুর্ভেদ্য স্নেহ-বর্ম্মে

আমার আপাদমস্তক সুরক্ষিত, যাঁহার

ঋণ এ জগতে অপরিশোধনীয়, যিনি

আমার বিপদে ও সম্পদে সম

স্নেহপ্রদায়িনী, সেই

ঈশ্বরীরূপিণী

'মা-জননী'র

পূজনীয় শ্রীচরণকমলে, ভক্তি

ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ,

এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

"আমার একটা পয়সা আছে জ্যাঠা বাবু।"

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

"কাকী-মা" আজ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে মৎসম্পাদিত "বসুধা" মাসিক পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সাধারণের বেশ আগ্রহ দেখা যায়। "কাকী-মা" উপন্যাস হইলেও ইহার বর্ণিত নায়ক-নায়িকাগুলিকে সর্ব্বসাধারণের আদর্শ করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহা একখানি আমাদিগের গার্হস্থ্য জীবনের নিখুঁত চিত্র। আমরা যে পবিত্র ভ্রাতৃভাবের অভাবে পরস্পরে বিদ্বেষ-বহ্নি মাঝে ঝাঁপ দিয়া দিন দিন কিরূপ ভস্মীভূত হইতেছি, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য যতদূর সম্ভব প্রচলিত সরল ভাষায় (colloquial language) লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে জনসাধারণের প্রীতিপদ হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রিয় সুহৃদ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় এই পুস্তকের সংশোধন-কার্য্যের ভার লইয়া আমার নিরাভরণা "কাকী-মা"কে সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন।

১লা শ্রাবণ, ১৩১৪ সাল।
২২ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

কয়েক মাসের মধ্যেই "কাকী-মা"র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই উপন্যাস প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে "কাকী-মা" যে এতদূর সমাদৃত হইবে, তাহা আমার ধারণাতীত ছিল। গুণগ্রাহী পাঠকগণ সমীপে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। এবার এ পুস্তকের কাগজ ও মুদ্রাঙ্কনাদি যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা সুরুচিসম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। আবশ্যক বোধে ইহার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। এবার আরও দুইখানি নূতন ছবি সন্নিবেশিত হইল। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ রহিত করণোদ্দেশ্যেই "কাকী-মা" লিখিত, শুনিয়া সুখী হইলাম যে, দু'একটি হিন্দু পরিবারে "কাকী-মা" বর্ণিতরূপ গৃহবিচ্ছেদ সংঘটন হওয়ায়, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে সেই বিরোধ বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরে পুনরায় একান্নভুক্ত হইয়াছেন। আশা করি, অশান্তিপূর্ণ বঙ্গীয় সংসারে যেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আদর্শভাবে পরিগৃহীত হয়।

২২ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা
১লা, মাঘ ১৩১৫ সাল

গ্রন্থকার

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন

কয়েক মাস হইল, "কাকী-মা" উপন্যাস একেবারে নিঃশেষ হইলেও "পিসী-মা" উপন্যাস প্রকাশে ব্যস্ত থাকায়, সময়ে নূতন সংস্করণ বাহির করিতে পারি নাই, এজন্য নানা স্থান হইতে তাগিদ পত্র পাইয়াছি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

তৃতীয় সংস্করণে স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছি, এবারে আরও একখানি নূতন ছবি সন্নিবেশিত হইল।

বসুধা-এজেন্সী
২২ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন
কলিকাতা
২৩শে পৌষ, ১৩১৯ সাল

গ্রন্থকার

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন

"কাকী-মা" পুস্তকের পূর্ব্ব সংস্করণ একেবারে কয়েক মাস কাল নিঃশেষ হইলেও, ঠিক সময়ে নূতন সংস্করণ প্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে; এজন্য নানা স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ তাগিদ পত্র পাইয়াছি। সহৃদয় পাঠক পাঠিকার আগ্রহাতিশয্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, আমি নূতন উপন্যাস "বৌ-মা"র রচনা-কার্য্য স্থগিদ রাখিয়া, এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায়, আমাদের খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইলেও জন সাধারণের সুবিধার্থে আমরা ইহার মূল্য পূর্ব্ববৎই রাখিলাম।

এবারেও স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইল।" "কাকী-মা" যে সুধীজন সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে, এ নিমিত্ত আমি আমার সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিতেছি।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৪ সাল,
২২, ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন,
কলিকাতা

গ্রন্থকার

কাকী-মা

গার্হস্থ্য উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই কথা

Words do well
When he that speaks them please those that hear.

Shakespeare.

"কি হ'ল, তোমায় যে কথাটা ব'লেছি, তার একটা কিছু ঠিক করলে কি ?"

"সে হবে এখন, তার জন্য আর এত তাড়াতাড়ি কেন ?"

"তোমার কেমন সেই এক কথা মুখে লেগে আছে, এমনি ক'রেই ত আজ প্রায় দু' বৎসর কেটে গেল, তখন ব'লেছিলে বুড়ো মা থাকতে আলাদা হওয়াটা ভাল দেখায় না, এখন ত সে বুড়ো মা আর নেই, তার শ্রাদ্ধ-শান্তি সব চুকে গিয়েছে, এবার আমার কথা শোন, যাতে আলাদা হয়, তার একটা ব্যবস্থা কর।"

"কি জান, একটা লোকলজ্জাও ত আছে, হাজার হোক্, আমি বড় ভাই—তুমি বড় বউ, এখন যদি গোবিন্‌টাকে আলাদা ক'রে দি, লোকে ব'লবে, তুমি নূতন গিন্নী হ'য়েই এ কাজটা ক'রেছ।"

"তবে ত ভারি ক্ষতিই হ'বে। আমরা আমাদের একটা ভাল-মন্দ ভাব্‌ব না? এই ধর না, তুমি যে দু'শো টাকা মাহিনে পাও, এ থেকে কিছু জমাতে পার্‌তে না? কেবল অমুকে এ ব'ল্‌বে, অমুকে তমুক ব'ল্‌বে, এই ক'রেই মাটি হচ্ছে। আমার মা বলে, বাবার যদি অত টাকা মাহিনে হ'ত, তা' হ'লে সে অর্দ্ধেক রাজত্ব কিন্‌তে পার্‌ত। কি কর্‌বে, বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গিয়েছে, আর কথাই নেই।"

"কি জান, তুমি তোমার বাপের একটি মেয়ে, তাঁর যা' কিছু ছিল, খরচ-পত্তর ক'রে তোমার ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন।"

"তাই ত তোমায় একটু বুঝে চল্‌তে বল্‌ছি; তোমারও দুটো মেয়ে হয়েছে, পার কর্‌তে হবে জান? কেন মিছে পরের জন্য আপনার অনিষ্ট কর্‌ছ বল দেখি? এই যে তোমার ভাইয়ের দু' মাস হ'ল চাক্‌রি গিয়েছে, তার সব খরচ ত তোমাকেই কর্‌তে হচ্ছে। ওর কি, চাক্‌রি নেই ব'লেই খালাস, খেতে পাচ্ছে, আর ভাবনা কি?"

"ওর খরচ চালাতে আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য, হাজার হোক্, ও ছোট, আর যখন ওর কাজ ছিল, তখন সমস্ত মাহিনা আমাকেই দিয়েছিল, এক কপর্দ্দকও নিজে রাখে নি। আর একটা কথা, আমার দোষেই, আমার কাজের ভুল ওর ঘাড়ে চাপিয়ে আমি ওকে অফিস থেকে জবাব দিইয়েছি।"

"তোমার ওসব কথা আমি বুঝিনে, তোমায় কতবার বলেছি, আবার বলি শোন, কাল তোমার ভায়াকে ডেকে একটা সাফ জবাব দাও।"

"এ সময়ে আলাদার কথা আমি মুখে আন্‌তে পার্‌ব না।"

"আচ্ছা, তুমি না পার, ছোট বউকে ডেকে আমিই কাল বল্‌ব এখন।"

"না, এ সময়ে তোমারও বলা হবে না।"

"তবে তুমি ওদের নিয়ে থাক, কাল আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাব।"

"রাগ কর কেন? আলাদা হ'ব হ'ব ক'রে, তুমি যে একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লে দেখ্‌ছি, দু'-একদিন যাক্‌ই না।"

"দেখ, একটা কাজ কর—তোমার ভায়া এই যত দূর-সম্পর্কের কুটুম্বকে জুটিয়ে সংসারটা ভারি ক'রে রেখেছে বৈত নয়, কাল তাকে ডেকে ওদের বিদায় ক'রে দাও, ওসব ঝঞ্ঝাটে দরকার কি? কোথাকার কে সব ঠিক নেই, ওদের আবার ভয় খাতির লজ্জা ক'রে চল্‌তে হবে।"

"আচ্ছা, এ বিষয়ে কাল তাকে বল্‌ব এখন, এ মন্দ কথা নয়।"

"আমি কখনও মন্দ কথা বলি না—যা যা বলি, সে সব তুমি যদি শুন্‌তে, তা' হ'লে আজ আমার ভাবনা কি? কাল সব ওদের বিদেয় কর, ভায়ার যদি অমত দেখ—তাকেও অমনি পথ দেখ্‌তে বল্‌বে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিচয়

Learning by study must be own,
'Twas ne'er entailed from son to so

Gay.

গ্রীষ্মকাল, পূর্ণিমা রজনীর মধ্যযামে এক দ্বিতলস্থ সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথোপকথন হইতেছিল। রমণী গোপালচন্দ্রের স্ত্রী। গোপালচন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সোনাপুর গ্রামের অতি সমৃদ্ধি-শালী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র। শ্যামসুন্দর বাবুর দান ধ্যান, পরোপকার দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের সুবিমল যশঃসৌরভে আবালবৃদ্ধবনিতা, তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিত। তাঁহার সংসারে অনাথা, অন্নক্লিষ্টা, সহায় সম্পত্তিহীনা অনেক বিধবা রমণী প্রতিপালিতা হইত। তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সুবিমল খ্যাতি, দুই পুত্র, এক কন্যা ও প্রিয়তমা পত্নী রাখিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, শ্যামসুন্দর বাবুর স্ত্রীও কৃতান্তের করালগ্রাসে নিপতিতা হইয়া-ছিলেন। শ্যাম বাবুর প্রথম পুত্রের নাম গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র। শ্যাম বাবু স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, তাহার সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন; মৃত্যুকালে যৎসামান্য অর্থ রাখিয়া যান, সে সমস্ত জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্রেরই হস্ত গত হয়। কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র সুশিক্ষিত ও জ্যেষ্ঠের অনুগত ছিলেন; গোপালচন্দ্র সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া যাহা করিতেন, গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতেন না।

শ্যাম বাবু কলিকাতায় কোনও এক সওদাগরী অফিসে, তিন শত টাকা বেতনের একটি উচ্চপদে, সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া পেন্সন প্রাপ্ত হন। তিনি তথাকার বড় সাহেবকে অনুরোধ করিয়া, তাঁহার উভয় পুত্রকেই সেই স্থানে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। বড় সাহেব অতিশয় দয়ালু ও সহৃদয় ছিলেন। শ্যাম বাবুর মৃত্যুর পর, তিনি তাঁহার পেন্সন বন্ধ করিয়া, গোপালের দুই শত এবং গোবিন্দের এক শত টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। গোপালচন্দ্র অকস্মাৎ এই উচ্চ পদ ও বেতন প্রাপ্ত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি পতি-বিরহ-কাতরা বৃদ্ধা জননীর সেবাশুশ্রূষা করা অপেক্ষা, স্বীয় পত্নীর নিত্য নূতন বাসনার চরিতার্থ করিতে বিব্রত হইলেন। কনিষ্ঠ মাতার অনুগত ছিলেন, তিনি তাঁহার পত্নী ও পুত্রকে মাতৃসেবা ও মাতৃভক্তি করিতে শিক্ষা করাইয়াছিলেন, এবং নিজেও প্রত্যহ মাতৃপদরজঃ না লইয়া জলগ্রহণ করিতেন না। বড় বৌ স্বামীর অনবধানতা বশতঃ শাশুড়ীকে তত ভয় ও যত্ন করিত না, শাশুড়ীও ছোট বৌয়ের নিকটে সমধিক যত্ন, ভক্তি ও ভালবাসা পাইয়া তাহার পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন। ইহা বড় বৌয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল, এবং শাশুড়ী ও ছোট বৌয়ের নামে নানারূপ মিথ্যা কুৎসা ও পক্ষপাতিতা দোষ স্বামীর নিকটে আরোপিত করিয়া, শ্যাম বাবুর পুণ্যময় শান্তিময় সংসারে কলহ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে লাগিল। গোপালচন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন; এ গৃহবিচ্ছেদের পূর্ব্বলক্ষণ পরিদর্শন করিয়া কেহ তাঁহাকে কোনও কথা কহিলে, তিনি তাহার উপর খড়্গহস্ত হইতেন। এইজন্যই সে স্থান হইতে অনেক আত্মীয়-স্বজনকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যে সকল আত্মীয়বর্গ সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্যাম বাবুর একমাত্র কন্যাই সর্ব্বপ্রথম।

তিনি বড় বৌয়ের এই অন্যায় আচরণে দুই-একটি তীব্র তিরস্কার করায়, গোপালচন্দ্র স্ত্রীর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে অপমানিত করেন; ইহাতে তিনি আর পিতৃভবনে আসিতেন না, শ্বশুরালয়েই থাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র, মাতৃমুখ চাহিয়া কতবার তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেই অপমানের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেন। এই সকল দেখিয়া বৃদ্ধা জননীর হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এবং যাহাতে তাঁহার জীবিতাবস্থায় আর কোনরূপ মনোমালিন্য না ঘটে, সেজন্য উভয় ভ্রাতাকেই বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে অনুরোধ গোপালচন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন; এক্ষণে আর সে বৃদ্ধা নাই—সে অনুরোধ নাই—সে দান-ধ্যানের সুবিমল যশঃসৌরভে আর অসংখ্য দীনদরিদ্রের সমাগম নাই। আছে কেবল হিংসা, দ্বেষ, পরস্পর মনোমালিন্য। তাহার পর বড় বৌয়ের সংসারে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিয়া আধিপত্য করিবার স্পৃহা অত্যধিক বলবতী হওয়ায়, তিনি গোপাল বাবুকে সেজন্য দিবারাত্র পরামর্শ প্রদান করিতে-ছিলেন। গোপালচন্দ্রও তাহার কুহকমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার জন্য বিষ-লতার বীজ বপন করিলেন, তিনি স্বীয় পত্নীর উপদেশে একান্নভুক্ত অনুগত কনিষ্ঠ সহোদর গোবিন্দচন্দ্রের সহিত শত্রুতা সাধন করিতে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভাই-ভাই

Vessels large may venture more
But little boats should keep near shore.

Benj. Franklin.

আজ রবিবার প্রাতঃকালে, শ্যাম বাবুর বৈঠকখানায় ছোট ছোট বালক-বালিকা, সমবয়স্ক যুবকবৃন্দ ও দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জ ইত্যাদি ব্যক্তি একে একে সমবেত হইতেছে। সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের আশা, তাহারা আপনাপন পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া গোবিন্দচন্দ্রের নিকট হইতে কাগজ, কলম পেন্সিল, বইয়ের মলাট, বই ইত্যাদি পুরস্কার পাইবে; যুবকবৃন্দের আশা, তাঁহারা আজ পরস্পরে নানারূপ বাক্যালাপ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন। দীন দুঃখীর আশা, তাহারা নিজ নিজ দুঃখকাহিনী জ্ঞাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা লাভ করিবে। এ প্রকার দীন দুঃখীর, বালক-বালিকার আগমন আজ নূতন নহে, শ্যাম বাবুর জীবিতাবস্থায় ইহার অপেক্ষা আরও অধিক লোক সমাগম হইত, গোপালচন্দ্রের অনিচ্ছাবশতঃ এরূপ দান-ধ্যান ক্রমে ক্রমে লোপ হইতেছিল, কেবল গোবিন্দচন্দ্রের আগ্রহবশতঃ নামমাত্র পূর্ব্বপ্রথা বজায় ছিল। গোবিন্দচন্দ্র আপন স্বভাব অনুসারে বালক-বালিকাদিগের কাহাকেও পড়া বলিয়া দিতেছেন, কাহারও পাঠ অভ্যাস না করার জন্য তিরস্কার করিতেছেন, এমন সময়ে কতিপয় ভিখারী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "বাবা, আমাদের বিদায় করতে হুকুম হয়—আমরা অনেকক্ষণ ব'সে আছি।" ইহা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু

তাহাদিগকে আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহার পুত্রকে কহি-লেন, "ওরে রামচরণ, তোর জ্যাঠা বাবুকে ব'লে আয় যে, ভিখারীরা সব এসে অনেকক্ষণ ব'সে আছে, আর শচীকে অমনি ডেকে নিয়ে—আয়, —সে আজ পড়্‌তে আসে নি কেন, জিজ্ঞাসা করিস্।" এই কথা শুনিবামাত্র রামচরণ বাড়ীর ভিতরে গিয়া গোপাল বাবুকে কহিল, "জ্যাঠা বাবু! জ্যাঠা বাবু! ভিখারীরা সব এসে ব'সে আছে, বাবা বল্‌লেন, আপনি পয়সা দেবেন আসুন, আর দাদা আজ পড়্‌তে যায়নি কেন? তাকে বাবা ডাক্‌ছেন।" এই কথা শুনিয়া শচীন্দ্রনাথ তথায় আসিলে রামচরণ কহিল, "দাদা, তুমি পড়্‌তে যাওনি কেন? বাবা তোমায় মার্‌-বেন, তুমি পড়া করনি।" ইহা শুনিয়া শচীন্দ্রনাথ বলিল, "আমি কাকা বাবুকে বল্‌ব যে, মা আমায় আজ বারণ করেছে, আমায় যেতে দেয়নি।"

রাম। হাঁ বড় মা! দাদাকে তুমি বারণ করেছ? আমি মাকে বল্‌ব, দাদার মা দাদাকে পড়্‌তে যেতে বারণ করে—আর তুমি আমায় খালি পড়্‌তে বল।

বড় বৌ ইহা শুনিয়া একটু ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "আর পড়্‌তে যেতে হবে না—পড়ায় ত মাথা মুণ্ড—খালি কতকগুলো ছেলের পাল নিয়ে গণ্ডগোল করে মাত্র। এ সব আর হবে না, তোর বাবাকে বল্‌গে যা। আর ঐ যে ভিখারীগুলো এসেছে, ওদের ফিরিয়ে দিতে বল্‌গে—তোর বাপ যখন আবার রোজগার কর্‌বে, তখন দানছত্র ক'রে ভিক্ষে দিতে বলিস্।"

গোপালচন্দ্র এতক্ষণ সকল কথা শুনিতেছিলেন; শুনিয়া মনটা যেন কিছু ছোট হইয়া গেল, কহিলেন, "আহা! ও ছেলে মানুষ! ওকে এ সব কথা বলা কেন? ওরে রামা! তোর বাবাকে একবার ডেকে নিয়ে আয়, আমার সঙ্গে কথা আছে।"

রাম। জ্যাঠা বাবু আপনি পয়সা দেবেন আসুন—ভিখারীরা সব খালি খালি চেঁচাচ্ছে।

গোপাল। তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

এই কথা শুনিয়া রামচরণ তাহার বাবাকে ডাকিতে গেল। বড়-বৌ গোপালচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, আজ তুমি একটা যা হোক্ হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল—আম'লো যা, রোজগার কর্‌বার ক্ষমতা নেই—পরের মাথায় হাত বুলিয়ে দান ক'রে উনি পুণ্যি কর্‌বেন।"

গোপাল। আহা তুমি চেঁচাও কেন, আজ দেখি, কতদূর কি হয়।

তাহাদিগের এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে গোবিন্দচন্দ্র ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া কহিলেন, "দাদা! আমায় কি বল্‌ছেন?"

গোপাল। হাঁ তুমি এসেছ? বল্‌ছি কি যে, ঐ রবিবারে রবিবারে ভিক্ষে দেওয়ায় উপস্থিত একটু ক্ষান্ত দাও না, তোমার জ্বালায় যে অস্থির হ'তে হ'ল। দেখ্‌ছ ত, তোমার কাজ-কর্ম্ম না থাকায়, আমায় এখন সবই কর্‌তে হচ্ছে—আজ ওদের সব ফিরে যেতে বল।

গোবিন্দ। দাদা, আমি সব বুঝি, কাজ নাই—আর একটা যোগাড় কর্‌তে না পারায় আমি মরমে ম'রে আছি; আপনি আমার সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন ব'লে কেবল ততটা ভাবি না।

গোপাল। ভাবো না, এবার ভেবো, ওদের ফিরে যেতে ব'লে আজ বৈঠকখানা বন্ধ ক'রে এস, তোমায় দুটো ভাল কথা ব'ল্‌ব।

গোবিন্দ। ওদের ফিরে যেতে বল্‌ব? দাদা! ওরা যে অনেকক্ষণ ব'সে আছে—অনেকদিন থেকে এ বাড়ীতে ভিক্ষা পেয়ে আস্‌ছে, আমি আজ কি ব'লে ওদের সুধু হাতে ফিরিয়ে দিব? আজ্‌কের মত ওদের দিয়ে দিন—আমি ফিরিয়ে দিতে পার্‌ব না।

গোপাল। না পার, তুমি দাওগে—আমি আর দিতে পার্‌ব না।

গোবিন্দ। আপনি ত জানেন, আমার হাতে একটি পয়সাও নাই; যখন চাক্‌রি ছিল, তখনও একটি পয়সা নিজে রাখিনি—সব আপনি দেখ্‌তেন; এখন চাক্‌রি নাই, আপনি সবই দেখ্‌ছেন।

গোপাল। আমি আর দিতে পার্‌ব না, এখন আমার বড় টানাটানি পড়েছে।

গোবিন্দ। দয়া করে আজকের মত দিন, মান রাখা হোক্।

গোপাল। মানাপমান আবার কি, যখন রোজগার কর্‌তে দিতে, এখন নাই বলগে—হবে না—সাফ্ কথা। তোমায় এর আগেও বলেছিলেম—ওসব ভিক্ষা দেওয়া হবে না—মিছা ও দু'এক টাকা বাজে খরচ।

গোবিন্দ। বাজে খরচ নয় দাদা—বাবা থাক্‌তে দু-দশ টাকা দিতেন, আমরা কেবল দু'এক টাকাতেই সার্‌ছি। ওরা আপনার মুখ চেয়ে ব'সে আছে।

গোপাল। আমার মুখ চেয়ে ব'সে আছে! আমি ভিক্ষা দি, ওরা একদিনও বলে না—ওদের মুখে কেবল ছোট বাবুরই নাম।

উভয় ভ্রাতায় এরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় রামচরণ আসিয়া কহিল, "বাবা, ভিখারীরা চ'লে যাচ্ছে—তারা বল্‌ছে আর এ বাড়ীতে আস্‌ব না—এদের দেবার ক্ষমতা নাই, তা আগে বল্‌লেই চ'লে যেতুম।"

গোপাল। যাচ্ছে? ভালই হয়েছে, রামা! আর ওদের ভিক্ষা দিস্‌নে।

রাম। কেন জ্যাঠা বাবু! তারা সব কত কথা বল্‌ছে; বোধ হয়, যেন গালাগাল দিচ্ছে।

গোবিন্দ। দাদা! ওদের ফিরিয়ে দেওয়া ভাল হচ্ছে না।

গোপাল। হচ্ছে না ত নিজের বাক্স থেকে দাও গে না—আমার আর একটা পয়সাও নাই।

."আমার একটা পয়সা আছে জ্যাঠা বাবু—আপনি আমায় সেদিন দুটো চক্‌চকে আধ্‌লা পয়সা দিয়েছেন, আমি মাকে দিয়েছি; সে দুটো নিয়ে আসি।" এই বলিয়া রামচরণ দৌড়িয়া তাহার মায়ের নিকটে গেল।

গোপাল। যা—যা তাই দিগে যা।

গোবিন্দচন্দ্র একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বৈঠকখানার দিকে আসিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া গোপাল বাবু কহিলেন, "কোথায় যাবে? দাঁড়াও না, আরও কথা আছে।"

"আসিতেছি," বলিয়া গোবিন্দচন্দ্র তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রস্থান করিলে বড় বৌ গোপালচন্দ্রকে কহিল, "দেখেছ! তেজটা একবার ভাব—ডাক্‌লে, তবুও শোনা হ'ল না, নিজের ভিক্ষে দেবার ক্ষমতা নেই, তবু এটা ভাল হয় না, ওটা মন্দ বল্‌তে ছাড়্‌বে না। তুমি আজ ও সব হ্যাঙ্গার থেকে খালাস হও। যত দূর-সম্পর্কের বুড়ীগুলোকে নিজের নিজের পথ দেখ্‌তে বল।"

গোপালচন্দ্র কহিলেন, "গোবিন্দ ফিরে এলে ও সব কথা বল্‌ছি। বেলা হয়েছে, তুমি রাঁধবার কত দূর কি হ'ল দেখগে, আমি একবার বাজার থেকে আসি।"

বড় বৌ কহিল, "রাঁধ্‌বার যোগাড় কর্‌তে আর বল্‌তে হয় না, ছোট বৌ ও বুড়ীরা সে সব করেছে, আজ তোমায় বাজার যেতে হবে না, জিনিষ পত্তর যা আছে, তাতেই চালিয়ে নোব।" এদিকে গোবিন্দ বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন, ছোট ছোট বালকেরা সব চলিয়া গিয়াছে, ভিখারীর দল ভিক্ষা না পাইয়া তাঁহার অপেক্ষায় আর না বসিয়া হতাশচিত্তে ফিরিয়াছে, কেবল একটি বৃদ্ধ খঞ্জ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, রামচরণ

মায়ের নিকট হইতে ছুইটি চক্‌চকে আধ্‌লা আনিয়া, গোবিন্দ বাবুকে কহিল, "বাবা, "ভিখারীরা কোথায় গেল, আমি যে পয়সা এনেছি।"

গোবিন্দচন্দ্র তাহার সেই কথা শুনিয়া কহিলেন, "এনেছ, ঐ যে শুয়ে আছে, ওকে দিয়ে এস।" রামচরণের বয়স চারি বৎসর মাত্র, সে সেই নিদ্রিত খোঁড়াটিকে জাগ্রত করিয়া, তাহার ছুই হাতে ছু'টি আধ্‌লা দিয়া কহিল, "যাও, তোমার মাকে দিও, বাক্সোয় তুলে রাখ্‌বে।" ভিখারী হাসিতে হাসিতে রামচরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল।

রামচরণ তাহার আশীষ বাক্যগুলি মুখস্থ করিতে করিতে গোবিন্দ বাবুকে কহিল, "বাবা! তুমি বাড়ী চল—বড় মা মাকে বকেছে; মা কাঁদ্‌চে, জ্যাঠা বাবুকে সন্নপিসী বাজারে যেতে বলেছিল, জ্যাঠা বাবু যান্ নি।" ইহা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু ভাবিলেন, আজ গতিক বড় ভাল নহে, জানি না অদৃষ্টে কি আছে। অতঃপর রামচরণকে বলিলেন, "তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও, আমি একটু পরে যাব।" ইহা শুনিয়া রামচরণ চলিয়া গেল।

গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবদিগকে উপস্থিত ঘটনার বিষয় অকপটে বিবৃত করিয়া নিজের অবস্থার জন্য আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় শচীন্দ্রনাথ আসিয়া কহিল, "কাকাবাবু! বাবা আপনাকে ডাকৃছেন, শীঘ্র আসুন।"

তাহা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "আচ্ছা তুমি যাও, তাঁকে বলগে আমি এখনই যাচ্ছি।" অতঃপর সমাগত বন্ধুদিগকে কহিলেন, "ভাই, আমি এখন চল্‌লেম, যা হয় ওবেলা বল্‌ব, একটা কাজ-কর্ম্মের জন্য তোমরা বিশেষ চেষ্টা কর, নৈলে আর চলে না।" বন্ধুগণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন। অতঃপর গোবিন্দচন্দ্র বৈঠকখানা বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাঁই-ঠাঁই

Mankind are unco' weak, and little to be trusted ;
If self the wavering balance shake,
It's rarely right adjusted. *Burns.*

গোবিন্দচন্দ্র চিন্তিত মনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বেলা দশটা বাজিয়াছে, তথাপি রন্ধন-কার্য্যে কেহ মনঃসংযোগ করে নাই, করিবার জন্য কেহ তেমন উদ্যোগীও নহে ; তদ্দর্শনে ভাবিলেন একবার এ সকলের তত্ত্ব লইবেন, কিন্তু পাছে আবার এ সকল তত্ত্বে, কোনও রূপ বিলম্ব হইলে গোপালচন্দ্র বিরক্ত হন, সেইজন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গোপালচন্দ্র সস্ত্রীক বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড় বৌ একটু সঙ্কুচিতাভাবে সরিয়া বসিল। গোবিন্দ চন্দ্র কহিলেন, "আমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেন।"

গোপালচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ, বল্‌ছি কি—তোমার কাজকর্ম্ম না থাকায়, সংসারের সকল বিষয়ের খরচ-পত্তরই আমায় দেখ্‌তে হচ্ছে, তাতে এখন আমি বেশ বুঝ্‌ছি, ওই যে সন্ন, গুণো, ফেলার মা, গোরার মা, কানাইয়ের মা, পদ্মদিদি সব এখানে মৌরসিপাট্টা নিয়ে ব'সেছে, ওদের এখান থেকে সরাতে পার্‌লে আমার অনেকটা খরচ কম পড়ে, তাই বলি আজ রবিবার আছে, ওদের আপনার আপনার পথ দেখ্‌তে বল। আমি নিজেই বল্‌তেম, তবে তোমার সকলের উপর বেশী টান, সকলেই তোমায় ভালবাসে, তাই একবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। আজ না হ'লে

আবার সাতদিন হবে না, অফিসের কাজে ব্যস্ত থাক্‌ব। তুমি কি বল ?”

গোবিন্দ। আমার কাজ-কর্ম্ম না থাকায় আপনাকে সকল খরচের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হয়েছে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমিও একটি কাজের জন্য বিশেষ চেষ্টায় আছি, অনেককেই বলেছি, আপনি নিজেও চেষ্টায় আছেন; আশা করি শীঘ্র একটা কাজ জুটে যাবে। আপনি এতদিন দেখ্‌লেন—আর কিছুদিন দেখ্‌লেই সব দিক্‌ রক্ষা হবে। ওদের বিদায় কর্‌লে আপনার আর কত খরচ কম্‌বে ?

গোপাল। যথেষ্ট কম হবে, তুমি ওদের খরচ যোগাতে পার রেখে দাও, আমি আর ওদের জন্য মিছা খরচ যোগাব না।

গোবিন্দ। মিছা কেন দাদা ? ওদের দ্বারা কি আমরা কোন উপকার পাই না, ওরা যে এই সংসারে এত খাটে, তাতেও কি আমাদের কোন উপকার হয় না ? ওদের যদি আজ আপনি বিদায় করেন, তাতে ওদের ক্ষতি কি ? ওরা আজ আপনার কাছে আছে, কাল আবার একজনের আশ্রয় পাবে। ভগবান্‌ কাহাকেও অনাহারী রাখেন না, ওদের দ্বারা আমরা কত উপকার পাই, যদি আপনি ওদের আজ বিদায় দেন, কালই আপনাকে বামুন আর ঝীর বন্দোবস্ত না কর্‌লে চল্‌বে না, তাতে আপনার খরচ বেশী বই কম হবে না।

গোপাল। হুঁ, দেখ্‌ছি তুমি আজ-কাল একটু বেশী হিসেবী হয়েছ। আমার খরচ কমে বাড়ে সে আমি বুঝ্‌ব, তোমার তাতে অত মাথা ঘামাতে হবে না! তুমি ওদের তাড়াবে কি না শুন্‌তে চাই ?

গোবিন্দ। এ জীবন থাক্‌তে নয়, যারা আমাদের শৈশবকাল থেকে মানুষ করেছে, আপনার ছেলের ন্যায় যত্ন করে, প্রায় দশ পনের বৎসর পূর্ব্বে, বাবা নিজে যাদের আশ্রয় দান করেছেন, তাদের আমি এ জীবনে

কখনও নিরাশ্রয় করতে পারব না, নিজে এক মুঠা খেতে পাই, তারাও পাবে। আপনি যদি দয়া ক'রে আমাদের খেতে দেন, তাদেরও দু' মুঠা দিবেন।

গোপাল। তাদের তাড়াতে না পার, কাল থেকে তুমি পৃথক্‌ভাবে আপনার খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় দেখ্‌বে, আমার দ্বারা আর হবে না। তাদের ব'লে দিও আমার সংসারে আর ওদের স্থান নাই, কাল থেকে তুমি আলাদা হবে, আমার সংসারের সহিত কাল থেকে তোমার আর কোনও সংস্রব থাক্‌বে না।

গোবিন্দ। দাদা! আমায় আলাদা কর্‌ছেন কেন? একটি কথা বলি শুনুন, আপনি আমায় চিরকাল স্নেহের চক্ষে দেখেছেন, আমিও আপনাকে চিরকাল মান্য ক'রে এসেছি, আলাদা হ'লে আমাদের কাহারও লাভ নাই। আজ পর্য্যন্ত আমরা দুটি ভায়ে এক সংসারে আছি বলিয়া পাড়ার পাঁচজনে—সুধু পাড়ার কেন—সুদূর দেশ দেশান্তর হ'তেও কেহ নিমন্ত্রণাদি করিতে আসিলে, সেই শ্যাম বাবুরই বাড়ী বলিয়া এক স্থানে নিমন্ত্রণ করে; আমরা দুটি ভায়ে যোগদান করি। কাল পৃথক্ হ'লে পৃথক্‌ভাবে নিমন্ত্রণ হবে, আমাদের পৃথক্‌ভাবে লৌকি[illegible] না দিলে আর সেই স্থানে মান থাক্‌বে না। আজ আমরা এক সংসারে একান্নভুক্ত থাকায় কোনও অশৌচ হইলে, এক স্থানে হাঁড়ী-কুঁড়ী ফেলা যায়, কাল পৃথক্ হ'লে, দুই স্থানে বিভিন্নভাবে ফেলিতে হইবে। এইরূপে আমাদের পরস্পরের ব্যয়-বাহুল্যে, আমরা পরস্পরে হীন হইতে হীনতর অবস্থা প্রাপ্ত হইব।

গোপাল। ওঃ! তোমার জ্ঞান টনটনে দেখ্‌ছি, আমি ওসব বুঝি না; কাল থেকে তুমি পৃথক্ হবে, সকল খরচ-পত্তর পৃথক্, আজ এক স্থানে খেও, কাল আর না।

গোবিন্দ। আপনি কি আমায় সত্যসত্যই আলাদা কর্‌ছেন?

গোপাল। নিশ্চয়ই, আপনার আপনার খরচ-পত্তর আপনি ক'রো, তোমায় পূর্ব্বে অনেকবার বলেছিলেম, তুমি ওদের তাড়াও নি, আজও বল্‌লেম, না শুনায় আলাদা কর্‌তে বাধ্য হ'লেম। কাল থেকে তুমি পৃথক্ হবে।

গোবিন্দ। দাদা! একান্ত পক্ষে আলাদা করেন, আর দিন কতক পরে কর্‌বেন। উপস্থিত আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, কি রকম ক'রে আমার চল্‌বে?

গোপালচন্দ্র সহাস্যে কহিলেন, "চল্‌বে? আপনা হ'তেই চল্‌বে; তোমার মনের জোর আছে, জ্ঞানও টন্‌টনে, এই না তুমি বল্‌ছিলে, ভগবান্ কাহাকেও অনাহারী রাখেন না।"

গোবিন্দচন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইলেন, ক্ষণেক অন্যমনে কি ভাবিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে গোপাল বাবু কহিলেন, "দেখ, ও বেলা পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে, আমাদের বিষয়-আশয় সব ভাগ ক'রে দিব।"

গোবিন্দ। তাতে আর পাড়ার পাঁচজনকে দরকার কি? আপনি আমায় যা' দিবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট; আমাদের ঘরের বিষয়, পরের শালিসির আবশ্যক নাই।

গোপাল। আচ্ছা ভাল, তা' হ'লে ঐ বৈঠকখানা বাড়ী তোমায় দিলাম, ওতেই তুমি রসুইঘর তৈয়ার ক'রে নিও, আমি একটা স্বতন্ত্র দেওয়াল তুলে নেব। এদান্তি বৌয়েদের ঝগড়াও বেড়ে উঠেছিল।

গোবিন্দ। সেটা আপনার আস্‌কারাতেই হয়েছিল; এ রকম আলাদা হ'বার বায়না বৌ দিদির আজ ত নূতন নয়, যদি আমি এতদিন চুপ ক'রে না চল্‌তেম, তা' হ'লে বোধ হয় কোন্ কালে আপনি আমায় পৃথক্ ক'রে দিতেন।

বড় বৌ মুখ ভার করিয়া বলিল, "বেশ্ গো ঠাকুরপো, বেশ। ঝগ্ড়া খালি আমিই ভালবাসি, আর তোমার তিনি কিছুই জানেন না।"

সহাস্যে গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, "আহা রাগ কর কেন বৌ-দি! তোমাদের দোষ কি? তোমরা পরের মেয়ে আজ এখানে এসেছ ব'লেই একটা সম্পর্ক ঘটেছে বৈত নয়; তোমাদের মধ্যে কলহ হবে, সেটা আশ্চর্য্য কি? আমরা ভাই ভাই যদি এতদিন একত্রে থেকে, এক রক্তে জন্মগ্রহণ করেও পরস্পর ঝগ্ড়া কর্‌বার বাসনা হয়, তোমাদের ত কথাই নাই; এই যে সেদিন মিছামিছি খাবার দেওয়ার জন্য তুমি ঝগ্ড়াটা কর্‌লে, তাতে তার কি দোষ ছিল? তোমাদের কলহে আমি কখনও কোন কথা কই না—আজ তুমি কথা পেড়েছ ব'লেই বল্‌ছি।"

বড় বৌ। তুমি তার মুখেই ত শুনেছ? ভাল, যত দোষ আমারই।

গোবিন্দ। তার মুখে শুনিনি বৌ-দিদি, সন্নদিদি, গুণো মাসী এদেরই মুখে শুনেছি, শুনেও আমি কোন কথা বলিনি।

বড় বৌ। তারা সব বলে—তাদের কথায় আমি কাণই দি না।

গোবিন্দ। সেই জন্যই তুমি তাদের উপরে খড়্গহস্ত হয়েছ?

গোপালচন্দ্র কহিলেন, "যাক্, ওসব বাজে কথায় সময় নষ্ট করে কাজ নাই—তোমায় যা বলেছি, সেই মত কাজ কর্‌বে। তোমার বিষয় বুঝে নিয়ে কাল হ'তে পৃথক্ থেকো—খানকতক বাসন পাবে—তাতে খাওয়া-দাওয়া রান্না-বান্না করো। তুমি ত জান, বাপের এ বাড়ীখানি ভিন্ন নগদ টাকা-কড়ি আর কিছুই নাই।"

"আপনার যা অভিরুচি হয়, কর্‌বেন—আমি আর কি বল্‌ব।" এই বলিয়া গোবিন্দচন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বড় বৌ বলিল, "দেখ্‌লে, এখনও তেজটা কত একবার দেখ্‌লে?"

গোপালচন্দ্র স্মিতহাস্যে কহিলেন, "ও আর ক'দিন থাক্‌বে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অকূল-পাথার

Goodness consists not in the outword things we do,
But in the inward thing we are. *Chapin.*

পূর্ব্বস্থিরীকৃতমতে গোপালচন্দ্র আজ অনুগত কনিষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ-চন্দ্রকে পৃথক্ করিয়া দিলেন। গোবিন্দচন্দ্র জ্যেষ্ঠের এপ্রকার ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আশ্রিতা ও পালিতা অনাথা বিধবা নারীবৃন্দ পরিবৃত হইয়া স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র লইয়া পৃথক্ হইলেন। আজ তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, পরিধেয় বস্ত্র নাই, কেবল ভ্রাতৃদত্ত কয়েকখানা তৈজস পাত্র, দুই-একটি খালি সিন্দুক, ভাঙ্গা দেরাজ শোভা পাইতেছে। তিনি আজ সমস্ত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই যে আমাকে ভালবাস, এবং সেইজন্যই যে আমার দুঃখে দুঃখী হ'য়ে আমার মঙ্গলের জন্য তোমরা সকলেই এ সংসারে এসেছ, এতে আমি বড়ই সুখী হলেম। তোমরা সকলেই জান, আমি এখন অর্থ, বল, বুদ্ধিহীন, আমার উপস্থিত এমন অবস্থা নয়, যে তোমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখি; তবে আমি যদি এক মুঠা খেতে পাই, তোমরাও পাবে। আমার এখানে তোমাদের সুখ অপেক্ষা দুঃখেরই অধিক সম্ভাবনা। কেন না, আমি এখন নিজেই দুঃখী; তাই বলি, দাদাকে একটু বুঝিয়ে তোমরা সেখানে থাক্‌লে ভাল হয়।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা স্বর্ণমণি বলিল, "না ভাই, আমরা বড় বাবুর সব কথা শুনেছি, এখানে যদি না খেয়ে উপবাসী থাকি, তবু আর ওখানে যাব না—এ আমাদের সকলেরই মত। এখন বেলা হয়েছে, তুমি নাও-টাও গে, ছেলেটা কিছু খেয়েছে কি ?"

গোবিন্দ। কি খাবে, স্বর্ণদিদি ? আমি এখন কি কর্‌ব তার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, হাতে পয়সা নাই ; বেলাও দশটা বেজে গেল, ছেলেটা বোধ হয়, এখনও কিছু খায়নি। সেটা গেল কোথায় ? তার সাড়া শব্দও পাইনি।

ইহা শুনিয়া গুণদা নাম্নী আর একটি বৃদ্ধা কহিল, "এখনও সে তার মায়ের কাছে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, বোধ হয়, তার শরীরটা ভাল নেই।"

গোবিন্দ সাগ্রহে কহিল, "ঘুমুচ্ছে, আহা ঘুমুক, আমার এই অবস্থা, হাতে পয়সা নাই, পাছে এখনই খেতে চায়, তাই বোধ হয়, জগদীশ্বর আমার উপর সদয় হ'য়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন ; কিন্তু আর দেরী করা হবে না, আমি কারও কাছ থেকে কিছু বাঁধা দিয়ে দু'দশ টাকা ধার ক'রে আন্‌বার যোগাড় দেখি।"

স্বর্ণ। বাঁধা দেবার দরকার কি ? আমাকে এ পাড়ায় কে না চেনে ? আমি গিয়ে অম্‌নি সুধু হাতে ধার করে আন্‌ছি।

গোবিন্দ। স্বর্ণদিদি, না—তা যেও না—পরকে জান্‌তে দিও না যে, আমাদের এমন দুরবস্থা, যে আলাদা হ'য়ে না ধার কর্‌লে হাঁড়ী-কুঁড়ীও কেনা হবে না, আমি সেই শ্যামসুন্দর বাবুর ছেলে—পরের ঋণ-গ্রস্ত হ'তে পার্‌ব না ; কিছু বাঁধা দিয়ে ধার কর্‌লে শোধ কর্‌তে পারি কর্‌ব, না হয়, সে জিনিস বিক্রী করে ঋণমুক্ত করে নেবে।

স্বর্ণ। কি বাঁধাই বা দেবে ভাই ? ছোট বৌএর যে গহনাগাঁটি ছিল, সে সব ত বিক্রী করে তুমি গিন্নীর শ্রাদ্ধ-শান্তি করেছ, বড় বা-

অত ধূমধাম করতে ইচ্ছা ছিল না, আর সে বেশী খরচ-পত্তর দেয়নি—আমরা জানি—সে সব তুমিই করেছ।

গোবিন্দ। সেদিন আর নাই দিদি, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমায় এমন অকূল-পাথারে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে হবে। সে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছে, এখন আমি সামান্য দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তি, একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল। সে যা হোক্, ক্রমেই বেলা হচ্ছে, আমি একবার বাহিরে যাই। সে গেল কোথায়—একবার তাকে ডেকে দাও।

স্বর্ণ। কেন, তার গহনার জন্য? তার আর কি আছে ভাই, হাতে দু'গাছা সোণার রুলি, আর গলায় একটু হার আছে বৈ ত নয়, তা তার থাক, তুমি আমার এই হাতের অনন্ত দু' গাছা বাঁধা দিয়ে যা হয়, কিছু নিয়ে এস।

গুণ। না ভাই, তোমাদের ও সব থাক, আমার এই গলার দানা ছড়াটা নিয়ে বাঁধা দাও, আহা সে ছেলে মানুষ বৈ ত নয়।

পদ্ম। না, না—গোবিন্দ, তুমি আমার এই তাগা বাঁধা দাও বাবা; তোমার বাপের দৌলতে আমি অনেক খেয়েছি পরেছি, আর এ সব ত তাঁরই দেওয়া, তিনি আমায় নিজের বোনের মত যত্ন করতেন।

এইরূপে তাহারা সকলেই আপনাপন গহনা দিতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে রামচরণ আসিয়া তাহার মায়ের একছড়া হার গোবিন্দ চন্দ্রকে প্রদান করিয়া বলিল, "এই নাও বাবা, মা দিয়েছে আর বলেছে যে, কারও কাছে কিছু না নিয়ে এইটে বাঁধা দাওগে; হ্যাঁ বাবা! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? মা কাঁদ্‌ছে কেন? এঁরা সব কাঁদ্‌ছে কেন? বড় মা কৈ, দাদা কৈ, দিদিরা সব কোথা? তারা সব সেথানে রৈল, সুধু আমরা এথানে কেন বাবা?"

ভগ্নকণ্ঠে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও,

সব শুন্‌বে এখন।” মনে ভয় হইল, পাছে সে ক্ষিদে পেয়েছে ব’লে কিছু খেতে চায়; কিন্তু রামচরণ কিছু না বলিয়া তাহার মায়ের নিকট ফিরিয়া গেল। গোবিন্দবাবু সেই হার ছড়াটী লইয়া বৃদ্ধাগণকে সম্বো-করিয়া কহিলেন, “দেখ, তোমাদিগের ব্যবহারে আমি বড়ই সুখী হলেম, যদিও তোমরা আপন ইচ্ছায় তোমাদের গহনা বাঁধা দিতে সম্মত বটে, কিন্তু আমি উহা নিতে পার্‌লেম না, মায়ের শ্রাদ্ধের সময় তার গহনা বিক্রী ক’রে মনে করেছিলেম, একটু সুবিধা হ’লেই নূতন গহনা তৈয়ার ক’রে দিব; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, যা নোব, আর তা ফিরিয়ে দিতে পার্‌ব না, এ অবস্থায় যার নিয়েছি, তারই নেওয়াই ভাল। তোমাদের ও গহনাটা আর এখন চাই না; যদি দরকার হয়, পরে দেখ্‌ব।” এই বলিয়া বাটীর বাহির হইলেন। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গোবিন্দ বাবু ভাবিলেন, কোথায় তিনি ঐ হার গাছটী বাঁধা দিবেন, যদ্যপি পাড়ায় কাহারও নিকটে কিছু টাকা পান, তাহা হইলে অন্যত্র যাইবেন না। তিনি এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গোপালচন্দ্রকে তথায় আসিতে দেখিয়া কহিলেন, “আজ যে আপনি অফিসে যাননি?”

গোপাল। না, এই নানারূপ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ’ল, তাইতে বেলা হওয়ায় অফিসে যাওয়া হয় নি; তোমার সব বন্দোবস্ত হ’য়ে গেল?

গোবিন্দ। বন্দোবস্ত আর কি হবে দাদা, এখনও রাঁধ্‌বার যোগাড় হয়নি, বাড়ীর সবাই উপবাসী আছে—আপনি জানেন, আমার হাতে কিছুই নাই। কি করি বলুন, আপনি আমায় নেহাত পৃথক কর্‌লেন।

গোপাল। উপবাসী কেন হে, এই যে দেখ্‌লেম কানাইএর মা এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে গেল, পয়সা নাই ত খাবার কোথা থেকে এল?

গোবিন্দ। তা ত আমি দেখিনি, আমি আপনার সঙ্গে একবার

দেখা করে কিছু চা'ব মনে করেছিলেম, আপনি অফিসে যান্‌নি জান্‌লে এতক্ষণ দেখা কর্‌তেম।

গোপাল। আর চাওয়া চাহি কেন? কাল ত সব চুকিয়ে দিয়েছি, তুমিও বুঝে নিয়েছ।

গোবিন্দ। তা নিয়েছি; তবে উপস্থিত হাতে একটিও পয়সা না থাকায় চাচ্ছি।

গোপাল। পরিবারের গহনা আছে, তাই বাঁধা দাওগে না?

গোবিন্দ। বাঁধা দেব বলেই বেরিয়েছি। কিন্তু কার কাছে যাই, যার কাছে যাব, সে মনে কর্‌বে শ্যাম বাবুর ছেলের হাতে একটা পয়সা নাই, এ বিশ্বাস যোগ্য নয়; দাদা! আপনি যদি দয়া করে কিছু দেন।

গোপাল। কি জিনিষটা দেখি?

গোবিন্দ। এই হার গাছটা। যা হয় কিছু দিন—উপস্থিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা করি। আর কোথায় পরের কাছে যাব?

গোপাল বাবু মনে মনে কনিষ্ঠের প্রশংসা করিলেন; ভাবিলেন, কিছু সাহায্য করিব, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। বলিলেন, "এতে আর কি দোষ, নেহাত পিতলের হার, তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।" এই বলিয়া তথা হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দ বাবু দুঃখান্তকরণে সেই হার গাছটী লইয়া তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ বাটীর ভিতরে থাকিয়া বেহারাকে বাড়ী নাই বলিতে আজ্ঞা করিল, এবং কেহ কেহ বা নানারূপ ওজর-আপত্তি করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন, গোবিন্দ চন্দ্রের অবস্থা তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, তিনি যে এ প্রকার ঋণ গ্রহণে বহির্গত হইবেন, ইহা

স্বার্থপর তোষামোদী বন্ধুগণ বুঝিয়াছিল। এইরূপে হতাশ অন্তঃকরণে গোবিন্দ চন্দ্র বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার সমবয়স্ক একটী যুবক তাঁহাকে ডাকিলেন। গোবিন্দ বাবু তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি হে শরৎ! তুমি এখানে কবে এলে ভাই?"

শরৎ। এই আজ সকালে, তুমি ভাল আছ—বাড়ীর সব খবর ভাল ত?

গোবিন্দ। শারীরিক ভাল বটে, মানসিক বড় ভাল নয়।

শরৎ। সে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, মুখ খানা শুকিয়ে গিয়েছে, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটোও ফুলেছে।

গোবিন্দ। তুমি কিছু শুনেছ নাকি?

শরৎ। হাঁ; একটু আগে আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে তোমার দাদার কাছে সব শুনেছি।

গোবিন্দচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের নিকটে সেই হার বাঁধা দিয়া কিছু অর্থের প্রার্থনা করিবেন; কিন্তু গোপাল বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি যে তাঁহার নিন্দাবাদ শরৎ বাবুর নিকটে করিয়াছেন, ইহা তিনি অনুভব করিলেন, এবং এই সকল কথায় বোধ হয়, শরৎচন্দ্র তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে আর কোনরূপ কথার উল্লেখ না করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া শরৎ বাবু কহিলেন, "কিহে চল্‌লে যে?"

গোবিন্দ। হাঁ ভাই, বেলা অতিরিক্ত হয়েছে, খাবার-দাবারও যোগাড় হয়নি, যা হয় একটা কর্‌তে হবে।"

শরৎ। কেন, এই যে হার বাঁধা দিতে গিয়েছিলে—টাকা পাওনি কি?

গোবিন্দ। তাও তুমি শুনেছ? কে বল্‌লে ভাই?

শরৎ। তুমি আমায় ও সব কথা লুকাও কেন? একটু আগে কানাইএর মা আমাদের বাড়ী এসেছিল।

গোবিন্দ। তুমিই কি তাকে খাবার দিয়েছিলে?

শরৎ। কৈ, না; তবে বাড়ীতে কি করেছে, জানি না।

গোবিন্দ। দাদা বল্‌ছিলেন, কানাইএর মা এক ঠোঙা খাবার নিয়ে আমাদের বাড়ী গিয়েছে, আর বোধ হয়, সেই খাবার খেয়েই রামচরণ আমার নিকট খাবার চায়নি। যা' হোক ভাই, তুমি যখন আমার সমস্ত অবস্থা জেনেছ, তখন এই হার গাছটা বাঁধা রেখে আমায় কিছু টাকা দাও।

শরৎচন্দ্র হার গাছটী লইয়া কহিলেন, "কত টাকা চাও ভাই? তোমার দাদা কত টাকা দিতে চেয়েছিলেন?"

গোবিন্দ। তাও তুমি জান?

শরৎ। হাঁ—তাঁরই মুখে শুনেছি।

গোবিন্দ। তিনি পিতল ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছেন, ইহা আমি নিজে তৈয়ার করিয়েছি, আমি জানি এ পিতল নয়; এইটি রেখে তোমার যা ইচ্ছা হয়, কিছু দাও—এখনি আমায় বাজার কর্‌তে হবে। উপস্থিত হাতে একটিও পয়সা নাই ভাই।

শরৎ। বাঁধা দিয়ে আর কি হবে? একেবারে বেচে ফেল না।

গোবিন্দ। তাই ভাল, যত টাকায় কিন্‌লে তোমার সুবিধা হয়—তাতেই নাও।

শরৎ। কত টাকায় তুমি তৈয়ারী করিয়েছিলে ভাই?

গোবিন্দ। বোধ হয়, একশ' টাকার ভিতরে।

"আচ্ছা, আমি এ হার গাছটা তোমার নিকট হ'তে একশ' টাকায়

কিনে নিলাম, তুমি ভাই একটু বৈঠকখানায় বস, আমি আস্‌ছি।" এই বলিয়া শরচ্চন্দ্র তাঁহার বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক দশ টাকার দশখানি নোট আনিয়া গোবিন্দ বাবুকে গণিয়া দিলেন।

"শরৎ বাবু! এ হারে আমার ঠিক একশ' টাকা লাগেনি, ইহা এখন একশ' টাকায় বিক্রী করা আমি সঙ্গত মনে করি না; তুমি আমায় আশী টাকাই দাও।" এই বলিয়া গোবিন্দ বাবু দুইখানি নোট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

শরৎ। আচ্ছা, ইহাতে যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, তাই দাও।

গোবিন্দচন্দ্র সেই টাকা পাইয়া শরৎ বাবুকে কহিলেন, "ভাই, আজ তুমি আমার মহৎ উপকার করিলে, এই অকূল-পাথারে তুমিই আমার একমাত্র ভেলা-স্বরূপ; এস ভাই, একবার আলিঙ্গন করি।" অতঃপর উভয়ে আলিঙ্গন করিয়া শরৎ বাবু কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, তুমি এখন বাজার করগে, আজ সন্ধ্যার সময় আমি দেখা কর্‌ব। আর প্রসাদ পাবার জন্য নারাণের মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমার নূতন সংসারে সাহায্য কর্‌তে হয়, সে কর্‌বে; আর তাতে সে-ও বড় সন্তুষ্ট।"

গোবিন্দ। বেশ ত, তাঁকে পাঠিয়ে দিও, তাহাদের পরস্পরে দেখা হ'লে সে-ও সুখী হবে। আর তুমি ভাই সন্ধ্যার সময় যেও, আজ সেই-খানেই আহার কর্‌বে।

শরৎ। আচ্ছা, তার জন্য ভেবো না। আমি তোমাদের খেয়েই মানুষ, ভাই। আমার জন্য আহারের আর নূতন ব্যবস্থার দরকার নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নূতন সংসার

Every dawn that breaks brings a new world :
And every budding blossom a new life.

Lewis Morris.

গোপালচন্দ্রের আজ নূতন সংসার, বড় বৌএর বড় আনন্দ, সে সর্ব্বময়ী গৃহিণী ; তাহাকে তিরস্কার করিতে, ভালমন্দ কাজের বিচার করিতে আর অন্য কেহ নাই। আজ তাহার সংসারের সর্ব্বত্রই একাধিপত্য বিরাজিত, কিন্তু ইহাতেও তাহার সুখ নাই, সে চিরকাল শ্বশুর শাশুড়ীর যত্নে লালিত পালিত ; চিরকাল গায়ে ফুঁ দিয়াই বেড়াইয়াছে, কিন্তু উনানে ফুঁ দিবার শিক্ষার কখনও তাহার অবসর হয় নাই—সে সংসার-কার্য্যে একেবারেই অপটু, বিশেষতঃ রন্ধনে। কাজেই বহু কষ্ট করিয়া উনানে আগুন দিল, তাহাও ভালরূপে জ্বলিল না—নিবিয়া গেল—আবার দিল—আবার নিবিল ; আবার দিল, এবারে পাখার বাতাস করিয়া একটু ধোঁয়া বাহির হইল, তাহাতে সে ভাবিল যে, এবার ইহা বেশ ধরিবে, একটু বিশ্রাম করিয়া লই ; কেন না, সে উনান ধরাইয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, একটু একটু ধোঁয়া বাহির হওয়ায় বড় বৌএর চক্ষে বারিধারা বহিতে লাগিল, ইহা তাহার সহিল না, সে অন্যত্রে পলাইল—তথায় গিয়া কি রাঁধিবে ভাবিতেছে, ইত্যবসরে গোপালচন্দ্র তথায় আসিয়া কহিলেন, "কিগো, ভাতের কতদূর কি হ'ল ? ছেলেগুলো যে ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে।"

বড় বৌ। আর পারিনে ছাই, উনান ত ধরেই না—আবাগীরা যাবার সময় বোধ হয় উনানে কোন তুক্ তাক্ ক'রে দিয়ে গেছে, কত ক'রে ধরিয়েছি, এইবার ভাত চাপাব।

গোপাল। উঃ! এখনও ভাত চাপাবে? বেলা যে একটা বাজে, যা' হোক্, একটু শীঘ্র ক'রে নাও, কাল থেকে ভাল খাওয়া হয় নি, দোকানের খাবার খেয়ে অসুখ কর্ছে, ছেলেগুলোরও অসুখ কর্বে দেখ্ছি।

বড় বৌ। না, এতক্ষণে ধরেছে, প্রভা, একবার উনানটা দেখে আয় ত মা! শচে ও পুঁটীটা কোথা গেল?

গোপাল। আমি জানি না; বোধ হয়, তারা ও বাড়ীতে গিয়েছে।

বড় বৌ। মরণ আর কি, এত ক'রে বারণ কর্লুম, তবুও গেল—সেখানে বোধ হয়, ভাত খাবে এখন।

গোপাল। সেখানে এখন ভাত প'ড়ে মর্ছে, ওদের এখন হাঁড়ীই কেনা হয় নি। এই ঘণ্টা দুই আগে গোবের সঙ্গে দেখা হ'ল, সে এক গাছা হার বাঁধা দিয়ে টাকার যোগাড়ে বেড়িয়েছে, টাকা অমনি ব'সে আছে কিনা, তাই ওকে কেউ দেবে; আজ সেখানে ভাতের গন্ধও নাই।

প্রভা। হাঁ, মা! তারা কাকী-মার কাছে গেছে, সেখানে দু-তিনটা সন্দেশ খেয়েছে, আমায়ও দিয়েছে, আমিও খেয়েছি। কাকী-মা আমাদের কত ভালবাসে।

গোপাল। যাক্‌গে, এখন ওসব কথা ছেড়ে দাও, ভাতের যোগাড় দেখ।

বড় বৌ। যা না প্রভা, উনানটা ধর্‌ল কি না, দেখে আয়।

প্রভাবতী মাতৃ আজ্ঞায় রন্ধনশালায় গিয়া দেখিল যে, উনান নিবিয়া

গিয়াছে, তদ্দর্শনে সে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিল, "মা— কোন্ উনানে আগুন দিয়েছিলে? হেঁসেল ঘরের উনান ত নিবে আছে।"

বড় বৌ কহিল, "বড় মুস্কিল দেখ্ছি, এ ছাই উনানও কি ধর্‌বে না। এই দেখ্‌লুম ধোঁয়া বেরুচ্ছে, এরই মধ্যে আবার নিবে গেল!"

গোপাল। কই, চল একবার দেখিগে, খানিকটা কেরাসিন তেল নিয়ে এস, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি, আগে আমায় বল্‌লেই হ'ত। প্রভা! একবার আয় ত মা, উনানটা দেখিগে।

"আচ্ছা, তবে তুমি উনানটা দেখগে, আমি এদিকে আনাজগুলো কুটে ঠিক করি।" এই বলিয়া বড় বৌ বঁটি পাড়িয়া তাড়াতাড়ি আনাজ কুটিতে গিয়া একটি আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল। অভ্যাসই কার্য্য তৎপরতার হেতু, অভ্যাস না থাকায় আজ বড় বৌএর এরূপ অবস্থা, সে আনাজ ফেলিয়া হাতে জল-পটি দিবার ব্যবস্থায় বিব্রত হইল; এদিকে গোপালচন্দ্র নানারূপ কৌশল করিয়াও উনান ধরাইতে না পারিয়া লজ্জিত-আননে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং বড় বৌকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া কহিল, "কিগো! এ আবার কি ব্যাপার? রক্তের যে ছড়াছড়ি দেখ্ছি, আঙ্গুল কেটেছ না কি?"

বড় বৌ। হাঁগো, বড় লেগেছে, একেবারে বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে গেছে। যা হোক্, এই জল-পটি দিয়ে কাটার জ্বালা একটু যেন কমেছে। তুমি উনানের কি কর্‌লে, ধরেছে কি?

গোপাল। না, ও হ'ল না; যাক্‌গে, বেলা হ'য়ে গেল, তুমি চিড়ে মুড়্‌কী নিয়ে এস, ফলার করা যাক্।

"কাজেই; ভাতের জন্য এত চেষ্টা কর্‌লেম, তা' হ'ল না, আর কি করা যাবে। ওরে প্রভা, পোড়ারমুখো শচে আর পুঁটীকে ওখান থেকে

ডেকে নিয়ে আয় ত। মরণ আর কি, চার পাঁচ বছরের সব ঢেঁকি হ'ল, তবু একটা কথা বোঝে না।" এই বলিয়া বড় বৌ চিড়ে, মুড়্‌কী, দুধ, কলা ইত্যাদি ফলারের আয়োজন করিতে লাগিল।

প্রভাবতীর বয়স আট বৎসর হইয়াছে, সে মায়ের কথামত তাহার কাকী-মায়ের নিকটে গিয়া দেখিল, শচীন্দ্র ও পুঁটী গোবিন্দচন্দ্র, রামচরণ সমভিব্যাহারে ভাত খাইতেছে, তাহা দেখিয়া প্রভাবতী কহিল, "ওরে শচে, পুঁটী, তোরা এখানে এসেছিস্ ব'লে মা যে বক্‌ছে, বেশ ত, তোদের বাবা মার্‌বে এখন।"

গোবিন্দ। না রে প্রভা, তোর মাকে বলিস্ কাকা বাবু ছাড়েনি, তাই ওরা যায়নি, তুই ভাত খেয়েছিস্ কি ?

প্রভা। না কাকা বাবু, মা উনানই ধরাতে পার্‌লে না—তা' ভাত রাঁধ্‌বে কে ?

গোবিন্দ। তবে তুই ব'স্—দুটী ভাত খা!

প্রভাবতীকে আর পায় কে ? সে-ও তাহাদের সহিত ভাত খাইয়া হাসিমুখে ভাই বোনকে সঙ্গে লইয়া, তাহার মায়ের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে বিলম্বে আসিতে দেখিয়া বড় বৌ কহিল, "প্রভা, এত দেরি কর্‌লি কেন লা—থাক্, আজ আর তোদের খেতে দেবো না।"

তাহারা সকলেই কহিল, "তা নাই বা দিলে, আমরা কাকী-মায়ের কাছে এই পেটভোরে ভাত খেয়ে এলুম।"

বড় বৌ। পেটভোরে ভাত খেয়ে এলি কিলো ? তারা আজ ভাত রেঁধেছে নাকি ?

পুঁটী। সুধু ভাত বুঝি, মাছ, দাল, ত'কারী।

শচী। মাছের ঝোল, ত'ক।

গোপালচন্দ্র গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, খেলা কর্‌গে যা, খেয়েছিস্ ত। আরে ম'ল, গোবেটা বুঝি আমার সঙ্গে চালাকী কর্‌লে ?"

বড় বৌ। ওর কাছে টাকা ছিল—তুমি যেমন ওর কথায় বিশ্বাস করেছ যে, হার বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে এসে সব নূতন জিনিষ কিনে-কেটে সংসার পাত্‌ছে। এর মধ্যে ধার কর্‌লে, সব কেনা হ'ল আর বাঁধা শেষ হ'য়ে গেল ? ওসব ঐ যা বল্‌লে মিছে চালাকী।

গোপাল। না, তার মুখ দেখে বোধ হ'ল যেন সে সত্যসত্যই হার বাঁধা দিতে যাচ্ছিল, আর আমাকেও একগাছা হার দেখালে। যা হোক্, ওটা চালাক আছে, এই দেখ না, হাতে একটা নগদ পয়সা না দিয়ে আলাদা করে দিলুম, তবু ত যা ক'রে হোক্ আজ নূতন হাঁড়ী কেড়ে, রান্না-বান্না করে আমার ছেলে মেয়েকে পর্য্যন্ত খাওয়ালে। যাক্—আজ-কের দিনটাও ভাত না খেয়ে কাটান গেল—কাল যাতে হুটী ভাত খেয়ে অফিসে যেতে পারি, তার কি হবে বল দেখি ?

বড় বৌ। আমি কালই মাকে চিঠি পাঠিয়েছি, আজ প্রভাকে ও শচীকে পাঠিয়ে দোব এখন, মা বোধ হয়, আজ আসবে, তার পর দু-চার দিন বাদে একটু গুছিয়ে নিলে তাঁকে আবার পাঠিয়ে দোব ; তিনি আপ-নার সংসার ফেলে এখানে বেশী দিন থাকৃতে পার্‌বেন না।

গোপাল। সেই ভাল, আজ সন্ধ্যার আগে ওদের পাঠিয়ে দিও, আমি না হয় ওদের সঙ্গে যাব।

বড় বৌ। তাই ভাল, তুমিও তাঁকে একটু বুঝিয়ো, দু-চারদিন থেকে আবার যাবেন।

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে রামচরণ আসিয়া কহিল, "জ্যাঠা বাবু! আপনি ও বড়-মা এখনও ভাত খাননি ব'লে, বাবা আপনাদের ভাত পাঠিয়েছেন।"

বড় বৌ। কেন রে, তোদের আজ ভাত বেঁচেছে বুঝি ?

রাম। না বড়-মা—মা, সন্নপিসী, এখনও খায়নি। এই যে মা ভাত এনেছ।

বড় বৌ একবার ভ্রূভঙ্গি করিয়া গোপালচন্দ্রের দিকে তাকাইল, তৎপর একটু রাগতস্বরে কহিল, "আবার ঠাট্টা ক'রে ভাত আনা কেন ? আমাদের ত খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে।"

গোপালচন্দ্র কহিলেন, "তা হোক্, ছোট্ট বৌ-মা যখন যত্ন ক'রে নিজে ভাত এনেছে, তখন ও ভাত আমি খাব, তুমি রেখে দাওগে, যাও মা, তুমি আমার খাবার ঘরে রেখে দিয়ে যাও, আমি খাব এখন। আর কিছু এন না, তোমরা সব খাওয়া-দাওয়া করগে।"

ছোট বৌ তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিয়া রামচরণের সহিত ফিরিয়া গেল; তথায় গিয়া স্বর্ণমণিকে সকল ঘটনা বিবৃত করিল। স্বর্ণমণি গোবিন্দচন্দ্রকে সকল কথা কহিল এবং তিনি যে গোপালচন্দ্রের জন্য ভাত পাঠাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেজন্য একটু তিরস্কারও করিলেন। তিরস্কৃত গোবিন্দচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "স্বর্ণদিদি, আমার কাজ আমি করেছি, বৌদিদি যে এতে রাগ কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, আমি জানি দাদার দু' বেলা ভাত না খেলে বড়ই অসুখ করে, তাই তোমায় বলেছিলেম।"

স্বর্ণ। তুমি ত ভাব্‌ছ আপনার লোক, ওরা এখন তোমায় শত্রু মনে কর্‌ছে, নৈলে অমন সোনার হার গাছটাকে কি না পিতল ব'লে ফিরিয়ে দিলে।

গোবিন্দ। যাকৃগে, ও কথায় আর কাজ নাই, একবার অপমান হওয়া গেল, ভবিষ্যতে আর কখনও এ রকম কাজ করা যাবে না। তুমি এইবার শরৎচন্দ্রের খাওয়া-দাওয়াটার ব্যবস্থা করগে।

স্বর্ণ। তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আর আমাদের করতে হবে না ভাই, তিনি তাঁর বৌকে পাঠিয়ে দিয়ে অনেক খাবার জিনিষ-পত্তর দিয়েছেন, তাতেই আমাদের দু'দিন চল্‌বে, সুধু ভাত রাঁধলেই হবে। আহা, তাঁর বৌ-টী বেশ গোছানে, দু'দণ্ড এসেই ছোট বৌএর ঘর-কন্না কেমন গুছিয়ে দিয়েছে।

গোবিন্দ। ওঃ! এতক্ষণে বুঝেছি, শরৎচন্দ্র কি উদ্দেশ্যে তাহার স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়েছে, আর কেন যে নিজেও এখানে আজ রাত্রে আহারাদির জন্য আমার নিকট নিমন্ত্রণ চেয়েছিল।

স্বর্ণ। তোমার এই অসময়ে যিনি মুখ তুলে চাইবেন, ভগবান তাঁর ভালই করবেন, আবার সময় হ'লে তুমিও এর শোধ দিও।

গোবিন্দ। সেদিন কি আর আমার হবে দিদি ?

স্বর্ণ। কেন হবে না ভাই, ধর্ম্মের সংসারে দুঃখ কখনও স্থান পায় কি ? তুমি চিরকাল ধর্ম্মে মতি রেখ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সই

Rare as is true love, true friendship is still rarer.

La Rochefoucauld.

"সই !"

"কেন সই ?"

"এবার আমি যাই ভাই, রাত হয়েছে।"

"এরই মধ্যে যাবে কেন ? না দেখে কি মন কেমন কর্‌ছে ? তা ভাই, যাঁর জন্যে যাবে তিনিই এখানে রয়েছেন।"

"তা ত আছেন, তবু অনেকক্ষণ এসেছি, ঘরে আলো দেওয়া হয়নি, আমি যাই।"

"তবে এস, আবার কবে আস্‌বে ভাই ?"

"যখনই হুকুম কর্‌বে।"

"ছিঃ, হুকুম কি ভাই।"

"তবে বরাত হবে।"

"আমার বরাত ত চব্বিশ ঘণ্টাই। সই, ভাগ্যিস্ তুমি এসেছিলে, তাই এ সব সাজান হ'ল ; নৈলে যে কি হ'ত, তা ভগবান্ জানেন।"

"ভগবান্ জান্‌তেন বলেই বোধ হয়, আমাদের এখানে পাঠিয়েছিলেন, নৈলে এতদিন পরে উনি এখানে আবার বদ্‌লি হবেন কেন ?"

"সেটা আমার ভাগ্য বল্‌তে হবে, আর এই 'সই' পাতাবার জন্য।"

"তা বটে, তবে আমি এখন যাই সই।"

"এস ভাই। এই তোমার হার নাও।"

"ঐটী তাঁর মানা—তাঁর দেবার হুকুম, আমি দাসী, কেবল তাঁর আজ্ঞা পালন করেছি, তুমি এতে কিন্তু হচ্ছ কেন, সই?"

"না ভাই, তিনি আজ তাঁকে এ হার বেচে এসেছেন, এ তোমাদের জিনিষ, আমার কাছে দেখ্‌লে তিনি কি বল্‌বেন?"

"বল্‌বেন আবার কি? তুমি আমার নাম ক'রে বলো যে, আমি তোমায় বেচে গিয়েছি, তুমি আমার কাছ থেকে কিনেছ?"

"আমি কি দিয়ে কিন্‌লেম, সই।"

"এই সই পাতিয়ে সুধু হার কেন ভাই, আমায় পর্য্যন্ত কিনেছ।"

"আচ্ছা, তুমি আমায় এই হার দিলে, আমার এখন কিছুই নাই ভাই—আমি তোমায় কিছু দিতে পার্‌ছি না, তুমি এখন এ হার্ রেখে দাও।"

"সেকি সই? এ তুচ্ছ হারের বদলে আমি তোমার হৃদয়ের ভালবাসা পেয়েছি। ইহার তুলনায় ও হার অতি সামান্য, অতি অপদার্থ; তোমার ভালবাসার মূল্য এ হারের চেয়ে অনেক বেশি।"

"সই, সই, আর আমি তোমায় কি বল্‌ব ভাই, তুমি আমায় কোল দাও, আমি যে তোমার বড় দুঃখিনী সই।"

"ছি, ও কথা বলো না ভাই, আমি সব শুনেছি, তিনি আমায় আজ সব বলেছেন, তোমার শ্বশুরের অন্নে উনি যে মানুষ হয়েছেন সই; তাঁরই অনুগ্রহে লেখা পড়া শিখে উনি আজ এই বড় চাক্‌রী পেয়েছেন। তুমি মনে কিছু 'কিন্তু' ক'রো না ভাই। আমরা তোমাদের খেয়ে মানুষ হয়েছি। তিনি বল্‌লেন, তোমার ভাসুর বড় অন্যায় ক'রে তোমাদের আলাদা ক'রে দিয়েছেন, তাতে ক্ষতি নাই। মাথার উপর

ঈশ্বর আছেন, তিনি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কর্‌বেন। আমি এখন যাই ভাই, যে কথা তোমায় বলেছি, সেটা একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রো।"

"সই, তুমি আমার আর জন্মে কেউ ছিলে ভাই।"

"আর জন্মের কথা জানিনে, এ জন্মে তোমার 'সই' হলেম, আর তুমি এখন পোয়াতি হয়েছ, যদি তোমার মেয়ে হয়, তা হ'লে আমার নারায়ণের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে, তোমার বিয়ান্ হব—কি বল তুমি ?"

"এমন দিন কি হবে সই ?"

এইরূপে গোবিন্দচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে শরৎচন্দ্রের সহিত গোবিন্দ বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, শরৎচন্দ্রের আহারাদির আয়োজনার্থ স্বর্ণমণিকে অনুরোধ করিলেন। বলাবাহুল্য মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার আহারের ব্যবস্থা হইলে, গোবিন্দচন্দ্র একটু মিনতিসহকারে তাঁহাকে আহারার্থ অনুরোধ করিলেন। শরৎচন্দ্র প্রফুল্লচিত্তে আহারাদি সমাপন করিয়া কহিলেন, "ভাই গোবিন্, আমার জন্য তুমি আজ এত ব্যস্ত কেন ? আমি তোমার কোনও নূতন কুটুম্ব নহি, তোমার কি মনে নাই, আমি ছেলেবেলায় তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আজ এই বর্দ্ধমান জেলার হেড্ পুলিস ইন্‌স্পেক্টটর হইয়াছি ? আমি আজ জনসাধারণের নিকট সম্মানার্হ বটে, কিন্তু তোমার চক্ষে আমি দীন-হীন অন্নের কাঙ্গাল, শরৎ ভিন্ন আর কেহ নহি। তুমি আমায় মান্য করিতে দেখিলে আমার বড় লজ্জা হয়, তুমি ব্যস্ত হইও না, তোমার কি মনে নাই ভাই, তুমিই বাল্যকালে আমার স্কুলের বেতন, পড়িবার বই যোগাইবার জন্য কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট কত অনুরোধ করিতে ? তোমারই অনুরোধে তিনি আমায় তোমার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আর তাঁহারই কৃপাগুণে, তাঁহারই

আশীর্ব্বাদে, তাঁহারই অনুরোধে আমি পুলিসে একটি চাকরী পাই। বোধ হয়, তোমার সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎ না হওয়ায় তুমি আমার বিষয় ভুলিয়া গিয়াছ।"

গোবিন্দ। না ভাই, তুমি আমার আজ যাহা করিলে, তাহাতে আমি তোমার নিকট চিরকাল ঋণী রহিলাম।

শরৎ। সে কি ভাই, তুমি আমার যে সকল উপকার বাল্যকাল হইতে করিয়াছ, তাহা আমি আজীবনে ভুলিতে পারিব না। সে সকলের তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ; আচ্ছা ভাই, তোমার এই দু'খানি ঘর ও এই দালানে কি প্রকারে চল্‌বে? একখানি বৈঠকখানা, তার সঙ্গে ভিতরের সংস্রব নাই, এই দালান ও একখানি ছোট ঘরে কোথায় কি কর্‌বে?

গোবিন্দ। আর ভাই, যে রকমে হোক্, এখন দিন কাটাতে হবে। এই দালানে রসুই করা যাবে, আর ঐ ঘরখানিতে সকলে রাত্রে মাথা গুঁজে ঘুমুবে, আমি বৈঠকখানাতেই থাক্‌ব।

শরৎ। এতে তোমাদের বড় কষ্ট হবে। তুমি পদ্মপিসী, গুণপিসী, কানাইএর মাকে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দাও, এতে আমার নারায়ণের মায়ের বড় উপকার হবে, তোমার কাছে স্বর্ণদিদি থাক্‌লেই যথেষ্ট।

গোবিন্দ। কষ্ট আর কি হবে ভাই, কে কার অদৃষ্টে খায় তা কি কেউ বল্‌তে পারে। তবে তোমার উপকার হয়, ওঁরা স্বেচ্ছায় যেতে চান, তা হ'লে আমার কোন আপত্তি নাই—তোমার কাছে থাক্‌লেও যা, আর আমার কাছেও তা।

গোবিন্দচন্দ্রের কথা শুনিয়া পদ্মমণি, কানাইয়ের মা ও গুণদা তথায় যাইতে চাহিল, শুনিয়া শরৎচন্দ্র কহিলেন, "কানাইয়ের মা, পদ্মপিসি! তোমাদের গোবিন্‌ও যেমন, আমিও তেমনি; আমি এখন

এখানে দু-এক বৎসরের জন্য বদ্‌লি হয়েছি, এই সময়ে তোমাদের যত্ন পেলে, নারাণের ও তার মা'র বিশেষ উপকার হ'বে, তারা বাড়ী গিয়েছে কি ?"

স্বর্ণ। না, এখনও যায় নি, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, এই যায় আর কি, নারাণ ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি কোলে ক'রে দিয়ে আস্‌ছি।

শরৎ। না, আমায় দাও, আমিই নিয়ে যাব. এই একটুখানি পথ বৈ ত নয়, রাত ন'টা বাজে ; তোমাদের এখনও খাওয়া হয় নি, তোমরা খাওয়া দাওয়া কর ; তাকে ডেকে দাও, আমার সঙ্গে যাবে। আমরা এই বৈঠকখানায় যাচ্ছি।

গৃহমধ্যে শরৎ বাবুর স্ত্রী বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি স্বামীর ইচ্ছা বুঝিয়া অর্দ্ধহস্তপরিমিত অবগুণ্ঠন টানিয়া, নারাণকে কোলে লইয়া কহিল, "তবে যাই সই।"

গোবিন্দের স্ত্রী কহিল, "এস সই।"

এই বলিয়া উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

স্বর্ণদিদি নারাণকে কোলে লইয়া শরৎ বাবুকে কহিল, "তবে এস ভাই, রাত হয়েছে বৌ-দিদিও এসেছে।"

শরৎচন্দ্র স্বর্ণমণির কোল হইতে তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রকে লইয়া, সে রাত্রের মত গোবিন্দের নিকটে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এ কি

Glories, like glow worms, afar-off shine bright
But looked at near, have neither heat nor light.

Webster.

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া গোপালচন্দ্র শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিলেন। তিনি প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, কেন না, তাঁহার স্বামী যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ টাকা-কড়ী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের সংসার খরচ করিয়া দু' পয়সা বেশ সঞ্চয় হইত। তাহার উপর তাঁহার ঠাকুরসেবা ইত্যাদি বিষয়ে নানারূপ গোলযোগ হইবে বলিয়া একটু ওজর করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে সমস্ত আপত্তি জামাতার অনুরোধে বিফল হইয়াছিল। তিনি শ্বশুর সম্পর্কীয় আত্মীয়দিগের উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া, দু'-চারদিনের জন্য কন্যার ভবনে আসিলেন। ক্ষেমাসুন্দরী তথায় আসিয়া অনেক রাত্রি জাগরণ করিয়া, সেদিন তাঁহার কন্যার গৃহকর্ম্ম ভালরূপ গুছাইয়া দিলেন, এবং অতি প্রত্যুষে উঠিয়া জামাইএর জন্য ভাত রাঁধিয়া দিলেন। গোপালচন্দ্র আহারাদি করিয়া অফিস যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে সেদিন রাস্তায় দেখিবামাত্র বালকেরা বলিতে লাগিল, "এই যে গোপাল বাবু যাচ্ছেন, উনি ভাই, সে রবিবারে আমাদের পড়্‌তে দেন নি।" বৃদ্ধেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, "ঐ হে, অফিসের বড় বাবু যাচ্ছেন—উনিই ছোট ভাইকে পৃথক্

ক'রে দিয়ে শাশুড়ীকে এনে নূতন সংসার কর্‌ছেন।" প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিল, "ঐ লো! সেই গোপাল বাবু যাচ্ছে, ওই বৌরএর কথা শুনে, আপনার ছোট ভাইকে ও সন্ন, গুণ নামে বুড়ীগুলোকে না খেতে দিয়ে আলাদা ক'রে দিয়েছে, ওর কি ভাল হবে?" এইরূপে আজ গোপাল বাবুকে দেখিয়া সকলেই নিন্দা ও গোবিন্দচন্দ্রের নানারূপ সুখ্যাতি করিতে লাগিল। গোপালচন্দ্র এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া, কনিষ্ঠের উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন; ভাবিলেন, সে-ই পাড়ায় পাড়ায় টাকা ধার করিতে গিয়া তাঁহার নামে নানাবিধ কুৎসা রটাইয়াছে—এইবার অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে—তাহার এই কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অফিস যাত্রা করিলেন, একবার ভাবিলেন না যে, মানবের ভাল মন্দ কার্য্যের যশাযশঃ লোকপরম্পরায় দিগ্‌দিগন্তে মুহূর্ত্তমধ্যে বিস্তৃতিলাভ করে। এদিকে গোপালচন্দ্রের শাশুড়ীকে দেখিয়াও পাড়ার পাঁচজনে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কেহ কহিল, "কিগো, জামাই-ঘর কর্‌তে কবে এলে?" কেহ কহিল, "কিগো, মেয়ের সুসার কর্‌তে এসেছ নাকি?" কেহ কহিল, "কিগো, মা মনসাদেবীর গৃহে ধূনা দিতে তোমার আগমন এরই মধ্যে কবে হলো?" এরূপ বিদ্রূপে তিনি বড়ই লজ্জিতা হইলেন; ক্ষেমা-সুন্দরী ভাবিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কিন্তু বাটী হইতে বাহির হইবামাত্র এ প্রকার সম্ভাষণ পাইয়া, তিনি বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিলেন, "ছিঃ, মোহিনী, তুই মা আমায় অপমান কর্‌বার জন্য এখানে আনিয়েছিস্? একেবারে পাড়াশুদ্ধ লোকগুলোকে চটিয়ে রেখেছিস্। লোকে কি আর আলাদা হয় না, তোর যে সব কাজে তাড়াতাড়ি, একটু ধীরে-সুস্থে এ কাজটা করলে ভাল হ'ত।"

মো। পাড়ার লোকের এত মাথা ব্যথা কেন, একি বল দেখি মা?

ক্ষেমা। এ কি জানিস্ মা, একে বলে জনশ্রুতি। পাঁচজনের মুখে লোকে যা শোনে, সেটা ভাল হোক্, মন্দ হোক্, পাঁচজনকেই লোকে বিশ্বাস করে; যা হোক্ মা, তোমার ঘরকন্না গুছিয়ে দিয়ে একটা রাঁধুনী ও একটা ঝা ঠিক ক'রে দিতে পার্‌লে বাঁচি।

মোহিনী। তার আর ভাবনা কি? যাকে পয়সা দোব, সেই রাজি হবে।

ক্ষেমা। তা' ত হবে, তবে তোমার সন্নদিদিকে তাড়িয়ে ভাল কাজ করনি মা, ওরা বুড়ো-হাব্‌ড়া লোক, সুখ-অসুখে অনেক উপকারে এসে থাকে।

মোহিনী। তুমি আর তাদের কথা তুলো না—তারা গেছে বেঁচেছি।

"এক জ্বালায় বেঁচেছ বটে, কিন্তু তাদেরি অভাবে শত জ্বালায় জ্বল্‌তে হবে। আমি একবার ওদের সঙ্গে দেখা করিগে; কাল অত রাত পর্য্যন্ত খেটে আমার কেমন অসুখ করছে।" এই বলিয়া ক্ষেমাসুন্দরী গোবিন্দের বাটী গেলেন। তাহাকে তথায় দেখিয়া ছোট বৌ ও বৃদ্ধাগণ সকলেই সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিল। তিনি যে তথায় এতদূর সম্মানিতা হইবেন, ইহা কখনও ভাবেন নাই। তাহাদিগের এরূপ ব্যবহারে ক্ষেমাসুন্দরী নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন, এবং নানারূপ কথার পর স্বর্ণমণিকে কহিলেন, "তোমরা ও ছুঁড়ীটাকে একটু বাগিয়ে নিতে পার্‌লে না মা?"

স্বর্ণ। আর মা, ওর যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, আমাদের ত এদাস্তি উঠ্‌তে বস্‌তে গালাগালি দিত।

ক্ষেমা। তা' হ'লেও তোমাদের কাছে আমার গোপালচন্দ্র যেমন, আর গোবিন্দচন্দ্রও ত তেমনি, মা!

স্বর্ণ। হাঁ, চন্দ্র একই বটে, তবে কি জান মা, তোমার গোপাল এখন পূর্ণিমার চন্দ্র, আর আমাদের গোবিন্দ হ'ল, এখন অমাবস্যা প্রতিপদের চন্দ্র।

ক্ষমা। কি বল্লে, কথাটা ভাল বুঝ্তে পার্লেম না।

সহাস্যে স্বর্ণমণি বলিল, "এ আর বুঝ্তে পার্লে না? বলি তোমার গোপালচন্দ্র এখন যেন পূর্ণিমার চাঁদ; প্রতিপদের পর হ'তে যেমন সেই চাঁদের শোভা-সম্পদ ক্ষয় পায়, তোমার গোপাল এখন সেই চন্দ্র। আর আমরা এখন যে চাঁদের আশ্রয়ে আছি, সে অমাবস্যা প্রতিপদের চন্দ্র। কিন্তু এই চাঁদ যেমন দিন দিন বড় হ'য়ে পূর্ণিমার চাঁদ হয়, আমাদের গোবিন্দচন্দ্রও তাই। আমাদের এই অমাবস্যার অন্ধকার আর বেশী দিনের নয়, পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে, এই অমাবস্যার চাঁদ গোবিন্দচন্দ্রও একদিন পূর্ণিমার চাঁদ হবে।"

"ওঃ, তুমি আমার গোপালকে গালাগালি দিলে; ছিঃ, তোমাদের কথা বুঝেছি, আর এখানে আস্‌ব না, চল্‌লেম।" এই বলিয়া ক্ষেমাসুন্দরী একটু রাগতভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর ছোট বউ স্বর্ণমণিকে কহিল, "হাঁ ঠাকুরঝি, তুমি ওঁকে কেন রাগালে ভাই, উনি এখন দিদিকে ও বড় ঠাকুরকে গিয়ে পাঁচখানা ক'রে বল্‌বেন, তাঁরা আমাদের উপর রেগে আবার কি কর্‌বেন।"

স্বর্ণ। কর্‌বে কি আবার? এখন আমরা আর তাদের ভয় করিনে, ও মাগীকে তুমি চেন না বৌ, আমরা কি খাই না খাই, কি পরামর্শ করি না করি, সেই সব খোঁজ নিতে এসেছিল; ওরা এখানে আর যত না আসে, আমাদের ততই ভাল।

ছোট বৌ। কি জানি ভাই, আর কিছু না হ'লেই হ'ল।

নবম পরিচ্ছেদ

সহচরী

Oh, be he king or peasant, he is happiest,
Who in his home finds peace. *Geothe.*

অকস্মাৎ কেহ অনন্ত অসীম অতলস্পর্শী সলিল মধ্যে পড়িলে, সে যেমন কোনও একটা অবলম্বনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, আমাদের গোবিন্দচন্দ্রও সেইরূপ আজ উর্ম্মিমালা পরিপূর্ণ সংসার-সাগরে পড়িয়া, কোনও কিছু অবলম্বনের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, "হায়! যদি আমি বাল্যকালে বিবাহ না করিতাম, তাহা হইলে আজ আমায় এত অল্প বয়সে অর্থাভাবে স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণার্থ চিন্তাভারে ভারগ্রস্ত হইতে হইত না। বাঙ্গালীর বাল্য-বিবাহ-প্রথা জাতীয় জীবনের একটি অন্তরায় স্বরূপ। আমি বিবাহ না করিলে আমার স্ত্রীর অশ্রুধারা দেখিতে হইত না, আমার সংসার প্রতিপালনার্থ আজ আমি তাহাকে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক আনন্দপ্রদ অলঙ্কারাদি হইতে বঞ্চিত করিতাম না, আর এই অপূর্ব্ব পুত্রবাৎসল্যগুণে বিমুগ্ধ না হইয়া, দূর দেশান্তরে গিয়া কোনও প্রকারে নিজের উদর পরিপূরণের উপায় করিতে পারিতাম। কেবল এই এক বিবাহ করিয়াই আমি সকল প্রকারে জড়ীভূত হইয়াছি। হায়! হায়! কেন আমি পরকন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া এ হেন বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলাম।" গোবিন্দচন্দ্র আপন শয়ন-গৃহে বসিয়া এ প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী তথায় আসিল। তদ্দর্শনে তিনি কহিলেন,

"কমলা! তুমি আসিলে, রামচরণ কোথায়? স্বর্ণদিদি, পদ্মপিসী, এঁরা সব কোথায়?"

কমলা কহিল, "ঠাকুর-ঝী রামচরণকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছে, আর তাঁরা সব এদিক্‌-ওদিক কোথায় গিয়েছে, তা ঠিক বল্‌তে পারি না, বোধ হয়, সইয়ের বাড়ী গিয়েছে।"

গোবিন্দ। আবার এ সময় সই পেলে কোথায়? কে সে?

কললা। কাল শরৎ বাবুর স্ত্রী আমার সঙ্গে সই পাতিয়েছে।

গোবিন্দ। বটে, গলায় ওটা কি চক্‌চক্‌ কর্‌ছে?

কমলা। এ আমার সে হার, যে গাছটা তুমি কাল তাঁদের বেচে ছিলে, সেইটা তিনি সইয়ের হাত দিয়ে আমায় বেচে গিয়েছেন।

গোবিন্দ। কি রকম? তুমি কেন্‌বার দাম পেলে কোথায়?

সহাস্যে কমলা বলিল, "বিনামূল্যে কিনেছি, সই বল্‌লে যে, এ হার বিনামূল্যে "সই" পাতিয়ে আমায় বিক্রী কর্‌বার জন্য তার স্বামীর আজ্ঞা হয়েছে, সে দাসী, প্রভুর আজ্ঞা পালন কর্‌বে, তাতে যেন আমি কোন রকমে বাধা না দি। আমি এ হার না নেবার জন্য অনেক বলেছিলেম; কিন্তু সই ছাড়্‌লে না, সে তার স্বামীর মত কত কথা ক'য়ে এ হার আমায় দিয়েছে। আরও যাবার সময় কানাইএর মা ও আর সকলকে ওদের বাড়ী পাঠাবার জন্য তোমায় বল্‌তে বলেছিল।"

গোবিন্দ। হুঁ, সে সব আমি শুনেছি। ভাল, এ সময়ের এ উপকার যেন মনে থাকে।

কমলা। আমি তাকে কিছু দিতে পার্‌লেম না ব'লে দুঃখ কর্‌তে সে বল্‌লে, "দুঃখ ক'র না সই, তুমি এখন পোয়াতি, যদি তোমার মেয়ে হয়, তা হ'লে আমার নারাণের সঙ্গে তার বিয়ে দিও।" আমিও তাতে মত দিয়েছি।

গোবিন্দ। বেশ করেছ; কিন্তু কমলা, এ রকম ক'রে কত দিন চল্‌বে? আমি বলি কি, দিন-কতক তুমি রামচরণকে নিয়ে তোমার বাপের বাড়ী গেলে হয় না? তারপর আমার একটা চাক্‌রীর সংস্থান হ'লে, তোমাদের আবার নিয়ে আসব। এখানে এখন তোমাদের বড় কষ্ট হবে।

ইহা শুনিয়া কমলা কহিল, "আমার কষ্ট হবে বলে তুমি এত ভাব্‌ছ? আমার কষ্টের উপশম হবে ব'লে তুমি আমায় বাপের বাড়ী যেতে উপদেশ দিচ্ছ? তুমি নিজের কষ্টের কথা মনে ভাব্‌ছ না। তুমি চিরকাল তোমার বাপ মায়ের আদরে আদরে কাটিয়েছ, চিরকাল ভাল জিনিষ খেয়েছ, কখনও দুঃখের ছায়া স্পর্শ করনি; আর আমি, বাল্যকালে মাতৃহারা হয়েছি, বাপের দুঃখের সংসারে কোনদিন এক বেলা, কোনওদিন না খেয়েও দিন কাটিয়েছি। সেই আমি, তোমার ঠাকুরের মহিমা গুণে আজ তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তোমার সহচরী। আমি তোমায় ছেড়ে এখন বাপের বাড়ী যাব? তাঁদের এখন সময় ভাল বটে; কিন্তু সেখানে যাওয়া এখন আমি ঘৃণা মনে করি। তোমার ঐশ্বর্য্যে একদিন আমি সর্ব্বালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া আপনাকে গরবিনী মনে করিতাম, আজ আমি তোমার এই দুর্দ্দিনে, তোমার পার্শ্বে থাকিয়া, তোমার গ্রন্থিময় বসন সেলাই করিয়া, তোমার অন্নক্লিষ্ট তৃষিত বদনমণ্ডলে একবিন্দু জল দিয়াও আমি আপনাকে তদপেক্ষা শতগুণে গৌরবান্বিতা মনে করি। আমি তোমার দাসী, তুমি আমার পার্শ্বে থাকিলে, আমি সকল দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করিতে পারিব।"

গোবিন্দ। কমলা, তোমায় আর আমি সেখানে যেতে বল্‌ব না। হায়, যদি তুমি আমা হেন হতভাগ্যের হাতে না পড়িতে, তা হইলে

তোমার ন্যায় স্থলকমলিনী আজ অর্দ্ধবিকসিতাবস্থায় দারিদ্র্যের রৌদ্রতাপে অকালে বিশুষ্ক হইত না।

কমলা কহিল, "না প্রভু! আমার ন্যায় দুঃখিনীর সংস্পর্শে তোমার এ সোনার সংসার এমন হ'ল।"

গোবিন্দচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "কমলা, কমলা, তুমি আমার সুখ-দুঃখময় জীবনের একমাত্র সহচরী, তোমাদিগের ন্যায় পুণ্যবতী পতি-পরায়ণা ললনাগণের সংস্পর্শে বাঙ্গালীর রোগ-শোকপূর্ণ, অন্নক্লিষ্ট হাহা-কারময় সংসারে সুখ-শান্তি বিরাজ করে; নহিলে বাঙ্গালী জাতি অতি সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, কথনও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি পরিবৃত হইয়া এত অল্প বয়সে সংসারী হইতে পারিত না।"

কমলা। যাকৃগে, ওসব কথা যেতে দাও, কাজ-কর্ম্মের কোনও কি একটা যোগাড় হ'ল না?

গোবিন্দ। না, বিপদ কখনও একাকী আসে না, যখন বিপদ আসে, তখন সকল প্রকার কষ্ট ক্রমে ক্রমে জীবের সম্মুখীন হয়; কিন্তু তাই বলিয়া আমি নিশ্চেষ্ট নহি, সকল প্রকারে একটি কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছি। কর্ম্মই মানব-জীবনের মূল, কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমরা এই অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছি। কর্ম্মেই জীবের উৎপত্তি—কর্ম্মেই স্থিতি, কর্ম্মেই লয়। যে রকমেই হোক, একটা কর্ম্ম হইবেই হইবে! তবে দুঃখের সময়ে শত চেষ্টা করিলেও সুখের উদয় হয় না, এই দুঃখ।

কমলা। কেন, তুমিই ত একদিন ব'লেছিলে, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর পাণ্ডুরাজার মহিষী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর চাহিয়া-ছিলেন, যেন তাঁর সারাজীবন দুঃখময় হয়। দুঃখই ভাল, দুঃখ

দুঃখ হ'লে আমরা একবার-না-একবার নারায়ণকে ডাক্‌ব, আর তাঁকে ডাক্‌লে, আমাদের একটা উপায় হবেই হবে।

গোবিন্দ। তাই ডাক কমলা! এই দুঃখের সময়ে একবার নারায়ণকে প্রাণ খুলে ডাক! দেখ, শুন্‌ছি অফিসে বাবার পরিচিত সেই বড় সাহেব আবার ফিরে এসেছেন, তাঁর ফিরে আস্‌বার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেবল আমার ভাগ্যগুণে এসেছেন; তাঁকে একবার একখানা দরখাস্ত দিব মনে করেছি, যদি দয়া ক'রে তিনি একটি কোন কাজ দেন।

কমলা। বেশ ত, তাই দাও; আহা! তিনি বড় ভাল সাহেব। ঠাকুরের মুখে শুনেছি, ঐ সাহেব তাঁকে আপনার ভাইয়ের মত যত্ন কর্‌তেন।

গোবিন্দ। দেখি, একবার শরৎ এ সম্বন্ধে কি বলে।

দশম পরিচ্ছেদ

অফিসে গোপালচন্দ্র

Man's inhumanity to man
Makes countless thousand mourn.

Burns.

গোপালচন্দ্র এবার অফিসে গিয়া মনস্থিরপূর্ব্বক কাজ-কর্ম্মে ভালরূপ চিত্তনিবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহার নূতন সংসার কিরূপে চলিতেছে, নূতন গৃহিণীর আহারের কতই ব্যাঘাত হইতেছে, ছেলেরা কোনও রূপ কষ্ট পাইতেছে কি না ইত্যাদি নানারূপ দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল। তাহার উপর বড় সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া আসায়, অফিসে একটা মহাহুলুস্থূল পড়িয়াছে। সকলেই কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত, সকলেই প্রফুল্লিত; কাহারও আশা, সহৃদয় বড় সাহেবকে বলিয়া আপনার পদোন্নতি করিবে। কাহারও আশা, বড় সাহেবকে একটি বড় সেলাম ঠুকিয়া, একটু তোষামোদ করিয়া কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি করাইয়া লইবে। কাহারও আশা, বড় সাহেবকে ধরিয়া, প্রিয়তমা প্রণয়িনীর বহুদিনের উপরোধে, তাহার ভ্রাতার (অর্থাৎ শ্যালকের) একটি কাজ করিয়া দিবে। এইরূপে সকলেই প্রায় একটা-না-একটা নব আশায় আশান্বিত, কেবল গোপালচন্দ্র নহে, কেন না বড় সাহেব যে দিন প্রথমে আসিয়া অফিসে যোগদান করিয়াছিলেন, সেদিন তিনি নূতন সংসার পাতায় ব্যতিব্যস্ত থাকায়, অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন, সদাশয় বড় সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া,

তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া গোবিন্দের অনুসন্ধান করিলে, লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে, গোপালের অভিপ্রায় অনুসারে গোবিন্দ-চন্দ্র তাঁহার অফিস হইতে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণে একটু আঘাত লাগিয়াছিল, কেন না, তিনি পরলোকগত শ্যামসুন্দর বাবুর একান্ত অনুরোধে ও নিরতিশয় স্নেহপরবশে উভয় ভ্রাতাকে নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে দেখিয়া একটু দুঃখিতও হইয়াছিলেন, এবং এই কার্য্য গোপালচন্দ্রের সহায়তায় সংঘটিত হইয়াছে জানিয়া, তিনি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। গোপালচন্দ্র এই সকল বিষয় অবগত হওয়ায়, তিনি বড় সাহেবের সহিত ভরসা করিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই; ছোট সাহেবের অনুকম্পা ভিক্ষায় বিব্রত ছিলেন। মনে ভয় হইয়াছিল, পাছে কোনও প্রকারে তাঁহার দোষ বাহির হইলে, তাঁহাকেও এবার কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। সেইজন্য গোপাল বাবু ছোট সাহেবকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে-ছিলেন। ছোট সাহেব বুঝিতেন যে, শ্যামসুন্দর বাবুর দ্বারা তাঁহাদের অফিসের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইয়াছে, এবং সেই জন্য বড় সাহেব তাঁহাকে অত যত্ন করিতেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রদেরও এত কৃপা করিয়া থাকেন; কিন্তু গোপালচন্দ্র নিজ বুদ্ধিদোষে অফিসের কোনও কার্য্যে এমন একটি বিষম ভুল করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাদিগের একটি ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হয়, এবং পরিশেষে সেই ব্যবসাটী তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। এই ভ্রান্তিমূলক কার্য্যে ছোট সাহেবের বিলক্ষণ দায়িত্ব ছিল, কিন্তু তিনি স্বীয় দোষস্খালনার্থ গোপালচন্দ্রের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলে, তিনি কনিষ্ঠ গোবিন্দের উপর দোষারোপ করিয়া নিজে নিস্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র

জ্যেষ্ঠকে এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, পাছে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, এবং তাহা হইলে একান্নভুক্ত সংসারের অধিক কষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার আরোপিত সমস্ত দোষ নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ছোট সাহেব তাঁহাকে জবাব দিয়া কোনও প্রকারে গোপাল বাবুর ভ্রান্তিপূর্ণ কার্য্যের নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন।* কিন্তু অফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ গোপালের এ মহাভ্রম জানিত, কেবল গোবিন্দের অনুরোধে এ রহস্য কাহাকেও প্রকাশ করে নাই। এক্ষণে বড় সাহেবের পুনরাগমনে ও গোবিন্দচন্দ্রের উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বড় সাহেব, মিঃ ম্যারের (Mr. Murray) নিকট একখানি দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের প্রিয়তম বন্ধু শরৎচন্দ্রও ইহাতে একটু জেদ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র নানারূপ চিন্তার পর, একখানি দরখাস্ত দেওয়াই স্থির করিলেন। এ দিকে বড় সাহেব নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, কাহারও সহিত দু'একদিন আর সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তিনি একটি নূতন কার্য্য স্থাপনের জন্য বিলাতের ডিরেক্টারগণের অনুমোদনে আবার অফিসে আসিয়া, সেই সম্বন্ধে ছোট সাহেব ও অন্যান্য সহকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া, অন্য মেলে চিঠি-পত্র লিখিয়া, সে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি আজ অবসর পাইয়া প্রীতিপূর্ণচিত্তে অফিস পরিদর্শনে বাহির হইয়া, গোপালবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ অফিস সংক্রান্ত কথোপকথনের পর কহিলেন, "আচ্ছা, তোমার ছোট ভায়ের খবর কি? সে এই নূতন কার্য্যের ভার গ্রহণ

---

* এইরূপে কর্ম্মচ্যুত হইলে কিছুদিন উভয় ভ্রাতায় একান্নভুক্ত থাকিয়া, গোপালচন্দ্র কনিষ্ঠ গোবিন্দ বাবুকে পৃথক করিয়া দেন। সেই স্থান হইতেই "কাকী-মা'র" আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

করিতে পারিবে না ? যদ্যপি তাহার কোন কাজ-কর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে তুমি গোবিন্দচাঁদকে আমার নিকটে লইয়া এস, আমি পুনর্ব্বার তাহাকে এই অফিসে কাজ দিব।"

ইহা শুনিয়া গোপালচন্দ্র ভীতান্তঃকরণে কহিলেন, "আজ্ঞে, সে এখন বড়লোক হইয়াছে, আর অফিসে কাজ করিতে আসিবে না।"

মিঃ ম্যারে। কি রকম ?

গোপাল। এখান হইতে কর্ম্মচ্যুত হইলে, সে একটি ব্যবসা করিয়াছিল, তাহাতেই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। গোবিন্দ এখন বেশ সম্পদশালী।

মিঃ ম্যারে। ভাল, আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দি যে, তিনি তাহার এরূপ উন্নতি করিয়াছেন। যাহা হউক, তুমি একটি উপযুক্ত বাবু আনিও।

গোপাল। আজ্ঞা, হাঁ—আনিব বৈকি।

তাঁহাদিগের এই প্রকার কথা হইতেছে, এমন সময়ে পিয়াদা একখানি জরুরী টেলিগ্রাম আনিয়া গোপালচন্দ্রকে প্রদান করিল; গোপাল বাবু সাগ্রহে সেখানি পাঠ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার মুখকান্তি বিবর্ণ হইল। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বড় সাহেব কহিলেন, "ব্যাপার কি গোপাল ?"

গোপাল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কলেরা রোগে বড়ই শোচনীয় অবস্থাপন্ন হওয়ায়, আমায় বাড়ী যাইতে লিখিয়াছে। আপনি কি কৃপা করিয়া আমায় যাইতে অনুমতি দিবেন ?

মিঃ ম্যারে। নিশ্চয়ই; তুমি যাইবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও।

তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গোপাল বাবু অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অতঃপর বড় সাহেব অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ

বসিয়া স্বীয় কক্ষে উপনীত হইলেন; তথায় একখানি আবেদন পত্র দেখিয়া তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিলেন, এবং পাঠান্তে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "ওহো, এ কি প্রহেলিকা! গোবিন্‌চাঁদ এরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন! তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের অবস্থা বর্ণনার ঠিক বিপরীত ভাব; নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে।" অতঃপর পিয়াদাকে ডাকিয়া কহিলেন, "গোপাল বাবুকো আবি সেলাম দেও।" তখনই পিয়াদা গোপাল বাবুর কক্ষে গিয়া দেখিল, তিনি ইতিপূর্ব্বেই বাটী রওনা হইয়াছেন; তদ্দর্শনে মুহূর্ত্তমধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "হুজুর, বাবু চলা গিয়া হায়।" তাহা শুনিয়া তিনি গোবিন্দ বাবুকে সত্বর আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য একখানি টেলিগ্রাম লিখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা দোসরা কৈ বাবুকো জলদি এই টেলিগ্রাম ভেজনে বোলো।" বলাবাহুল্য, তাঁহার অনুমতি অনুসারে অবিলম্বে ঐ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্যারীলাল

> Love walks a different way in different minds ;
> The fool enlightens, and the wise he blinds.
>
> *Dryden.*

সোনারপুর গ্রামে বড়-একটা ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না, কাহারও কোন ভারি ব্যারাম হইলে ভালরূপ চিকিৎসকের জন্য, তিন-চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া না গেলে আর উপায় ছিল না। সে স্থানে কেবল প্যারীলাল ভিষগরত্ন নামক একব্যক্তি, অতি সামান্য ডাক্তারী ও কবিরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া, একটি 'তাল' পত্রাচ্ছাদিত গৃহে সামান্য দুই-একটি ঔষধ, কতিপয় লাল, নীল, সবুজ রংয়ের শিশি ও কতকগুলি বহুকালের পুরাতন গাছ-গাছড়া সাজাইয়া, একটা ডাক্তারখানা খুলিয়াছিলেন। তাঁহার পশার প্রতিপত্তি বড়-একটা জমিত না; কেন না, তিনি একটু তোষামোদপ্রিয় ছিলেন, স্বভাবটাও বড় খিটখিটে, খামখেয়ালী ধরণের ছিল। তাঁহার সংসারে, কেবল এক দূরসম্পর্কীয়া পিসি-মা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াও পত্নীহীন হওয়ায়, বড়ই মনঃক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়স অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর হইলেও, তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার পিসী-মাও তাঁহার আবার বিবাহ দিবার জন্য একটি পাত্রীর অন্বেষণ করিতে ক্রটী করেন নাই, কেবল গ্রামস্থ পাঁচজনে মিলিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে

বিরত না করিলে, তিনি তাঁহার পিসী-মার কথা এড়াইতেন না। তিনি যখন অহিফেন সেবনের পর, ধড়া চূড়া পরিয়া মোহন বেশে ডাক্তার অথবা কবিরাজ সাজিয়া (যাহার যখন যেরূপ আবশ্যক হইত, তখন তিনি সেইরূপ বেশ ধরিতেন) বসিতেন, তখন তাঁহার মেজাজ ঠিক থাকিত না। কেহ তথায় চিকিৎসার্থ উপনীত হইলে, তিনি তাহাকে রোগের বিবরণাদি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার বিবাহের কথাটা পারিতেন, যিনি চতুর ব্যক্তি, তিনি তাঁহার মন যোগাইয়া বিবাহ করা যে তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য ইত্যাদি, নানা প্রকার তোষামোদ করিয়া ও দু'একটা গান শুনাইয়া এবং রসের কথা বলিয়া নিজের কাজ গুছাইয়া লইতেন। আজও তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরে রোগীর অভাব নাই, কেহ বা প্লীহা, কেহ জ্বর-কাশি, কেহ রক্ত-আমাশয়, কেহ অম্ল ইত্যাদি রোগগ্রস্ত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ সমাগত হইয়াছে। প্যারীলাল একে একে সকলকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বসিয়া কহিলেন, "বলি, তোমরা কি বল হে, একটা বিবাহ কর্‌ব কি? বলি পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করা ত চাই?" তোষামোদী ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন কহিল, "তা ত বটে, তা ত বটে, সেটা আগে দরকার, সংসারে আসিয়া যত উৎপত্তি করিতে পারা যায়, ততই ভাল, আপনি একটা বিবাহ ক'রে ফেলুন।"

আর এক ব্যক্তি কহিল, "তা ত বটেই, আপনার আর বয়স কি; আপনার মত বয়সে ঐ ও পাড়ার হেবোর বাপ, সেদিন যে বিয়ে কর্‌লে? তবু তার ছেলে ছিল, আপনার পিণ্ড দেবার জন্য একটা বিয়ে করা খুব উচিত।"

প্যারী। বল ত বাবা! আহা তোমরাই একবার বল ত, বলি আমার বিবাহ করায় দোষ কি? হাঁ, বাবা! তা হেব্রোর বাপের বয়স কত?

২য় ব্যক্তি। তা খুব, বছর চল্লিশ হবে। আপনার চেয়ে কিছু ছোট, আপনার চুলগুলো পেকে, আর দাঁতকটা পড়ে গিয়েই বেশী বয়েস মনে হয়—নইলে আপনি ত ছেলে মানুষ।

প্যারী। আহা বল ত বাবা। তবে হেবোর বাপের চেয়ে আমার বয়সটা কিছু বেশী, তা কি করি? পিতৃপুরুষকে জল দানটাও দরকার।

৩য় ব্যক্তি। তা ত বটে, একশো বার দরকার, আপনি বিবাহ করুন, বিবাহ করুন, আপনার আর বয়েস কত?

প্যারী। তা এমন বেশী কিছু না—এই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর হবে—হেবোর বাপের চেয়ে 'কিছু' বেশী।

২য় ব্যক্তি। বেশী আর কি? ও যাঁহা চল্লিশ, তাঁহা পঞ্চাশ, একই কথা; আমি আপনার জন্য একটা পাত্রী ঠিক কর্‌ব।

প্যারী। আহা ক'র ত বাবা—তোমার কি অসুখ বল্‌লে?, রক্ত-আমাশয়, আমি ভাল ঔষধ দিচ্ছি—শীঘ্র ভাল হবে। দেখ বাবা, পাত্রীটি যেন একটু সুশ্রী হয়। আহা পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান।

২য় ব্যক্তি। তা ত বটে, তা ত বটে, আমি আপনার বিবাহ দিয়ে দিব; আপনি ঐ প্লীহাগ্রস্ত রোগীটিকে একটু ভাল ঔষধ দিবেন—ও বেশ গাইয়ে লোক, আপনি একটা ওর গান শুন্‌বেন?

প্যারী। আহা! বেশ ত, কই গাওনা বাবা, আমি খুব ভাল ঔষধ দিচ্ছি।

"আর কবিরাজ মশাই, আমায় রোগেই জখম করেছে। কি গায়িব বলুন, তবে যখন সবাই বল্‌ছেন, একটা গাই।" এই বলিয়া প্রথম ব্যক্তি একটা বেশ রসের গান গাহিল। তাহার গীত সমাপ্ত হইলে প্যারীলাল কহিলেন, "আহা বেশ, তবে বাবা একবার আমার বিয়ের জন্য তোমরা সবাই চেষ্টা কর। কি জান, পিতৃপুরুষের জলদানের

ব্যবস্থা।” চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, “সেটী হবে না বাবা, তোমায় আর বিয়ে কর্‌তে দিচ্ছি না। তোমায় আবার যে কন্যাদান কর্‌বে—সে দিনে ডাকাতিও করতে পারে। তোমার বয়সটা কি অল্প হ’ল?”

প্যারীলাল বিরক্তভাবে কহিল, “কে হে বাপু তুমি? যাও—যাও এখান থেকে উঠে যাও; তোমার কি অসুখ বল্‌লে, জ্বর কাশি? ও বাবা—যাও যাও, তোমার ঔষধ আমার কাছে নাই—ও শিবের অসাধ্য রোগ, ওর ঔষধই নাই; যাও, উঠে যাও, তবুও নাকি গেলে?”

সে ব্যক্তি উচিত কথা বলিয়া ফাঁপরে পড়িল, এবং বেগতিক দেখিয়া কহিল, “বলি ছি, কবিরাজ মশাই—তুমি তামাসা বোঝ না—তুমি বিয়ে কর্‌বে, আর আমি তাতে বাধা দিব, এও কি সম্ভব? আমি তামাসা কর্‌ছি—তুমি দিনরাত বিয়ে কর বাবা! আমি তোমার পাত্রী যোগাড় ক’রে দিব।”

প্যারীলাল এবার তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “আহা কর ত বাবা—তুমি বেঁচে থাক, তোমার কি ব্যারাম বল্‌লে, জ্বর কাশি? আহা-হা, বস বস, আমি ভাল ঔষধ খুঁজে দিচ্ছি।” কবিরাজ মহাশয় যখন তাঁহার রোগীবৃন্দ লইয়া এরূপ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে তথায় গোপালচন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিলেন, “কবিরাজ মশাই, শীঘ্র আসুন—এখন বড় বাড়াবাড়ি, কেমন হয়ে যাচ্ছে।”

প্যারী। আহা-হা—এমন সময়ে আবার তোমার কি হ’ল? বলি কাল্‌কের সেই বড়ীটী খাইয়েছিলে কি?

গোপাল। কি জানি, কাল তারা সব বাড়ীতে কি করেছে; আমার অফিস থেকে আস্‌তে রাত হ’য়ে গিয়েছিল—কাল আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারিনি। আজ সকালে যে ক’টা বড়ী দিয়েছিলেন, তা খাইয়েছি, কিন্তু গতিক বড় ভাল নয়—আর কাউকে ডাক্‌ব কি?

"আহা-হা, অমন কাজটি করো না, সব মাটি হ'য়ে যাবে—চল বাবা, আমি আর একবার আজ দেখে আসি। বলি বাবারা, তোমরা একটু বস ; সব ঔষধ ভাল দিব—কেউ যেও না ; আমি এই এলেম বলে।" এই বলিয়া প্যারীলাল দ্রুতপদে গোপালচন্দ্রের সহিত তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখিলেন—ক্ষেমাসুন্দরী আর ইহজগতে নাই—তাঁহার অন্তরাত্মা পাপ-তাপ-ময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গোপালচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুতে হৃদয়ে বিষম আঘাত পাইলেন। আর মোহিনী অকস্মাৎ মাতার এ হেন অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, মর্ম্মান্তিক দুঃখে আত্মহারা হইয়া প্রাণের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।
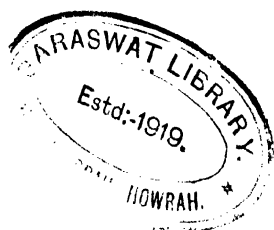
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অফিসে গোবিন্দচন্দ্র

Act upon this prudent plan.
"Say little and hear all you can."
Cowper.

বড় সাহেব অকস্মাৎ গোপালচন্দ্রকে ছুটি দিয়া প্রতাড়িত গোবিন্দচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করায়, অফিসে এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কেহ কহিল, "বড় সাহেব বোধ হয় কোনও গতিকে গোপাল বাবুর ভুল জানিতে পারিয়াছেন।" কেহ কহিল, "তা হ'লে এইবার ছোট সাহেবেরও দফা রফা হবে।" কেহ কহিল, "বোধ হয়, গোবিন্দ বাবু নিজে সে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বড় সাহেবকে পত্র দিয়াছেন।" এই প্রকার গুজব তুলিয়া সে দিন সকলেই আপনাপন বাড়ী গিয়াছিল। আজ আবার অফিসে আসিয়া সকলেই সেই কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, এমন সময়ে ছোট সাহেব মিঃ টমসন তথায় আসিয়া, তাহাদিগকে গোপাল বাবুর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাও ছোট সাহেবকে সকল কথা অকপটে ব্যক্ত করিল। শুনিয়া মিঃ টমসন মনে মনে একটু চিন্তিত হইলেন; ভাবিলেন, যদ্যপি গোবিন্দচন্দ্রের কর্ম্মচ্যুতি সংক্রান্ত সকল কথা এক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকেও বিষম অপদস্থ হইতে হইবে; সেজন্য যাহাতে গোবিন্দচন্দ্র আর অফিসে কোনও রূপ কাজ-কর্ম্ম না পায়, তাহার একটা উপায় করিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি

একেবারে বড় সাহেবের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ অফিস সংক্রান্ত কথোপকথনের পর কহিলেন, "আপনি কি গোবিন্‌চাঁদকে আসিবার জন্য কাল টেলিগ্রাম করিয়াছেন?"

মিঃ ম্যারে। হাঁ, সে আসিয়াছে কি?

মিঃ টমসন। না, আমি শুনিয়াছি, সে এখন বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়া বড়লোক হইয়াছে। সে কি আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া এখন আর আসিবে?

মিঃ ম্যারে। নিশ্চয়ই আসিবে! কে তোমায় বলিল যে, সে এখন সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াছে?

মিঃ টমসন। তাহারই বড় ভাই গোপালচাঁদ।

মিঃ ম্যারে। ড্যাম ইট, (damn it) ও সব তাহার মিথ্যা কথা; আমারও সহিত সে কাল অনেক প্রতারণা করিয়াছে। গত কল্য যখন আমি গোবিন্‌চাঁদকে ঐ নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সে তখন আমায়ও ঐরূপ কথা বলিয়াছিল, কিন্তু হায়! গোবিন্‌চাঁদ এখন এক পয়সার ভিখারী; গোপালকে কাল আমি ছুটি দিয়াছি, সে পুনর্ব্বার অফিসে যোগদান করিলে তাহাকে আমি এই প্রতারণার জন্য সমুচিত শিক্ষা দিব।

মিঃ টমসন। সত্য নাকি? এ সকল কথা আপনি কি প্রকারে অবগত হইলেন?

"সত্য, সম্পূর্ণ সত্য—গোবিন্‌চাঁদকে আমি বিশেষ রূপে জানি—সে একটি কর্ম্মের জন্য আমায় দরখাস্ত পাঠাইয়াছে; আহা, তাহাতে সে যে আপনার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে, তৎপাঠে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। সে যথার্থই দয়ার পাত্র—বড়ই বিপদে পড়িয়াছে; যদিও তুমি তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলে, তথাপি সে তোমার প্রতি কেমন

কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে দেখ; কার্য্যগতিকে পড়িয়া তুমি যে তাহাকে ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলে, ইহা সে সম্যক্‌রূপে এই আবেদন পত্রে ব্যক্ত করিয়াছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সে তাহার পিতার ন্যায় অভ্যস্ত দেখিতেছি।” এই বলিয়া মিঃ ম্যারে গোবিন্দচন্দ্রের আবেদন পত্রখানি তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

ছোট সাহেব নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য গোবিন্দের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ করিবার আশায় তথায় উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন পত্র পাঠ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, প্রতাড়িত ও প্রতারিত গোবিন্‌চাঁদ, তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও কিছু উল্লেখ না করিয়া বরং প্রশংসাই করিয়াছেন, তখন তিনি নিরতিশয় প্রফুল্লচিত্তে বড় সাহেবের মতে মত দিয়া গোপাল বাবুর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন; এবং গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি বড় সাহেবের সমধিক স্নেহ বুঝিয়া, তাঁহার স্বাপক্ষে অনেক কথা কহিলেন। তাহা শুনিয়া বড় সাহেব কহিলেন, “আমার বোধ হয়, এই উভয় ভ্রাতায় আর তেমন সদ্ভাব নাই—কোনও রূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে।”

মিঃ টমসন। আমারও তাহাই মনে হইতেছে—দেখুন, আজ-কাল গোপালকে কার্য্যে বড়ই অমনোযোগী দেখিতেছি—সকল কার্য্যেই কেবল ভুল আর ভুল, তাহার কার্য্য হিসাবে সে অনেক বেশী টাকা বেতন পাইতেছে।

মিঃ ম্যারে। তাহা আমি জানি, তবে উহার পিতার অনুরোধে উহাদের একান্নভুক্ত বৃহৎ সংসার প্রতিপালনার্থ, আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; শ্যামসুন্দর বাবু তাঁহার জীবিতাবস্থায় আমাদিগের অফিসের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

মিঃ টমসন। সে সকল বিষয় আমি জানি, তবে গোপালচাঁদকে

একটু সাবধান করিয়া দিতে হইবে, নহিলে সে কার্য্যে কোনও প্রকার বিশৃঙ্খল ঘটাইতে পারে।

মিঃ ম্যারে। গোবিন্‌চাঁদকে আসিতে লিখিয়াছি; তাহার মুখে যদি গোপালের কোনও রূপ প্রতারণার কথা শুনি, তাহা হইলে সে নিজ দুর্ব্বুদ্ধির ফলভোগ করিবে।

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে পিয়াদা একখানি কাগজ লইয়া বড় সাহেবকে প্রদান করিল, তৎপরে তিনি কহিলেন "এই যে মিঃ টমসন! গোবিন্‌চাঁদ আসিয়াছে; পিয়াদা, বাবুকো সেলাম দেও।" ছোট সাহেব তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তবে আপনি উহাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করুন, আমি এখন যাই।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র বড় সাহেবের টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি অফিসে উপস্থিত হইয়া বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ পাইয়া, প্রীতিপূর্ণচিত্তে সামান্য ধূতি চাদর ও গ্রন্থিময় পিরান পরিধান করিয়া, বড় সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ধূতি ও চাপকান পরিয়া অফিসে আসিতেন। উপস্থিত গোপাল বাবুর সহিত পৃথক হওয়ায়, তিনি সে সকল উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। গোপাল বাবু ইচ্ছা করিয়াই সে সকল পরিধেয় বস্ত্রাদি তাঁহাকে দেন নাই, তিনিও সে সকল বিষয়ের জন্য কোনও রূপ কথা উত্থাপন করেন নাই। বড় সাহেব তাঁহার সেই মলিন বেশভূষা ও চিন্তাজীর্ণ বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়-বিভ্রম-সহকারে কহিলেন, "গোবিন্‌চাঁদ, তোমায় এমন দুরবস্থা কেন?"

গোবিন্দচন্দ্র যথারীতি অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আপনাদিগের দ্বারা কর্ম্মচ্যুত হইলে, আমি একটি চাক্‌রীর অভাবে এমন দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি।"

মিঃ ম্যারে। কেন, তুমি না একটি ব্যবসা খুলিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলে?"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ইহা আপনাকে কে বলিয়াছে?"

মিঃ ম্যারে। তোমারই বড় ভাই! সে এখন ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছে, নচেৎ তাহাকে ডাকাইয়া আনিতাম।

কোনও ব্যক্তি অতুচ্চ স্থলে উঠিয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে সে যেমন শিহরিয়া উঠে, সেইরূপ বড় সাহেবের মুখে গোপালচন্দ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন; এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায় আর্য্য! আপনার কি ইহা উচিত কার্য্য হইয়াছে? আমি এখন দীন হীন মুষ্টি ভিক্ষার কাঙ্গাল, আপনি আমায় নিজস্নেহে বঞ্চিত করিয়া, আমার অন্নদাতা পিতৃবন্ধুর নিকটেও তাঁহার কৃপাকণালাভের পথরোধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন? এক্ষণে উপায়, আমি কি কোনরূপ মিথ্যা কথা বলিব? না, তিনি যে আমার সম্বন্ধে এরূপ কত কি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তাহা ত জানি না। নারায়ণ, এ আবার কি রহস্য দেব?"

তাঁহাকে এইরূপে চিন্তিত দেখিয়া মিঃ ম্যারে কহিলেন, "গোবিন্‌চাঁদ, তুমি কি ভাবিতেছ? তুমি তোমার অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ স্বরূপ বর্ণন কর; আমি বুঝিয়াছি, তোমার দাদা তোমার সম্বন্ধে আমার নিকটে প্রবঞ্চনা-পূর্ণ অনেক কথা বলিয়াছে। গত কল্য তোমাকে যখন আমি একটি চাক্‌রী দিবার জন্য তাহার নিকট প্রস্তাব করি, সে সময়ে সে আমায়

তোমার উন্নতির অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিল, তুমি যে এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ, তাহা সে আমায় একবারও বলে নাই। সে বড়ই মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক, তুমি সত্য কথা বল, আমি তাহাকে আমার সহিত এরূপ ব্যবহারের জন্য অচিরে কর্ম্মচ্যুত করিব।"

গোবিন্দচন্দ্র নীরব নিস্তব্ধ নিথরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তিনি যে কি উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যদি আমাদিগের সকল কথা ইঁহাকে খুলিয়া বলি, তাহা হইলে দাদার সমূহ বিপদ, বড় সাহেবের নিকটে আর তাঁহার নিস্তার নাই, বোধ হয়, এখনি তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে; আর যদি আমি এ সকল কথা গোপন করি, তাহা হইলে উনি আমায় মিথ্যাবাদী মনে করিবেন। বড় সাহেব আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে আমাদের অনেক বিষয়ও অবগত হইয়াছেন; কিন্তু আমি ত এখন পথে বসিয়াছি, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে। তাই ভাবিয়া, আমি আমার এক মাতৃগর্ভজাত জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিন্দাবাদ ও আত্ম-গৃহ-বিচ্ছেদের কথা, কখনও বিদেশী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সামান্য বণিকের নিকটে প্রকাশ করিতে পারি না। যদিও ইঁহার দ্বারা আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ও আমরা এখনও নানাপ্রকারে উপকৃত হইতেছি বটে, তথাপি আমি আমার আত্ম-গৃহ-বিচ্ছেদের কথা ইঁহাকে বলিতে পারি না, সে সকল বিষয় অবগত হইলে ইঁহার ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে; আমি ত পথের কাঙ্গাল হইয়াছি, না হয় মাথায় মোট বহিয়া বাকী জীবন কাটাইয়া দিব। তথাপি যে কথায় দাদার অনিষ্ট হইবে, তাহা আমি এ প্রাণ থাকিতে কখনও প্রকাশ করিতে পারিব না।"

মিঃ ম্যারে গোবিন্দচন্দ্রকে এরূপ চিন্তিত দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "গোবিন্‌চাঁদ! আমি তোমার নীরবে থাকিবার কারণ বুঝিয়াছি; তুমি

তোমার দাদার সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ করিতে রাজি নও; যাহা হোক্, ইহাতে আমি তোমার মহদন্তঃকরণের বিশেষ পরিচয় পাইলাম। আমি আজ হইতে আমাদিগের নবপ্রতিষ্ঠিত চিনা তাঁবার কারবারে, তোমায় আনন্দের সহিত বড় বাবু নিযুক্ত করিলাম; উপস্থিত তুমি গোপালের ন্যায় দুই শত টাকা বেতন পাইবে, এবং ভবিষ্যতে তোমার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব।"

যে গোবিন্দচন্দ্র মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে মাথায় মোট বহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের কল্পনা করিতেছিলেন, তিনি বড় সাহেবের নিকটে এইরূপ স্বপ্নাতীত মহানুভবতাপরিপূর্ণ মধুর বাক্যাবলী ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। বড় সাহেব তাঁহাকে কৃতজ্ঞ দেখিয়া পরম পুলকিতচিত্তে কহিলেন, "গোবিন্‌চাঁদ, তুমি আজ বড়ই মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছ, আমি বুঝিতেছি, তোমার আগামী সোমবার হইতে অফিসে যোগদান করা ভাল। তুমি অদ্য বাড়ী যাও, আমি আজ হইতে তোমার নাম আমাদিগের কর্ম্মচারীর তালিকা ভুক্ত করিতে আদেশ দিব; উপস্থিত এই পনের টাকা লও, ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করিও।" ক্ষুধার্ত্ত গোবিন্দচন্দ্রের এখন বাড়ী যাইবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি নিজে মুখ ফুটিয়া আর সে কথা বলিতে পারেন নাই, বড় সাহেব নিজে একথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে বাড়ী যাইবার আদেশ ও অর্থ প্রদান করিলে, গোবিন্দচন্দ্র পরম প্রীতি অনুভব করিয়া, মিঃ ম্যারের নিকট হইতে সে দিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সৎকার

Of all plagues, good heaven, thy wrath can send,
Save, save, O save me from candid friend.

Canning.

ক্ষেমাসুন্দরীর মৃত্যু হইলে শোকসন্তপ্তচিত্তে গোপালচন্দ্র তাঁহার মৃতদেহের সৎকারার্থ প্রতিবাসী ও আত্মীয়স্বজনগণের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, কেহই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। কারণ গোবিন্দচন্দ্রকে অন্যায়রূপে পৃথক্ করিয়া দেওয়ায়, সকলেই তাঁহার উপরে বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং পুনরায় যাহাতে উভয়ে সম্মিলিতভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সে বিষয়ে অনেকেই গোপালচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সে দম্ভের প্রতিফল প্রদানের জন্য তাঁহারা সকলেই বদ্ধপরিকর হইলেন। গোপালচন্দ্র প্রতিবাসীদিগের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; এক্ষণে কাহারও নিকটে সাহায্য না পাইয়া, তিনি গোবিন্দচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। গোপাল বাবুকে তথায় উপনীত দেখিয়া মিণি কহিল, "আহা, এরই মধ্যে হঠাৎ মারা গেল! কি হয়েছিল, ভাই?"

একটু বিরক্ত অথচ বিনম্রবচনে গোপালচন্দ্র কহিলেন, "ও সব কথা এখন যেতে দাও, গোবিন্ কোথায় ?"

স্বর্ণমণি কহিল, "সে ত বাড়ী নাই, কল্‌কেতায় কাজের জন্য গিয়েছে, কোন্ বড় সাহেব টেলিগেরাম্ পাঠিয়েছিল।"

গোপাল। বড় সাহেব টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে ? সেটা এখানে আছে নাকি ? একবার দেখি।

স্বর্ণ। বোধ হয়, সে হাতে ক'রে নিয়ে গিয়েছে।

কমলা গোপালচন্দ্রের আগমনে ও টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া সেখানি বাহিরে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া স্বর্ণমণি কহিল, "না, নিয়ে যায় নি, ঘরেই ছিল ; এই দেখ।"

সাগ্রহে সেখানি লইয়া গোপালচন্দ্র পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, উহা তাঁহারই বড় সাহেবের প্রেরিত। দলবদ্ধ হইয়া কোনও ব্যক্তি নর-শোণিতলোলুপ ভীষণ শ্বাপদ শীকারার্থ গভীর বন মধ্যে প্রবেশের পর, অস্ত্র-শস্ত্রহীন অবস্থায় সঙ্গীভ্রষ্ট হইয়া সম্মুখে সিংহ দেখিলে যেমন ত্রস্ত ও ভীত হয়, সেইরূপ গোপালচন্দ্র সেই টেলিগ্রামে সিংহসদৃশ প্রবল পরাক্রম-শালী মিঃ ম্যারের সহি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, "হায়, আমি কি করিয়াছি ? আজ গোবিন্দের সহিত বড় সাহেবের সাক্ষাৎ হইলে, আমার সমস্ত প্রবঞ্চনা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তবে ভরসা এই যে, ছোট সাহেবকে আমি অনেকটা হস্তগত করিয়াছি, তিনি থাকিতে গোবিন্দের সাধ্য কি যে, তথায় প্রবেশ করে ? তিনি আমার স্বাপক্ষে নিশ্চয়ই অনেক কথা কহিয়া আমায় এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। যাহা হোক্, বড় সাহেবকে কাল ও কথাগুলো বলা আমার ভাল হয় নাই দেখিতেছি।"

গোপালচন্দ্রকে অন্যমনস্ক দেখিয়া স্বর্ণমণি কহিল, "কি দেখ্‌ছো

তোমার যে মুখখানা শুকিয়ে গেল দেখ্‌ছি, অন্য কোন কথা আছে নাকি ?”

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে গোপালচন্দ্র কহিলেন, “না—না—তবে কিনা—সে বোধ হয়, আজ আর ফির্‌বে না।”

স্বর্ণ। বলে গেছে, যদি সেখানে কোনও রকম কাজ-কর্ম্ম না হয়, তা হ’লে শরৎ বাবু কোন্ সাহেবকে একখানি চিঠি দিয়েছে, সেইখানে যাবে। আজ আসবার কিছু ঠিক নাই।

“তাইত কোন্ সকালে মরেছে, বেলা তিনটা বেজে গেল, এখনও সৎকারের কিছু যোগাড় হ’ল না।” এই বলিয়া গোপালচন্দ্র তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিলে, রামচরণ কহিল, “জ্যাঠা বাবু, মা বল্‌ছে শরৎ বাবুর কাছে আপনি একবার যান, তিনি এ বিপদ্ শুন্‌লে এখনই আস্‌বেন।”

গোপাল বাবুর সহিত শরচ্চন্দ্রের ইতিপূর্ব্বে একবার বচসা হইয়াছিল; এ সময়ে তিনি আসিবেন কিনা—ইত্যাদি চিন্তা করিয়া আর তথায় যান নাই। এক্ষণে তিনি রামচরণের মুখে শরৎচন্দ্রের নাম শুনিয়া কহিলেন, “বটে, তবে একবার তুই স্বর্ণদিদিকে সঙ্গে ক’রে যানা। যাও ত স্বর্ণ-দিদি, দেখ দেখি যদি সে একবার আসে, সে না এলেও তার কথায় দু’-চার জন লোক নিশ্চয় আস্‌তে পারে।”

“তার আর কি, আমি এখনি যাচ্ছি।” বলিয়া স্বর্ণমণি রামচরণকে লইয়া শরৎচন্দ্রের বাড়ী গমন করিল। গোপালচন্দ্র পূর্ব্ব দিবসে বড় সাহেবের সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর বাহির হইলে একটি যুবককে দেখিতে পাইলেন। সে তাঁহার পরিচিত, তবে স্বভাব-চরিত্র ভাল না থাকায় গোপাল বাবু তাহার সহিত বড় একটা মিশিতেন না; সে বড় মদ্যপায়ী ছিল।

দিবারাত্র মদ্যপান করিয়াই উন্মত্ত থাকিত, কাহারও সহিত বড় বেশী কথা কহিত না। তবে যাহার কাছে একটু মদ্যপান করিবার সম্ভাবনা বোধ করিত, সে তাহারই অনুগত থাকিত। গোপালচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "গঙ্গারাম, কোথায় যাচ্ছ ভাই, আমার একটা কথা শুনবে? আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

গঙ্গারাম কহিল, "কি বাবা, একটু মদ খেতে দেবে, তা দাও ত শুনি, নৈলে ডেকে যে মাতাল বলে দুটো গালাগালি দেবে, তাতে আমি বড় একটা রাজি নই।"

গোপাল। আচ্ছা, তোমায় মদ খেতে দোব, কিন্তু ভাই আমার একটা উপকার কর্‌তে হবে। আমার বাড়ীতে একটা মড়া পড়ে আছে, তুমি যদি দয়া ক'রে তোমার দলের দু'-চারজনকে ডেকে এনে এ কাজটা শেষ ক'রে দাও, তা হ'লে তুমি যত মদ খেতে চাও, আমি দিতে রাজি আছি।

গঙ্গা। তার আর ভাবনা কি? আমায় একটু মদ দাও বাবা, আমি একাই তোমার দশটা মড়া বয়ে নিয়ে যাব এখন।

গোপাল। আচ্ছা ভাই, এই দুটো টাকা নাও, একটু মদ খেয়ে তোমার দু'জন বন্ধু-বান্ধব ডেকে আন।

গঙ্গা। দু'টাকায় কি হবে বাবা? ও ত আমি একাই খেয়ে ফেল্‌ব, আরও দু-জন বন্ধু-বান্ধব আন্‌ব, গোটা দশেক টাকা দাও এক রকমে চালিয়ে নোব।

গোপাল। আচ্ছা তাই নাও, কিন্তু একটু শীঘ্র ক'রে এস, বেশী দেরি করো না।

"আরে ছি, তা আর আমায় বোঝাতে হবে না, এই এলেম বলে।" বলিয়া গঙ্গারাম টাকা কয়টি হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিল। গোপালচন্দ্র

বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী মোহিনীকে কহিলেন, "তাই ত, এখনও সৎকারের কোনও যোগাড় হ'ল না, বেলাও চারটা বাজে; এ দেখ্‌ছি মড়া নিয়ে বড় মুস্কিলেই পড়্‌লেম।"

মোহিনী বলিল, "তাই ত এ যে ভারি মুস্কিল দেখ্‌ছি। আমি আর এ ছোট ছেলেগুলো নিয়ে একা থাকৃতে পার্‌ছি না; ঠাকুরপো কি বল্‌লে?"

গোপাল। সে-ও আর এক বিপদ, তোমায় পরে বল্‌ব এখন; কাল গোবিন্দের বিপক্ষে আমি অফিসের বড় সাহেবকে অনেক মিথ্যা কথা বলেছিলেম, আজ দেখি বড় সাহেব নিজে টেলিগ্রাম ক'রে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

মোহিনী। তবে কি হবে?

গোপাল। সে যা হোক্, পরে দেখা যাবে। উপস্থিত এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেলে বাঁচি।

মোহিনী বলিল, "আমার কেমন গা ছম্ ছম্ কর্‌ছে, আমি আর একা থাকৃতে পার্‌ছি না, ছোট বৌকে ডাকৃতে পাঠাই, সে এলে একটা-না-একটা বুড়ী তার সঙ্গে আস্‌বেই এখন। তুমি কি বল?"

গোপাল। সে কি আস্‌বে?

'দেখাই যাক্ না।' বলিয়া মোহিনী প্রভাবতীকে কহিল, "যা ত মা প্রভা, একবার আমার নাম ক'রে তোর কাকী-মাকে ডেকে নিয়ে আয়; ও বুড়ীগুলোর কাছে যাস্‌নে, ওদের কিছু না ব'লে তোর কাকী-মাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে আয়।" প্রভাবতী মোহিনীর কথামত তাহার কাকী-মার নিকটে গিয়া কহিল, "কাকী মা, তোমায় একবার মা ডাকৃছে, একটু শীগ্‌গির এস।"

কমলা কহিল, "আচ্ছা মা, আমি যাচ্ছি, তুমি তাঁকে বলগে যে,

ঠাকুর-ঝী রামচরণকে নিয়ে শরৎ বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, সে ফিরে এলেই আমি যাব।"

এদিকে গঙ্গারাম গোপালচন্দ্রের নিকট হইতে টাকা পাইয়া দুই বোতল সুরা ক্রয় পূর্ব্বক, তাহারই ন্যায় এক ধনুর্দ্ধরের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া গোপাল বাবু কহিলেন, "কিহে গঙ্গারাম, সব হয়েছে ত? চল ভাই, আগে এঁর সৎকারটা করে আসি, সন্ধ্যা হয়ে এল।" গঙ্গারাম তখন কিছু বেশী পরিমাণে মদ্যপান করিয়াছিল, সে তাঁহার এই কথা শুনিয়া নানারূপ বাক্যাড়ম্বরপূর্ব্বক জড়িতকণ্ঠে কহিল, "সে কথা আর বল্‌তে? নাও হে ননীলাল! আর এক গ্লাস টেনে নাও, তার পর বাঁশ টাঁস কেটে এ মড়াটা পোড়াবার আয়োজন কর।" এই বলিয়া সে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া তাহাকে খাওয়াইল এবং আর এক গ্লাস গোপালচন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "এ টুকু তোমাকে খেতে হবে।"

গোপাল। না ভাই, আমি এখন আর মদ খাব না।

"কেন বাবা, লজ্জা হচ্ছে নাকি? তোমার যে লুকিয়ে-চুরিয়ে এক-আধ গ্লাস টানা অভ্যাস আছে, সে খোঁজ আমি রাখি, তবে এখন আর লজ্জা কেন? ঢুকুস ক'রে এ টুকু খেয়ে ফেলে চল শীঘ্র শীঘ্র এ সৎকার করে আসি, তা নৈলে আমরা এ কাজে রাজি নয়। কত খুঁজে এ ননীকে পেয়েছি, কেউ কি এ কাজে আস্‌তে রাজি হয়, চেনা লোক সব মড়ার নাম শুন্‌লেই পালায়, এ একটা আমাদের পোড়া বাঙ্গালীর কেমন স্বভাব দোষ। তা আর কি হবে, আমরা তিন-জনেই যখন এ কাজ শেষ কর্‌ব, তখন তিনজনেরই একটু খাওয়া চাই, এই নাও, ধর।" বলিয়া গঙ্গারাম এক গ্লাস ব্রাণ্ডি তাঁহার মুখাগ্রভাগে ধরিল।

গোপালচন্দ্র নানারূপ চিন্তার পর, সেই পূর্ণ গ্লাস সুরা পান করিলেন। তিনি অতিশয় সঙ্গোপনে কচিৎ সামান্য পরিমাণে সুরাপান করিতেন, কিন্তু আজ ক্ষেমাসুন্দরীর সৎকারসাধনে নিরুপায় হইয়া, তাহাদিগের অনুরোধে তিনি সেই গ্লাস পরিমিত সুরা পান করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে সেই সুরা পান করিতে দেখিয়া ননীলাল কহিল, "বাঃ, এই যে কাজ শেষ করেছেন, আর এক গ্লাস নিন।"

গোপাল। না ভাই, আমি আর খাব না; আমার গলাটা জ্বল্‌ছে, বড় কষ্ট হচ্ছে।

অনেক কথা কাটাকাটির পর আরও পাঁচ ছয় গ্লাস চলিল; ক্রমে গোপালচন্দ্রের দেহে সুরাদেবী স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া ননীলাল গঙ্গাকে কহিল, "না হে গঙ্গারাম, ওঁকে আর বেশী খাইও না, একে বড় একটা খাওয়া অভ্যাস নাই, একেবারে বেশী খেলে দম আট্‌কে যেতে পারে।"

গঙ্গা। তবে থাক, এখন একখানা দা, খানিকটা দড়ি দাও, গোপাল বাবু! আমরা দু-জনে ঐ বাঁশ কেটে ঠিক করি।

গোপাল। অত কষ্ট ক'রে দরকার নাই, আমার একখানা পুরাণ খাটিয়া আছে, তা'তে ক'রেই নিয়ে যাই চল।

গঙ্গা। বেশ, বেশ, সেই খুব ভাল হবে। তবে এখন মড়াটাকে ঘরের বাহির করি এস।

"হাঁ, ভাই, আগে বাহির কর," বলিয়া গোপালচন্দ্র উঠিবার উপক্রম করিলে তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, বাক্যস্ফূরণ ক্রমেই জড়ীভূত হইয়া আসিল। তিনি অবসন্ন দেহে নেশায় অচেতন হইয়া তথায় শুইয়া পড়িলেন। মোহিনী তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল-

চিত্তে প্রভাবতী ও শচীন্দ্রনাথকে, তাহার কাকী-মাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল।

ইত্যবসরে গঙ্গারাম ও ননীলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষেমা-সুন্দরীর মৃতদেহ বাহির করিবার আয়োজন করিলে, মোহিনী নারী স্বভাব চাপল্যবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহারা শোকগ্রস্ত মোহিনীকে অসহায়া অবস্থাপন্না দেখিয়া, মৃতদেহ বহনের কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরে পরামর্শ করিয়া গঙ্গারাম কহিল, "বাঃ এ ঘরে যে দিব্যি সুন্দরী মেয়েমানুষ ও বেশ দামী জিনিষ-পত্র দেখ্ছি, চল এ সব নিয়ে পালাই, গোপাল বাবু এখন অচেতন অবস্থায় আছে।" তাহা-দিগের সেই কথা শুনিয়া মোহিনী সভয়ে গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার উপক্রম করিলে, গঙ্গারাম তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া কহিল, "ছি সুন্দরি! পালাও কেন? আমাদের চেন না? আমরা গোপাল বাবুর হুকুমেই ত এ ঘরে ঢুকেছি।" এই বলিয়া সে গৃহের বাহিরে আসিবার উপক্রম করিবে, এমন সময়ে তথায় কমলা প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে গঙ্গারাম কহিল, "আরে বাঃ, এ যে আর একটা মেয়েমানুষ দেখ্ছি; ননি! শীঘ্র বেরিয়ে আয়, ওটার চেয়ে এ আরও সুন্দরী।" এই কথা শুনিবা-মাত্র ননিলাল সেই গৃহের বাহির হইলে মোহিনী গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, একবার শীগ্গির এস, আমাদের বাড়ী চোর ঢুকেছে।"

কমলা প্রভাবতীর সহিত তথায় প্রবেশ করিয়া দূর হইতেই অপরিচিত গঙ্গারাম ও ননিলালকে দেখিয়া পিছাইয়া পড়িতেছিল; এক্ষণে তাহাদিগকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, ও মোহিনীর চীৎকার শুনিয়া, সে দ্রুতপদে প্রভাবতীকে লইয়া নিজ বাড়ীতে পলা-ইয়া যাইতেছিল। গঙ্গারাম নেশার ঘোরে হেলিতে দুলিতে গিয়া

ভিতর হইতে বাম হস্তে একটি দরজা বন্ধ করিয়া, কমলাকে ভিতরে আনিবার জন্য দক্ষিণ হস্ত বাহিরে প্রসারণ করিলে, কমলা দুই হস্তে ধরিয়া সজোরে বাহির হইতে আর একটা দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এই উভয় দরজার সংঘর্ষণে গঙ্গারামের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি একেবারে পিশিয়া গেল। এইরূপে গঙ্গারাম এক হস্তে সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "ওরে বাবারে, মারা গেলাম রে ?"

তাহার সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া ননীলাল কহিল, "কি হ'ল হে, যাব নাকি ?"

গঙ্গা। শীঘ্র আয় ভাই, এ মেয়েমানুষটা আমার হাত চেপে ভারি দরজা বন্ধ ক'রে, আমার আঙ্গুলগুলোর দফারফা করেছে।

ননীলাল টলিতে টলিতে দ্রুতপদে দু-এক পা অগ্রসর হইবামাত্র, হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাওয়ায়, বাম পদে সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইল। সে উঠিবার চেষ্টা করিলেও উঠিতে পারিল না। এদিকে প্রভাবতীর সহিত কমলা বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে পদ্মমণি ও কানাইয়ের মায়ের সহিত গিয়া গোপালচন্দ্রের দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া দিল, এবং পরে তাহাদিগকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া কহিল, "ওমা, এ কি সর্ব্বনাশ, কি হবে তবে ?"

পদ্ম। সন্ন যে শরৎ বাবুকে ডাকৃতে আজও গেছে কালও গেছে, তোমরা সব বাড়ী যাও, আমি তাকে ডেকে আনি।

"আর ডাকৃতে যেতে হবে না," বলিয়া স্বর্ণমণি তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কমলা কহিল, "কি হ'ল ভাই ঠাকুর-ঝি! তিনি কি আসবেন না, বড় বিপদ যে।"

স্বর্ণ। আবার কি হয়েছে ? তোমরা সব এখানে কেন ?

কমলা। তুমি আগে তাঁর খবর বল, তিনি কি বাড়ী নাই ?

স্বর্ণ। না—তিনি এক খুনী মোকর্দ্দমার তদারকে গেছেন। আমি রামচরণকে সেখানে রেখে এসেছি, তিনি ফিরে এলেই তোমার সই তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দেবে বলেছে।

"তবে ত বড় মুস্কিল, এখন যে বড় বিপদ, কি হবে বল দেখি ?" বলিয়া কমলা স্বর্ণমণিকে সকল ঘটনা বর্ণনা করিল। শুনিয়া স্বর্ণমণি কহিল, "বটে, আচ্ছা আমি তাদের মাৎলামী বার ক'রে দিচ্ছি ; তুমি পোয়াতি মানুষ ঘরে যাও ত ভাই, কানাইয়ের মা, তুমি ওর সঙ্গে যাও দিদি, ওর একা থাকা ঠিক নয়।" ইহা শুনিয়া কানাইয়ের মা কমলাকে লইয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর স্বর্ণমণি পদ্মমণিকে কহিল, "পদ্মদিদি, তুমি ঐ মুখুয্যেদের বাড়ীতে গিয়ে, গোবিন্দের নাম ক'রে শীগ্‌গির কাউকে ডেকে আন ত, আমি এই দরজা চেপে বসি, দু' একজন বেটাছেলে এলে আমি তাদের সঙ্গে ভিতরে যাব।" বলাবাহুল্য, তাহার উপদেশ মত পদ্মমণি তথা হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর স্বর্ণমণি সেই দরজার নিকটে বসিয়া কি করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় লইয়া মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সে তথায় গোবিন্দচন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া বড়ই উৎসাহিতচিত্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। স্বর্ণমণিকে সে স্থানে অবস্থিতা দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "স্বর্ণদিদি, তুমি যে এখানে দাঁড়িয়ে আছ ? একি, দরজায় চাবি বন্ধ কেন ?"

স্বর্ণ। সব শুন্‌বে এখন, আগে তুমি বাড়ী গিয়ে মুখে হাতে জল দিয়ে এস।

গোবিন্দচন্দ্র নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি স্বর্ণমণির কথা শুনিয়া অগ্রে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ

করিয়া রামচরণকে ডাকিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পাইয়া তিনি একেবারে শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তি, যেমন একবিন্দু জলপানার্থ বহু আয়াস করিবার পর, অকস্মাৎ কাহাকেও তাহার মুখে বারি ধারা ঢালিয়া দিতে দেখিলে, সে যেমন তাহা আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করে, সেইরূপ এই বিপদ সময়ে কমলা অকস্মাৎ তথায় গোবিন্দচন্দ্রকে দেখিয়া প্রীতি-পূর্ণচিত্তে, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "একি! তুমি? এ সময়ে তুমি এসেছ? আর ভয় কি; জগদীশ্বর, তুমিই সত্য।"

গোবিন্দচন্দ্র ধীরে ধীরে কাপড়ের একটি ছোট মোট রাখিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে? ব্যাপার কি খুলে বলই না।"

কমলা দ্রুতপদে একঘটি জল, একখানি গামছা আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিয়া কহিল, "সব বল্‌ছি, তুমি আগে মুখ হাত পা ধোও।" গোবিন্দ বাবু কাপড় ছাড়িয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রামচরণ ও স্বর্ণমণির সহিত শরচ্চন্দ্র তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যাদেবী সহচরীবৃন্দ পরিবৃতা হইয়া ধীরে ধীরে দিঙ্মণ্ডলে আঁধার রাশি বিস্তার করিতেছিলেন। নানা স্থানে গৃহস্থেরা শঙ্খধ্বনি করিয়া, সন্ধ্যাকালীন মাঙ্গলিক কার্য্যাদি সমাধা করিতেছিল। শরৎচন্দ্রকে তথায় আসিতে দেখিয়া গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "কি ভাই, এর-ই মধ্যে তুমি যে না খাওয়া-দাওয়া ক'রে এলে?"

শরৎ। বাড়ীতে আমায় পাঠিয়ে দিলে, শুন্‌লেম আজ সকালে তোমার দাদার শাশুড়ী মরেছে, এখনও সৎকার হয় নি।

গোবিন্দ। এখনও সৎকার হয় নি? বাড়ীতে যে চাবি দেওয়া দেখ্‌লেম।

ইহা শুনিয়া স্বর্ণমণি কহিল, "বড় বৌ ছোট বৌকে একবার ডেকে াঠিয়েছিল ব'লে, সে গিয়ে দেখে যে, সেখানে দুটো মাতাল মদ খেয়ে াংলামী কর্‌ছে, আর গোপাল অচেতন হয়ে পড়ে আছে—ছোট বৌ তাই দখে দৌড়ে এসে বাহির হতে চাবি বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। বড় বৌ, ড়া নিয়ে ঘরের ভিতর হতে দরজা বন্ধ ক'রেই, চোর চোর ব'লে ীৎকার করেছিল।"

প্রভাবতী কহিল, "হাঁ কাকাবাবু, তারা দু'জনে আমার বাবাকে কি াইয়ে দিয়েছে, তাই বাবা অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে। তারা আমাদের দখে ধর্‌তে এসেছিল, তাই কাকী-মা ওদের চাবি বন্ধ করে রেখেছে।"

শরৎ। বেশ করেছেন, এস হে গোবিন্‌, একবার ব্যাপারখানা কি দখি এস।"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র আর হস্তপদ প্রক্ষালন না করিয়াই, অবিলম্বে শরৎ বাবুর সহিত গোপালচন্দ্রের দরজার চাবি খুলিয়া, বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে দেখিয়া গঙ্গারাম একটু ক্রন্দনের স্বরে কহিল, 'দোহাই বাবা তোমাদের, আমাদের কিছু বলো না, আমরা গোপাল াবুর মড়া ফেল্‌তে এসেছি, কিন্তু এই দেখ বাবা, একটা মেয়েমানুষ এসে, এই হাত চেপে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে, আমার ডান হাতটা একেবারে তথম ক'রে দিয়েছে।"

ননী। হেঁ বাবা, আমারও এই পা-টা ভেঙ্গে দিয়েছে; একেবারে প্রানে মেরেছে।

তাহারা এইরূপে আর্ত্তনাদ করিতেছে, এমন সময়ে পদ্মমণির সহিত পাড়ার কতিপয় ভদ্রলোক তথায় প্রবেশ করিলেন, এবং তন্মধ্যে এক ব্যক্তি গঙ্গারাম ও ননীলালকে দেখিয়া কহিলেন, "আরে গেল,

এ দুটো বদ্ধ মাতাল এর ভিতরে কেমন ক'রে এল ? এ বেটারা বিশ্ব বকাটে, এখানে বুঝি গোপালের সঙ্গে মাৎলামী ক'রে হাত পা ভেঙ্গেছে ? তা বেশ হয়েছে।"

গঙ্গারাম কাতর প্রাণে কহিল, "দোহাই বাবা তোমাদের ; আমরা সকলের পায়ে পড়ি বাবা, তোমরা আমাদের কিছু বলো না। আমরা গোপাল বাবুর একটা মড়া ফেল্‌তে এসেছি।"

এই সময়ে তথায় বহু লোকের সমাগম হইলে, মোহিনী গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক ইঙ্গিতে স্বর্ণমণিকে ডাকিয়া কহিল, "না গো ঠাকুর-ঝি, এরা দু-জন চোর, ওঁকে নেশা করিয়ে চুরি কর্‌বার মতলবে ছিল। ভাগ্যিস্, ছোট বৌ এসেছিল তাই ওরা চুরি কর্‌তে পারেনি, আমি এই ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে রেখেছিলেম।"

শুনিয়া স্বর্ণমণি সকলকেই এই ঘটনা বিবৃত করিল, উপস্থিত ব্যক্তি-গণ গঙ্গারাম ও ননীলালের দুরভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন, "আমরা জানি এ শালারা চোর, ভয়ানক মাতাল, মার বেটাদের।" গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদের প্রহার করিতে কত নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার কথা না শুনিয়া কেহ চড়, কেহ ঘুসি, কেহ কিল, কেহ লাথি ইত্যাদি প্রহারে উভয়কেই জর্জ্জরিত করিলেন, তাহারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রাণের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "দোহাই বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি, আর মেরো না বাবা, আমরা মারা গেলেম।" তাহাদের এই চীৎকারে গোপালচন্দ্রের নেশার ঘোর কাটিয়া গেল, তিনি একটু চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং সম্মুখে গোবিন্দচন্দ্র, শরৎ বাবু ও অন্যান্য ব্যক্তিকে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিলেন, "তোমরা এসেছ ? আহা যদি আর একটু আগে আস্‌তে, তা হলে এ দুটো মাতালের কাছে আমায় সাহায্য ভিক্ষা কর্‌তে হ'ত না।" এই বলিয়া উঠিবার চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, একটু চলিয়া পদস্খলিত হইয়া ভূপতিত হইলেন; তখনও তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, তিনি আবার শয়ন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্, তুমি এসেছ? এ মাতাল দুটোকে আগে বিদায় ক'রে দাও, পরে ঐ মৃতদেহের সৎকার কর ভাই।"

"দাদা আমি এসেছি, আর আপনার কোন চিন্তা নাই, এখনই ওনার সৎকার হবে।" এই বলিয়া গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গারাম ও ননীলালকে ধরিবার উপক্রম করিলে, তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিল, "দোহাই গোবিন্দ বাবু! আপনি আমাদের রক্ষা করুন, আর মার্বেন না।"

গোবিন্দচন্দ্র কহিল, "না, আমরা কি মার্ব বল? জগদীশ্বরের মার, তোমাদের হাত-পা ভেঙ্গে গিয়েছে। আর কখনও ভাই তোমরা লোকের এ হেন বিপদের সময়ে এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে মনোনিবেশ করো না; যাও, আস্তে আস্তে বাড়ী যাও।"

এতক্ষণ গঙ্গারাম ও ননীলাল মৃতবৎ পড়িয়াছিল, গোবিন্দচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিষ্ঠের ন্যায় পলাইবার উপক্রম করিলে, শরৎ-চন্দ্র বজ্রমুষ্টিতে তাহাদের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "অমনি অমনি ফিরে যাবে? আর একটু বোস, এখনও বোধ হয় মদের নেশা ছাড়েনি? আমি তোমাদের বাড়ী পৌঁছে দেওয়াচ্ছি।"

তাহা শুনিয়া গঙ্গারাম ও ননীলাল জড়িতকণ্ঠে কহিল, "না বাবা, দয়া ক'রে ছেড়ে দাও, আমরা আপনাপনি ঘরে যাই।"

শরৎ। আহা তাকি হয়? আমি কতকগুলো লোককে এখানে আস্তে বলে এসেছি, তারা এলেই তোমাদের ঘরে পৌঁছে দেবে।

গঙ্গা। আর মিছে কেন বাবা কষ্ট কর্বে? আমরা বাড়ী চিনে বেশ যেতে পার্ব, ততদূর বেহুঁস মাতাল ত আর নয়।

তাহাদিগের এরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে, শরৎচন্দ্রের উপদেশ মত দুইজন পুলিসের কর্ম্মচারী ক্ষেমাসুন্দরীর সৎকার সাধনার্থ নারাণ ও গুণদার সহিত তথায় আসিল। দেখিয়া শরৎ বাবু কহিলেন, "এ তেজসিং, সুরয্‌মল, তোম্ দোনো আদ্‌মী মিল্‌কে এই দোনো চোট্টা মাতোয়ালকো লে যাকে ফটক্‌মে রাখো; হাম পিছাড়ি যাতা হ্যায়।"

"যো হুকুম।" বলিয়া তাহারা দুইজনে গঙ্গারাম ও ননীলালকে পিছ্‌মোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, এবং ধাক্কা দিতে দিতে নানারূপ গালি দিয়া তাহাদিগকে থানাভিমুখে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে শরৎচন্দ্র কহিলেন, "দেখো, এ দোনো দারুকা বোতল, আউর ঐ বাক্‌সঠো লে যাও।"

গঙ্গারাম ও ননীলাল এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া কহিল, "একি জোর জুলুম বাবা? আমরা এলেম একটা লোকের উপকার কর্‌তে, শেষে কিনা আমাদেরই শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা কর্‌ছ? দোহাই গোপাল বাবু! দয়া ক'রে এদের একবার ছেড়ে দিতে বল, বাবা।"

তাহা শুনিয়া গোপালচন্দ্র সক্রোধে কহিলেন, "বেশ হয়েছে, তোমরা চোর, আমার সর্ব্বনাশ করিতেছিলে।"

গঙ্গা। কি বাবা গোপালধন, সময় বুঝে তুমিও কি নিদয় হ'লে? তোষামোদ ক'রে ডেকে এনে শেষে কি না এই কর্‌লে?

গোবিন্দচন্দ্র তাহাদের সেই কাতরোক্তি শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন, "ভাই শরৎ, ওদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, আর জেলে দিয়ে কাজ নাই; ভদ্রলোকের ছেলে না বুঝে একটা কাজ ক'রে ফেলেছিল, এখন বুঝেছে। ছেড়ে দাও—আর কখনও বোধ হয় উহারা এমন কাজ কর্‌বে না।"

গোবিন্দচন্দ্রের কথা শুনিয়া শরৎ বাবু তাঁহাকে চুপে চুপে কহিলেন, "না হে গোবিন্, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, কেস্‌টা নেহাত সহজ নয়; এখন আমি অমনি ছেড়ে দিলে উহারা যদি পরে নালিশ করে, তখন গোপাল বাবুকে ফাঁদে পড়্‌তে হবে, উনি এদের ডেকে এনেছিলেন, আর এখানেই হাত পা ভেঙ্গেছে। যা' হোক্, তোমার কথা মত আমি ওদের ছেড়ে দিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইহাদিগকে থানায় লইয়া গিয়া, আমার ডায়ারীতে ওদের নাম লিখে নানা রকমে ভয় দেখিয়ে দিলে, ভবিষ্যতে আর কোন গোলযোগ হবে না।" তৎপরে তিনি সুরয্‌মলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "লে যাও, তোম্‌লোক খাড়া কাহে?"

ইহা শুনিয়া গঙ্গারাম কহিল, "কি বাবা, তোমার অত মাথা ব্যথা কেন? যাঁদের কাছে দোষ কর্‌লেম, তাঁরা ছেড়ে দিতে বল্‌ছে, আর তুমি অত তেড়ে ধর কেন?"

সুরয্‌মল ও তেজসিং শরৎ বাবুর আদেশ মত তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া কহিল, "আরে চল্ শালা, পুলিস কো বড় ইন্‌স্পেক্টর বাবুকো বাতকা উপার বাত বল্‌তা হ্যায়? বাবুকা পছন্তা নেহি?"

সভয়ে গঙ্গারাম কহিল, "উনিই পুলিসের বড় ইন্‌স্পেক্টর বাবু?"

তেজসিংহ আবার ধাক্কা দিয়া তাহাদিগকে বাড়ীর বাহির করিতে করিতে কহিল, হাঁ, হাঁ, ওহি পুলিস কো বড় ইন্‌স্পেক্টর বাবু হ্যায়, তোমারা বাবা হ্যায়।"

তাহারা প্রস্থান করিলে গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "যা হোক্, এখন এস ভাই, ঐ মৃতদেহের সৎকার করি।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "চল, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, শুন্‌লেম, কোন্ সকালে মরেছে, দু-একজন বেশী লোকের আবশ্যক হ'তে পারে ব'লে,

আমি পুলিসের দু-একজন ব্রাহ্মণ পাহারাওয়ালা ও জমাদারকে আস্‌তে বলেছি, তারাও আস্‌ছে।"

অতঃপর গোবিন্দ বাবু অগ্রগামী হইয়া সেই গৃহে প্রবেশোদ্যত হইলে স্বর্ণমণি কহিল, "তুমি যাবে, ছোট বৌ যে পোয়াতি ভাই?" ইহা শুনিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া কহিলেন, "হাঁ হে, আমিও শুনেছিলেম বটে, তবে মনে ছিল না, তুমি এদিকে এস, মৃতদেহ স্পর্শ করা তোমার পক্ষে মেয়েলী মতে এখন নিষিদ্ধ; আমি যাব, আর পুলিসের লোক-জনও আছে।"

গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, "তা হোক্, তুমি এই এত পরিশ্রম ক'রে এলে, তুমি থাক, আমি যাই, পাড়ারও দু-একজন রয়েছেন, আমার যাওয়াটা একান্ত কর্ত্তব্য, দাদার শরীর এখনও শোধ্‌রায় নি।"

তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া পাড়ার উপস্থিত ব্যক্তিগণ কহিলেন, "না—না—তবে তোমরা থাক, আমরা সকলে যাইতেছি; গোপাল বাবু সেদিন আমাদের বড় কড়া কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন বলিয়া, আমাদের কাহারও ওঁর বাড়ী আস্‌তে প্রবৃত্তি হয় নাই, তোমরা এসেছ শুনে, আমরা সকলেই এসেছি, এখন আমরা সকলেই শ্মশানে যাইব।" এই বলিয়া তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ক্ষেমাসুন্দরীর মৃতদেহ গৃহ হইতে সৎকারার্থ বাহির করিলেন। গোবিন্দচন্দ্রকে তাহা স্পর্শ করিতে না দেওয়ায়, তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তদ্দর্শনে কেহ কেহ তাঁহাকে শ্মশানে যাইতেও নিষেধ করিলে, তিনি বলিলেন, "না ভাই, তোমাদের সঙ্গে না গেলে, আমার মনে বড় কষ্ট হবে; তোমাদের এই উপকার আমি জনমে কখনও ভুলিব না।" তন্মধ্যে একজন কহিলেন, "এ আর উপকার কি? এ অপেক্ষা সৎকর্ম্ম আর কি আছে ভাই? শক্তিসামর্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই এ হেন সৎকার-কার্য্যে

যোগদান করা তোমার ন্যায় সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; মুখাগ্নিদানের পাত্রসহ তুমি তবে এখন আমাদের সহিত চল।”

তখন সকলের সম্মতিক্রমে গোবিন্দচন্দ্র শচীন্দ্রনাথকে লইয়া শরৎ-চন্দ্রকে কহিলেন, “তবে ভাই আমি এখন যাইতেছি, তুমি একটু এঁদের খবর রেখো।”

শরৎ। সে আর তোমায় বলিতে হইবে না, আমি আজ এখানে ও তোমার বাড়ীতে দু-একজন প্রহরী রেখে দিব, তাহারা সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবে।”

অতঃপর তিনি তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, “চল, তোমায় কিছু টাকা দিয়া আসি, গোপাল বাবু ত মাতাল অবস্থায় এখনও প’ড়ে রয়েছেন, তোমার কাছে বোধ হয় উপস্থিত টাকা নাই।”

“হাঁ, আছে; বড় সাহেব আজ আমায় পোষাক-পরিচ্ছদ কিনিবার জন্য অফিসে পনেরো টাকা দিয়েছেন, আমি বাড়ী হইতে যে কয় টাকা লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতেই দু’একখানা কাপড় ও দু’একটা জামা ও চাপ্‌কান কিনিয়াছি। উপস্থিত আমার কাছে বারো টাকা মজুত আছে, বোধ হয় ইহাতেই হইবে; সেজন্য আর এখন তোমায় কষ্ট করিতে হইবে না।” এই বলিয়া গেবিন্দচন্দ্র শচীন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া তথা হইতে বাহির হইলে, সকলে মিলিত হইয়া শ্মশানে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যমে ক্ষেমাসুন্দরীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মহাসমারোহে সংসাধিত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দান-ধর্ম্ম

Give to the poor
Ye give to God,
He is with us in the poor, *Tennyson.*

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মতে শরৎচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে গঙ্গারাম ও ননীলালের নিকটে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গারাম এবার তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতিশয় কাতরতা সহকারে কহিল, "দোহাই বাবা, আমরা আপনাকে চিন্তেম না, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর কালী বাবুর মুখে শুনেছি, আপনি অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি, দয়া ক'রে এবার আমাদের ক্ষমা করুন, আর কখনও আমরা এরূপ গর্হিত কাজ কর্‌ব না।"

ননী। না বাবা, এই নাকে কাণে দুশো বার খৎ দিচ্ছি, এমন কাজ আর কখনও কর্‌ব না।

গঙ্গা। না—একদম্ না।

শরৎচন্দ্র কহিলেন, "তোমরা অতি নীচপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি, তোমাদিগের কারাদণ্ড হওয়াই উপযুক্ত শাস্তি।"

ননীলাল করজোড়ে বলিল, "আজ্ঞে, আমাদের হাত পা ভেঙ্গে গিয়েছে, তাতেই বড় কষ্ট পাচ্ছি, আর আমাদের জেলে দিবেন না, দয়া ক'রে ছেড়ে দিন; এই আবার আমরা নাকে কাণে খৎ দিচ্ছি।"

"না, তোমাদের আর জেলে দিব না; আমার প্রিয়বন্ধু গোবিন্দচন্দ্রের অনুরোধেই তোমাদিগকে মুক্তি দিতেছি, কিন্তু সাবধান, যদি

আবার কখনও তোমরা কোন দুষ্কর্ম্মের জন্য আমার নিকটে আনীত হও, তাহা হইলে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিবে।” এই বলিয়া শরৎচন্দ্র কালী বাবু নামক তাঁহার সহকারী ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরকে উহাদের নাম ডায়ারীতে লিখিয়া রাখিতে অনুমতি করিলেন। কালীচরণবাবু যথা-বিধি তাহাদের কার্য্যকলাপাদি লিখিয়া লইলেন। অতঃপর শরৎচন্দ্র কহিলেন, “যাও—এ যাত্রায় তোমাদিগকে গোবিন্দ বাবুর অনুরোধে মুক্তি দিলাম।” ইহা শুনিয়া কালীচরণ বাবু সত্বর তাহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, কেন না গঙ্গারাম ও ননীলাল তাঁহাকে কিছু পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া অনেকটা বশীভূত করিয়াছিল। তিনি সেই আশায় সুরয্‌মল ও তেজসিংকে তাহাদিগকে প্রহার করিতে নিষেধ করিয়া, কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদানের আশ্বাস দিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা শরৎচন্দ্রের অনুমতি অনুসারে মুক্তিলাভ করিয়া, বিনা বাক্য-ব্যয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। শরৎচ্চন্দ্র তথায় উপস্থিত থাকায়, তাহারা গঙ্গারাম ও ননীলালের নিকট হইতে কোনও রূপ পুরস্কার প্রার্থনা করিতে পারিল না; কেবল তাহাদিগের মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। এইরূপে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া তিনি দুই-চারিজন পাহারাওয়ালাকে গোপাল ও গোবিন্দচন্দ্রের বাটীতে পাহারা দিবার অনুমতি দিয়া, সে রাত্রি নিজ বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। সে দিবস ক্লান্তিদায়ক পরিশ্রম করায় শরৎচন্দ্র শয্যা স্পর্শ-মাত্র শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়গত হইয়াছিলেন। তৎপর দিন প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি ক্ষেমাসুন্দরীর মৃতদেহ বাহকদিগের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক, সৎকার সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যানুসন্ধান করিয়া, গোবিন্দ-চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্র সম্ভ্রমসহকারে কহিলেন, “এস ভাই, কাল আমি তোমায় অনেক কষ্ট

দিয়াছি, তুমি না থাকিলে আমাদের ও মাতাল তাড়িয়ে সৎকার করা বড়ই কঠিন হইত।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "আমার আর কি কষ্ট হয়েছে বল, আমি দুপুর বেলা আহারাদির পর সেই খুনী কেস্‌টার তদারকে গিয়াছিলাম, আর রাত্রে তোমরা যাবার পরেও কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, তুমি একেবারে কিছুই খাওনি। এততেও তুমি নিজের কষ্টের কথা না তুলে আমাদের কষ্টের কথা বল্‌ছ? ধন্য তোমার অন্তঃকরণ, তোমার ন্যায় বন্ধুর সম্মিলনে আমি বড়ই কৃতার্থ হয়েছি।"

গোবিন্দ। শরৎ, এ কি কথা বল্‌ছ ভাই? তোমার ন্যায় বন্ধু পাওয়া এ জগতে বড়ই দুর্লভ। তুমিই আমার উপস্থিত অন্নসংস্থান কর্ত্তা, ভয়ত্রাতা; তোমার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সম্মিলনে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। তোমার বন্ধুত্বের আদর্শে আমা হেন অপদার্থ ব্যক্তির চরিত্রশিক্ষা করিবার যথেষ্ট উপকরণ আছে।

শরৎ। সেটা তোমাতে—তোমার সহিত শৈশবকাল হইতে একত্রে থাকিয়া, আমি আমার চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখন ওসব কথা যাক্‌, শুন্‌লেম কাল রাত্রে তোমরা নাকি আর ফিরে এস নাই?

গোবিন্দ। হাঁ ভাই, মৃতদেহ অনেক্ষণ পড়ে থাকায় পুড়্‌তে অনেক দেরি হয়েছিল, আমরা একটু আগে এসেছি মাত্র; শচীন্দ্রকে রেখে সকলে এখন যে যার বাড়ী গেলেন।

শরৎ। হাঁ, আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে তবে তোমার কাছে এসেছি; তোমায় আর বিরক্ত ক'রে ডেকে তোল্‌বার ইচ্ছা ছিল না, তবে তুমি আমার আওয়াজ শুনে আপনি বাহিরে এলে ব'লেই দেখা হ'ল। তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

গোবিন্দ। না—যখন আমরা বাড়ীতে ফিরে আসি, তখনও বোধ হয় তিনি ঘুমুচ্ছিলেন, আমিই সকলকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দিয়েছি।

শরৎ। তোমাদের ফিরে আসার শব্দ শুনে, তোমার দাদা একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করেন নি ?

গোবিন্দ। কৈ না ; একটু বেলা হোক্, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব এখন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ নাকি ?

শরৎচন্দ্র এবার একটু বিরক্তভাবে কহিলেন, "আমি এখন তাঁর বাড়ী গিয়ে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত মনে করি না। তাঁরই এখন এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করা কর্ত্তব্য। তাঁর সহিত দেখা না কর্‌বার আরও একটা কারণ এই যে, যখন আমি তোমার বাড়ী আসি, তিনি তখন তাঁর দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমায় দেখ্‌বামাত্র ভিতরে চ'লে গেলেন, কোনও কথা কহিলেন না।"

গোবিন্দ। বোধ হয়, কোন বিশেষ দরকারে ভিতরে গিয়ে ছিলেন ; সে যা হোক্, আমি ভাই এখন বেশীক্ষণ আর দাঁড়াতে পারছি না, আমার গা হাত ঘুমে অবশ ও চোখ বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। ইচ্ছা ছিল, আমরা দু'জনে আজ বৈঠকখানায় ব'সে বাবার ন্যায় সেইরূপ ভিক্ষা প্রদান কর্‌ব, কিন্তু আর এখন আমি তাহা পার্‌ছি না ; তুমি ভাই দয়া ক'রে আমার এই কাজের ভার লও, যাহাতে এবার সমস্ত ভিখারী ভিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা কর। বড় সাহেবের অনুগ্রহে ও তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে আমি এখন একটা বেশ আশাতীত বেতনের কার্য্য পেয়েছি। এখন হইতে আমি আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের স্থায়িত্ব সংরক্ষণে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কর্‌ব।

শরৎ। বেশ বেশ, তোমায় এই পরামর্শ দিতেই এসেছিলেম ;

আমি জানি, মিঃ ম্যারে তোমার বাবার অকৃত্রিম বন্ধু, তিনি তোমার অবস্থা জান্‌লেই একটি কাজ দিবেন। যাহা হোক্, তুমি এখন বিশ্রাম করগে, আমি চল্‌লেম, তুমি রামচরণকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রাখ, আমি এখনি আস্‌ছি।

গোবিন্দ। ইহার মধ্যে যদি ভিখারীরা আমাদের না দেখা পেয়ে ফিরে যায়?

শরৎ। আমি এই ভিক্ষা দেবার আভাস কালই তোমার মুখে রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে শুনেছিলাম, তাই আজ সকালে নারাণের সঙ্গে কানাইয়ের মাকে ও পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে দাঁড়াতে ব'লে এসেছি; তোমার আর কোন চিন্তা নাই, তুমি বিশ্রাম করগে, আমি তোমার এ কাজের ভার আনন্দসহকারে গ্রহণ কর্‌লেম।

গোবিন্দ। তবে আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। তোমার ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তুমি চিরকাল, এইরূপে অসহায়ের সহায় হ'য়ে দীর্ঘ জীবন লাভ কর। আচ্ছা ভাই, আমি রামচরণকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি যাহা ভাল বোঝ কর।

"তাহাকে কোথাও যাইতে হইবে না, তোমার বৈঠকখানায় বসিলেই হইবে; আমি সমস্ত ছেলেদের ডাকিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া শরৎচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর গোবিন্দচন্দ্র, অনিদ্রায় ও অনিয়মিত পরিশ্রমে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত কলেবরে যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি সমাপন করিয়া, রামচরণকে বৈঠকখানায় পাঠাইয়া দিয়া নিদ্রাগত হইলেন। এদিকে শরৎচন্দ্র বালকবৃন্দের সহিত অসংখ্য দীন হীন ভিক্ষুক লইয়া, গোবিন্দের

বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। যে সকল ভিক্ষুক ইতিপূর্ব্বে একদিন বিফলচিত্তে ভিক্ষা না পাইয়া আর তথায় আসে নাই, আজ তাহারা সহসা এই সাদর সম্ভাষণ পাইয়া যেন একেবারে স্বর্গ হাতে পাইল! শরৎচন্দ্রও প্রীতিপূর্ণ মনে, অতীব বিনম্র বচনে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া, গোবিন্দ-চন্দ্রের পুত্র রামচরণের দ্বারা প্রত্যেক ভিক্ষুককে একটি করিয়া পয়সা ও এক পোয়া তণ্ডুল বিতরণ করিলেন, এবং ভবিষ্যতে যে তাহারা গোবিন্দ-চন্দ্রের জীবিতাবস্থা পর্য্যন্ত আর কখনও এ প্রকার ভিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইবে না, ইহাও সকলকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

এইরূপে সেই অসংখ্য ভিক্ষুক মনের মত ভিক্ষা পাইয়া, সেই অনাথের নাথ, দীনের বল, নিরাশ্রয়ের সম্বল শ্রীভগবানের নিকটে, গোবিন্দচন্দ্রের অক্ষয় সুখ ও ধন-পুত্র-লক্ষ্মীলাভের প্রার্থনা করিতে করিতে সকলে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্ব্বে শ্যামসুন্দর বাবু এইরূপ ভিক্ষা বিতরণের অনুষ্ঠান করিয়া আজীবন পালন করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর গোপালচন্দ্র গৃহকর্ম্মের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া, এই প্রথা বিলুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কেবল কনিষ্ঠের ঐকান্তিক যত্নে উহার সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্র এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন, এক্ষণে গোবিন্দ বাবু অফিসে উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি নিরতিশয় আনন্দসহকারে আবার সেই পুণ্যাত্মা শ্যামসুন্দর বাবুর পবিত্র কার্য্যাবলীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, সে দিন নিজ অর্থ ব্যয়ে এইরূপ ভিক্ষা বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাকে এই ব্যয়ভার বহন না করিতে, অনেক অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ভবিষ্যতে ঐ অর্থের কোনওরূপে সদ্ব্যয় করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মোহিনীর মন্ত্রণা

Crust be the verse, how well soe'er it flow,
That tends to make one worthy man my foe,

Pope.

গোপালচন্দ্র এই সকল নিরীক্ষণ করিয়া, শরৎ ও গোবিন্দচন্দ্রের উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা যে বিগত রাত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার সেই বিপদকালে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁহাদের নিকটে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন না। অধিকন্তু গোবিন্দচন্দ্র যে আজ প্রাতঃকালে আসিয়া অফিস সংক্রান্ত সমস্ত কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন নাই, তজ্জন্য মোহিনীর নিকটে কনিষ্ঠের অযথা নিন্দা করিতে লাগিলেন। মোহিনী ত ইহাই চায়, সে কিসে গোবিন্দচন্দ্রের নিন্দা করিবে, তাহারই ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিল; এক্ষণে স্বামীর নিকটে তাঁহার এই নিন্দাবাদ শুনিয়া কহিল, "তুমি ওকে সহজ লোক মনে করো না, কাল যে এই পাড়ার কোন লোক মায়ের সৎকার করতে আসেনি, এতেও ওর শিখান ছিল। নৈলে দেখ্‌লে না, যে কেউ বাড়ীতে আগে ঢোকেনি, যেই ও এল, অমনি সকলেই একে একে হাজির হ'ল। আমি ওকে বেশ চিনেছি। আর সেই যে দুটো মাতাল এসেছিল, তাদেরও বোধ হয় ঐ পাঠিয়েছিল, তা' না হ'লে শরৎ বাবু যখন তাদের পুলিসে দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ বা ছেড়ে দিতে বল্‌বে কেন? তারা বড়ই বদ্ লোক, তোমায় মদ খাইয়ে

অচেতন ক'রে, মড়া বার কর্‌তে এসে, আমার দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে ছিল, আমি ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেলেম; তাদের জেলে দিয়েছে— বেশ-হয়েছে।

গোপাল। না, গঙ্গারামকে আমি নিজে ডেকে এনেছিলেম, সে আমায় মদ খাইয়ে এক রকমে বেশ উপকার করেছিল; কোথাও ঘুর্‌তে বা কাহারও তোষামোদ কর্‌তে হয় নি। আপনা-আপনি সব কাজ শেষ হয়ে গেল; বাঃ কি মজা বল দেখি? কি ফূর্ত্তি! তুমি মদ নিয়ে এস, আমি কেবল মদই খাব, মদে বেশ মেজাজটা তোয়াজে থাকে, অন্য কিছুই ভাবনা বড় একটা আসে না।

মোহিনী। ও আবার কি ছাই-ভস্ম খাওয়া? আমি তোমার ও সব ছোঁব না, খেতে হয় নিজে আন।

"কেন, ও ছুঁতে দোষ কি? আমি খেতে পারি, আর তুমি ছুঁতে পার না? কাল একটু মদ খেয়ে বেশ ছিলেম। আফিসের কোন কথাই আমার মনে হয় নি, আজ আবার কেবল সেই সব কথাই মনে পড়্‌ছে, কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছি না, তাই ঐ এক বোতল মদ কিনে এনেছি, একটু খেলেই অচেতন হয়ে থাক্‌ব।" এই বলিয়া গোপালচন্দ্র স্বহস্তে ঢালিয়া এক গ্লাস সুরা পান করিলেন।

তাহা দেখিয়া মোহিনী কহিল, "না বাবু, তুমি আর ও ছাই জিনিষ খেও না, কাল খেয়ে কেবল একটা কেলেঙ্কারী করেছিলে বৈ ত নয়; আজ আর বেশী খেও না।"

"খুব খাব, কুচ্‌ পরোয়া নেই; আজ বড় মজা। বাঃ! কে জান্‌ত যে, মদের এমন চিন্তাহারীণী শক্তি আছে।" এই বলিয়া গোপাল বাবু বার বার মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিলেন।

তদ্দর্শনে মোহিনী কহিল, "কি কর্‌ছ তুমি? পাগল হবে নাকি?

এমন একটা বিপদ্ হ'ল, এখন কোথা চাকর চাকরাণী ও রাঁধুনীর খোঁজ কর্বে না, কেবল মদ খেয়েই অস্থির। ছিঃ একেবারেই এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়; পাড়ায় এখন সবাই আমাদের শত্রু, তুমি অমন কর্‌লে কেবল শত্রু হাস্‌বে, এটা একবার মনে বুঝে দেখ।"

গোপালচন্দ্র সহাস্যে বলিল, "বুঝি সব, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না; শয়নে স্বপনে প্রতিক্ষণে যেন বড় সাহেব আমার সম্মুখে উপস্থিত। যেন সেই এক সাহেব, আজ শত মূর্ত্তিতে আমার আশে-পাশে সম্মুখে পশ্চাতে, চারিধারেই পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আমি যে দিকে ফিরিতেছি, সেইদিকেই মনে হয় যেন, তিনি সর্ব্বদাই রোষকষায়িত নয়নে, আমার দিকে চাহিয়া তিরস্কার করিতেছেন। আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না, আমার এখন কেবল ভরসা সেই চাক্‌রী, গোবিন্দ যদি তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আমায় কর্ম্মচ্যুত করিবেন। তাঁহার কাছে আর আমার রক্ষা নাই।"

মোহিনী। তার এত ভাবনা কি? তুমি সাহেবকে ব'লো, কেউ তোমাকে ঐ কথা মিছে করে ব'লেছিল। তুমি কিছুই জান্‌তে না, পরের মুখে যা শুনেছিলে, তাই বলেছ।

গোপাল। সে ত শেষকালে বলিবই; তবে গোবিন্দের সঙ্গে তার কি কি কথা হয়েছিল, সেটা জানা দরকার; তার কোনও চাক্‌রী হয়েছে কি না, এটাও জান্‌তে হবে। বড় সাহেব আমাকে একটা বাবু নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

মোহিনী। বটে, তবে এইবার আমার হরেশ দাদাকে নিয়ে যেও।

গোপাল। সে এখন দুরাশা মাত্র, ও সব কাজ করা তার পোষাবে না, সে একটি হস্তিমূর্খ, তবে তুমি যখন বল্‌ছ, একবার চেষ্টা

ক'রে দেখ্‌ব। বড় সাহেব গোবিন্দকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন বলেই, আমি তাহার নামে ঐ সকল মিথ্যা কথা বলেছিলেম।

মোহিনী। আচ্ছা, এখন ঠাকুরপোর কি হয়েছে শোনা যাগ্‌। প্রভা! একবার তোর কাকা বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়ত, বলিস্‌ একটা বিশেষ দরকার আছে; যেন শীগ্‌গির আসে।

প্রভাবতী নিকটেই ছিল, সে তাহার মাতার উপদেশ মত তাহার কাকী-মায়ের নিকটে গিয়া সকল কথা কহিল।

তাহা শুনিয়া কমলা কহিল, "তোমার মাকে বলগে যে, কাল না-খেয়ে-দেয়ে সমস্ত রাত জেগে, তোমার কাকা বাবুর অসুখ করেছে; এখন একটু ঘুমুচ্ছে, উঠ্‌লে পাঠিয়ে দোব। আমি তোমার মায়ের কাছে এখনি যাব মনে করেছিলেম, তোমরা আজ সবাই এখানে খাবে।" এই বলিয়া সে তাহার হাতে একটি সন্দেশ প্রদান করিল। তৎপ্রাপ্তে প্রভাবতী হাসি মুখে তাহার মায়ের নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকল কথা কহিল। শুনিয়া মোহিনী বলিল, "দেখ্‌লে, এত ক'রে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলেম, আর উনি কি না তাকে একবার না জানিয়ে ফিরিয়ে দিলে, মরণ আর কি তার। আবার আজ আমাদের সকলকে ভাত খেতে বল্‌তে আস্‌ছে; যা ত লা প্রভা, তোর কাকী-মাকে ব'লে আয় যে, আমরা এখানে রাঁধব, ওরা যেন আমাদের জন্য ভাত না রাঁধে।"

গোপাল। আর না এলেই বা তার কি করব বল? এখন ত আলাদা ক'রে দোব ব'লে ভয় দেখালে চল্‌বে না। ছোট বৌ-মা আস্‌ছে আসুক, এলে পরে বল যে, আমরা নিজেই রাঁধব।

মোহিনী। দেখ্‌ছি ছোট বৌয়ের উপর তোমার একটু বেশী টান, সে দিন ভাত দিতে এলেও তাকে ফিরিয়ে দিতে মায়া হয়েছিল,

আবার আজও তাই। সে এখন এসে কি কর্‌বে? তোমার ঐ ছাই ভস্ম খাওয়া দেখে, বাড়ীতে গিয়ে ঢাক পিট্‌বে বৈত না; তুমি এখন কেবল মদ খেয়েই চলাচ্ছ।

"না—না; কাল তাহারা আমায় একেবারে খানিকটা খাইয়ে দিয়েছিল ব'লে বড় নেশা হয়েছিল, আজ সে টুক্ পাঁচবারে খাব। এ জিনিষটা খেয়ে এখন আমার সব ভাবনা ঘুচে গিয়েছে; এই যে ছোট বৌমা আস্‌ছে, আমি ঘরের ভিতরে গিয়ে আর একটু মদ খাই, তুমি আফিসের কথাগুলো যাতে বার কর্‌তে পার, তার চেষ্টা কর।" এই বলিয়া গোপালচন্দ্র বোতলাদি লইয়া, কিঞ্চিৎ টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোহিনী কমলার আগমনে একটু শোক প্রকাশ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কমলা তাহাকে নানারূপ সান্ত্বনা-বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া কহিল, "কি কর্‌বে দিদি, চুপ কর; মানুষের মরা-বাঁচার উপর ত কারও হাত নেই। এই যে আমি এখানে এসেছি, হয় ত যাবার সময়ে হোঁচোট খেয়ে পড়ে মর্‌তে পারি।"

মোহিনী বলিল, "বালাই—তুমি এখন মর্‌তে যাবে কেন? এই ত তোমার নূতন সংসার হচ্ছে, কিছুদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। সে বুড়ীগুলো এখনও আছে নাকি?"

কমলা কহিল, "তাদের জন্যই আমাদের আলাদা ক'রে দিলে দিদি, এখন আর তারা কোথায় যাবে? সবাই আছে, দুঃখের সংসারে এক রকমে দিন কাটান নিয়ে বিষয়।"

মোহিনী। আবার দুঃখের সংসার কিসে হ'ল? এই আজ সকালে ঠাকুরপোর এত ভিক্ষে দিবার ধূম-ধাম গেল। সেই কর্ত্তার আমলের মত চাল, পয়সা বিলান হ'ল। আর যেই উনি একবার ডেকেছেন, অমনি অসুখ করে বস্‌ল, একবার আসা হ'ল না?

কমলা। ওঁকে আবার কখন তুমি ভিক্ষে দিতে দেখ্‌লে? আজ আর বৈঠকখানাতেই বসেন নি? কাল না খেয়ে-দেয়ে সমস্ত রাত জেগে, শরীরটা খারাপ হয়েছিল ব'লে, ঠাকুর-ঝী আর তুল্‌তে দেয় নি। শোবার আগে তোমাদের সকলকে আজ ওখানে খাবার জন্য ব্যবস্থা কর্‌তে বলেছিলেন, তাই আমি এসেছি; নারাণের বাপ আজ ভিক্ষে দিয়েছিলেন।

মোহনী। ও বটে! তা যা হোক্, আমাদের জন্য আর তোমাদের রেঁধে কাজ নাই; আমিই যা হোক্, একটা কর্‌ব; বলি ঠাকুরপো যে কালকে কাজের জন্য আফিসে গিয়েছিল, তার কি হ'ল?

কমলা। কাল সে বিষয়ের কোন কথাই শুনি নি, আমিও জিজ্ঞাসা কর্‌বার সময় পাইনি। আজ সকালে বাড়ী আস্‌বার একটু পরেই নারাণের বাপ এলেন, তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা কয়ে শুয়েছেন। ঠাকুর-ঝীর মুখে শুনেছি যে, ঠাকুরের আফিসেই সেই বড় সাহেব দয়া ক'রে একটি কাজ দিয়েছেন।

মোশিনী। তা কত টাকা মাহিনা বলে নি?

কমলা। ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে এটুকু শুনেছি যে, বড় ঠাকুর যে মাহিনা পান, বড় সাহেব ওঁকেও সেই মাহিনায় কাজ দিয়েছেন।

মোহিনী এবার একটু বিস্মিতা হইল, ঈর্ষানলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষণকালের জন্য স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া কহিল, "সত্যি নাকি, তা কবে থেকে যাবে?"

"সত্যি বই আর মিথ্যে কথা ওর মুখে কবে শুনেছ বল।" বলিয়া স্বর্ণমণি তথায় আসিল। তাহাকে দেখিয়া মোহিনী বড়ই বিরক্ত হইল, সে ভাবিয়াছিল যে, কমলাকে নির্জ্জনে পাইয়া অফিসের সকল কথা একে একে জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু স্বর্ণমণির আগমনে তাহার সে

আশায় ছাই পড়িল। সে ও সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া, সে স্থান হইতে অনেকটা দূরে গিয়া পুঁটিকে একটা চড় মারিল। পুঁটির কোনও অপরাধ ছিল না, কেবল স্বর্ণমণির উপর বিরক্ত হইয়াই মোহিনী তাহাকে প্রহার করিল, মার খাইয়া পুঁটি কাঁদিতে লাগিল। স্বর্ণমণি এবার কমলার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, কি হ'ল, "এদেরও চাল নোব কি? বেলা হয়েছে, তুমি যে এখানে এসে গোবিন্দের কাজের কথাই পেড়েছ; এখন ওকে এ সকল কথা বোল'না।"

চুপে চুপে কমলা কহিল, "না, ওরা খাবে না বল্‌ছে।"

স্বর্ণ। তবে আর দাঁড়িয়ে কেন? চলে এস; এখানে থাক্‌লে কেবল ঐ তার কাজের কথাই বল্‌তে হবে।

"চল যাই," বলিয়া কমলা মোহিনীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "তবে আমি যাই দিদি? তোমরা ত ওখানে খাবে না বল্‌ছ।"

মোহিনী একটু বিরক্তিসহকারে মুখ ভঙ্গি করিয়া কহিল, "না গো না, আমাদের জন্য তোমার অত মাথা-ব্যথা কেন? একবার বলনু, আবার ত্যক্ত কর কেন?"

ইহা শুনিয়া স্বর্ণমণি কমলার হস্তধারণপূর্ব্বক কহিল, "চল গো চল, তোমাদের যেমন মাথা-ব্যথা, ওদের আবার তোষামোদ কর্‌তে আসা, আমি হ'লে কস্মিনকালেও আর এ দরজায় আস্‌তেম না।"

"তবে ত ভারি ক্ষতিই হ'ত।" বলিয়া মোহিনী চীৎকার করিয়া উঠিল।

কমলা তাহার সেই চীৎকার শুনিয়া একটু অপ্রতিভচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় স্বর্ণমণিকেও ডাকিল, কিন্তু সে মোহিনীকে দু-একটি কথা না শুনাইয়া যাইবার পাত্রী নহে; সে বড়ই স্পষ্টবাদিনী, এক্ষণে মোহিনীর নিকটস্থ হইয়া মৃদুহাস্যে কহিল, "বলি বড় বৌ, তোমার

"কালকের দিন বাবা আর এখন মনে নাই ?"

[কাকা-মা—৯৫ পৃষ্ঠা

BURMAN PRESS.

মেজাজটা যে এখন ভারি গরম দেখ্‌ছি ; কালকের দিন বুঝি আর এখন মনে নেই ?"

মোহিনী। আরে মল যা, এ মাগী গায়ে পড়ে ঝগড়া করে দেখ। বলি, কাল তোমাদের কি আমি ডাকৃতে গিয়েছিলেম ? তোমরা এসেছিলে কেন ? তুমি এখান থেকে যাও।

স্বর্ণ। যাব না ত কি তোমার চোখ্‌রাঙানীতে ভয় ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব ? আর এখন আমি তোমার এক চালায় বাস করিনে।

তাহাদিগের এইরূপ বচসা শুনিয়া গোপালচন্দ্র মাতাল অবস্থায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, স্বর্ণমণি বিস্মিতচিত্তে কহিল, "ছি, তুমি আবার এ ছাই নেশা কর্‌তে কবে শিখ্‌লে ?"

গোপাল। এর মন্দ কোন্ খান্‌টায় দেখ্‌লে ? আমি অনেক ভেবেচিন্তে তবে এতে হাত দিয়েছি, এ এখন আমার পক্ষে অমৃত। তুমি একটু আড়ালে যাও দেখি, আমি তোমায় মান্য ক'রে এক ঢোক খেয়ে নিই।

"তুমি ভিতরে ভিতরে এতদূর অধঃপাতে গিয়েছ, তা আমি জান্‌তেম না।" বলিয়া স্বর্ণমণি তথা হইতে প্রস্থান করিল।

"দেখ্‌লে, ও মাগীর স্পর্দ্ধাটা একবার দেখ্‌লে," বলিয়া মোহিনী গোপাল বাবুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিল, "যাও না, মাগী যে বড় হাত পা নাড়া দিয়ে গেল—একবার দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দাও না।"

গোপাল। না মোহিনী, এখন ওকে চটিও না, আগে গোবিন্দের কাছে অফিসের খবরটা পাই, তার পর যা হয় করব।

"তাই ভাল, তবে আমি এখন রাঁধ্‌বার যোগাড় দেখিগে।" বলিয়া মোহিনী অন্যত্রে চলিয়া গেল ; এই সুযোগে গোপাচন্দ্র আর একটু মদ পান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র

With curious art the brain too finely wrought.
Preys on herself and is destroyed by thought. *Churchill.*

গঙ্গারাম ও ননীলাল শরৎচন্দ্রের নিকটে নিস্কৃতি লাভ করিয়া, গোপালচন্দ্রকে বিপদে ফেলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যে তাহাদিগকে জেলে দিবার জন্য শরৎ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদিগের অসহ্য হইয়াছিল; কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে বিপদে ফেলিবে, সেইজন্য নানারূপ পরামর্শ করিয়া, তৎপরদিন তাহারা প্রতাপচাঁদ নামক এক ঐশ্বর্য্যশালী যুবকের নিকট উপস্থিত হইল। এই প্রতাপচাঁদের অর্থে, গঙ্গারাম ও ননীলালের ন্যায় অনেক চরিত্রহীন তোষামোদী ব্যক্তি প্রতিপালিত হইত। প্রতাপের চরিত্র নানারূপ দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমায় কলঙ্কিত; তিনি নিরতিশয় মদ্যপায়ী, পর-স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত এবং দীন দুঃখীর প্রতি অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার উপদ্রবে দরিদ্রের সুন্দরী স্ত্রী লইয়া বসবাস করা এক প্রকার দায় হইয়াছিল, কিন্তু প্রচুর ধনরত্নের মহিমা বলে, কোনও ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত না। কেহ অর্থে, কেহ সামর্থ্যে, কেহ বা ভয়ে সকলেই তাঁহার বশীভূত ছিল। প্রতাপ-চাঁদ অকস্মাৎ তথায় গঙ্গারাম ও ননীলালকে দেখিয়া কহিলেন, "কিহে, কিছু নূতন খবর আছে নাকি? কোথাও যোগাড় হয়েছে?"

গঙ্গারাম সহাস্যে বলিল, "আর মশাই, আপনার জন্য কাল একটা সুন্দরীর যোগাড়ের চেষ্টায় ছিলেম, তবে নেহাত বরাত মন্দ, তাই শিকারটা জুটেও ফোস্‌কে গেল ; আমরাও না হ'ক, বেদম মার খেয়ে মলুম।"

সাগ্রহে প্রতাপচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম ? তাই ত, তোমার হাতের আঙ্গুলগুলো বেঁকে গিয়েছে, ননীও খোঁড়াচ্ছে, ব্যাপারখানা কি ?"

ননী। আহা, এক দিব্যি মেয়েমানুষ মশাই, বড় হাত ছাড়া হ'য়ে গিয়েছে। তাকে নিয়ে আস্‌ব, এমন সময়ে বিস্তর লোক জন এসে সব মাটী করে দিলে ; আমরাও বেদম মার খেলেম।

"আরে এ সব কাজে এমন এক-আধটুকু মার খেতে হয়, তার আর কি হয়েছে ? ভাল হ'লে আর ব্যথা থাক্‌বেনা—এই নাও, একটু খাও।" বলিয়া প্রতাপচাঁদ একটা বোতল তাহাকে দেখাইলেন।

দেখিয়া গঙ্গারাম কহিল, "আহা, দিন ত মশাই, আজ আর ও কর্ম্ম হয় নি।" অতঃপর সে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া প্রতাপচাঁদের মুখাগ্রভাগে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে পান করিতে অনুরোধ করিল।

প্রতাপচাঁদ তাহার অর্দ্ধাংশ পান করিয়া বিকৃতমুখে কহিলেন, "ধর হে, এটার বড় ঝাঁজ, বাকিটুকু তুমি খেয়ে ফেল।"

গঙ্গারাম ও ননীলাল সাগ্রহে তাঁহার প্রসারিত হস্ত হইতে সেই সুরা পান করিয়া কহিল, "তা জিনিষটা মন্দ নয়—অনেক দিন এ রকম মদ খাওয়া হয় নি।"

প্রতাপ। সে কি হে, এই যে গেল রবিবারের মজলিসে ঐ মদ চলেছিল।

গঙ্গা। হাঁ হাঁ, বটে—এই সেদিন খেয়েছি বটে।

ননী। বেশ ভাল জিনিষ, ঢাল হে, আর এক গ্লাস খাওয়া যাক্‌। নেশাটা জমিয়ে নি।

প্রতাপ। আগে কি মেয়েমানুষের কথা বল্‌ছিলে বল দেখি। সে দেখ্‌তে কেমন?

ননী। চমৎকার; একদম নিখুঁত সুন্দরী। তাকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে; আহা কি রূপ, কি যৌবন, কি চোখ, কি মুখ, সব সুন্দর, সব মনোহর। তাকে যে রকমেই হোক্‌, চুরি ক'রে আন্‌তেই হবে। সে যেমন মিছামিছি ক'রে আমাদের নামে চোর বদ্‌নাম দিয়েছে, আমরাও ছাড়নেওয়ালা নই—তাকে চুরি ক'রে আন্‌বই আন্‌ব,—তাতে অদৃষ্টে যা থাকে হবে।

প্রতাপ। সত্যি নাকি? দেখ্‌তে এত ভাল? কা'দের বাড়ীটা বল দেখি। মেয়ে না বউ? সধবা কি বিধবা?

গঙ্গারাম বলিল, "ঐ যে ও পাড়ার শ্যাম বাবুর বাড়ী। তাঁর গোপাল গোবিন্দ নামে যে দুটী ছেলে আছে, তাদের মধ্যে এখন ভারি মনকষাকষি চলেছে। বেটাদের এখন ভেয়ে ভেয়ে সদ্ভাব নেই—বড় সুবিধা হবে, কিছু পয়সা খরচ কর্‌লেই তাদের যোগাড় হবে; অন্ততঃপক্ষে বড়টাকে ত হবেই বলে মনে হয়—সেখানে গিন্নী-বান্নী কেউ নাই। তাতে আবার পাড়ার লোকজনও গোপালের উপর চটা; কাল তার কে মরেছিল, কেউ পোড়াতে আসে নি ব'লে আমায় ডেকেছিল, আমিও ননীলালকে নিয়ে তাদের সব খবর জেনে এসেছি। গোপাল বাবু লুকিয়ে চুরিয়ে একটু-একটু মদ খেত, এ সন্ধান আমি জান্‌তেম, তাই তাকে খানিক মদ খাইয়ে অচেতন ক'রে ফেলে, তার বৌটাকে চুরি ক'রে এনে আপনাকে দোব মনে করেছিলেম।"

প্রতাপ। তারপর?

গঙ্গা। তারপর বড়-একটা সুবিধা কর্‌তে পার্‌লেম না। হঠাৎ অনেক লোকজন এসে পড়্‌ল।

প্রতাপ। আগে তাকে কোনও রকমে বাগাতে পারনি?

গঙ্গা। না, আমাদের নেশাটা অতিরিক্ত হয়ে পড়েছিল।

প্রতাপ। দেখ্তে খুব সুন্দরী?

ননী। খুব সুন্দরী, দেখ্লে দশ হাত ঠিকরে পড়্তে হয়, চেহারার বাঁধুনি কি, যেন ফুটন্ত গোলাপ ফুল।

প্রতাপ উচ্চহাস্যে কহিলেন, "বটে, এমনতর? তবে কুচ্ পরোয়া নেই, দশ, বিশ, একশ, হাজার যত টাকা লাগে, আমি দোব; তোমরা তাকে নিয়ে এস, এতে জান যায়, সেবি আচ্ছা। কিন্তু বেশী দেরি ক'রে কাজ নাই, এই বেলা ঘরোয়া বিবাদ চল্ছে, বেশ সুবিধা হবে।"

গঙ্গা। তা আর বল্তে! গৃহ বিচ্ছেদেই সমস্ত নষ্ট হয়, যত সব মূর্খের দল এটা কি বোঝে না? আমরা মাতাল বটে, তা' ব'লে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'তে কাউকেও মতলব দিই না।

ননী। আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, গোপাল বাবুর সংসারে তেমন কেউ অভিভাবক নাই। সে আজ সকালে একটা রাঁধুনী ও একটা চাকরাণীর সন্ধান কর্ছিল; তাই দেখে আমি সেই বুড়ো প্যারীলালের একটা বিয়ে দেব ব'লে লোভ দেখিয়ে, তারই পিসি-মাকে রাঁধুনী ক'রে পাঠাতে বলেছি। ইহাতে সে-ও রাজি হয়েছে, সে রাঁধুনী হয়ে গেলে আর কেউ কোন সন্দেহ কর্তে পার্বে না, কেন না, বুড়ো মানুষ, তার উপর সকলেরই জানা-শোনা। সেই সঙ্গে আমাদের মোক্ষদাকে দিন কতক চাকরাণী সাজিয়ে পাঠিয়ে দোব মনে করেছি, সে এ সব কাজে বড় পটু, গোপাল বাবু যাতে শীঘ্র শীঘ্র অধঃপাতে যায়, মোক্ষদা তার সে পথ পরিষ্কার ক'রে দেবে। আমি আজ মোক্ষদাকে এই সময়ে এখানে আস্তে বলে এসেছি, আপনি একটু বেশী ক'রে তাকে লোভ দেখাবেন।

। এই যে নাম কর্‌তেই মোক্ষদার আবির্ভাব দেখ্‌ছি, আরে এস, পা দুখানা একটু তাড়াতাড়ি ফেল।

"কেন বাবুসাহেব, এত জোর তলব কিসের জন্য বলুন দেখি।" বলিয়া মোক্ষদা তথায় প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে গঙ্গারাম তাঁহাকে তাহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলে, প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "দেখ মোক্ষদা, এ কাজটা হাঁসিল কর্‌তে পার্‌লে বুঝ্‌ব যে, তোমার ক্ষমতা আছে; আর তা' হ'লে এবার আমিও তোমায় বেশ রীতিমত বক্‌সিস্‌ দিব, উপস্থিত এই দশ টাকা নাও, যদি কিছু খরচ পত্তর কর্‌তে হয়।"

সাগ্রহে টাকা কয়টি হস্তগত করিয়া মোক্ষদা কহিল, "কেন বাবু আপনি আমায় এত কথা বল্‌ছেন? আমি কি আজ এ কাজ নূতন কর্‌ছি, এই যে সেদিন মুখুয্যেদের বিনোদিনীকে এনে দিলেম, তাতে কি আমার বাহাদুরীর পরিচয় পান নি?"

সহাস্যে প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "বিলক্ষণ পেয়েছি। তবে কি জান, সে ছিল গরীবের ঘরের বিধবা মেয়ে, আর এ বড় ঘরের সধবা বৌ।"

"হ'লেই বা সধবা, আমি মনে কর্‌লে অমন সধবা ছেড়ে তার বাবাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়ে আন্‌তে পারি।" বলিয়া মোক্ষদা গঙ্গারামের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "কই, তোমার সে রাঁধুনী কোথায়?"

গঙ্গা। চল, আমি তোমায় সেখানে দিয়ে আসি, তুমি তার সঙ্গে বেশ মিলে-মিশে আমাদের পরামর্শ মত কাজ করো।

মোক্ষদা। সে আর তোমায় ব'লে কষ্ট পেতে হবে না, যত শীঘ্র পারি, আমি এ কাজ শেষ কর্‌ব।"

প্রতাপ। বেশ, বেশ তা' হ'লেই হ'ল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভীষণ প্রতারণা

Gather ye rose-buds while you may
Old Time is still a flying,
And this same flower, that smiles to-day,
To-morrow will be dying. *Herrick.*

গঙ্গারাম ও ননীলালের পরামর্শ মত প্যারীলাল মোক্ষদার সহিত তাহার পিসী-মাকে গোপালচন্দ্রের বাটীতে লইয়া গিয়া, তথায় রাখিয়া আসিলেন, এবং এইরূপ ধার্য্য হইল যে, তাঁহার পিসী-মা গোপালচন্দ্রের সংসারে রন্ধন-কার্য্যে এবং মোক্ষদা দাসীরূপে অবস্থিতি করিবে। গোপাল-চন্দ্র প্যারীলালকে মোক্ষদার বিবরণাদি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে আপনার বিশেষ পরিচিতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। গোপালচন্দ্র বয়োবৃদ্ধ প্যারীলালকে বহু দিবস হইতে চিনিতেন, তিনি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে নিজ বাটীতে স্থান দান করিলেন। প্যারীলালের এইরূপ কার্য্য করিবার তাৎপর্য্য এই যে, গঙ্গারাম তাহার একটি সুশ্রী পাত্রীর সহিত বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল; ইহাতে তিনি আবার বিবাহ করিয়া সন্তান লাভ করিলে, তাঁহার পিতৃমাতৃকুলের পিণ্ডদানের উপায় হইবে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া তাহাদের উপদেশ মত কার্য্য করিতেছিলেন। ইহাতে যে গোপালচন্দ্রের কোনরূপ অনিষ্ট হইবে, তাহা তিনি একবারও চিন্তা করেন নাই।

গঙ্গারাম ও ননীলাল মোক্ষদাকে প্যারীলালের সহিত গোপালচন্দ্রের বাড়ীতে পাঠাইয়া, তাহার প্রত্যাগমনের জন্য পথে অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে তাহাকে তথায় আসিতে দেখিয়া সাগ্রহে গঙ্গারাম কহিল, "কি খুড়ো, কাজের কতদূর কি কর্‌লে, বল দেখি ?"

প্যারী। এই যে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছ, আমি মনে করেছিলেম, তোমাদের কাছেই যাব, তা দেখ, তোমাদের কথামত সমস্ত কাজ গুছিয়ে এসেছি, গোপাল বাবু তাদের পেয়ে বড়ই খুসী হয়েছে। আমায় বড়-একটা আর বেশী কথা বল্‌তে হয় নি।

ননী। কোনরূপ ওজর-আপত্তি করে নি ?

প্যারী। ওর আর আপত্তি কি ? আহা সে আলাদা হ'য়ে পর্য্যন্ত ঐ রকম লোকের জন্য আমায় কতবার বলেছিল, আমিও বামুনের ছেলে, সে-ও তাই, আমার পিসী-মাকে পেয়ে সে ত আপনাকে ভাগ্যবান্ ব'লে মনে করেছে ; আর বল্‌ছ, মোক্ষদাও বামুনের মেয়ে, আমি তোমাদের কথামত তাকে আমার বিশেষ পরিচিতা ব'লে গোপালকে জানিয়েছি।

গঙ্গা। বেশ করেছ, মোক্ষদা বামুনের চেয়েও ভাল, সে খড়দহের গোঁসাইদের মেয়ে।

প্যারী। আচ্ছা বাবা, তোমাদের কথামত ত আমি সব কাজ ক'রে দিলেম, এইবার তোমরা আমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেল।

গঙ্গা। সে ত সব ঠিক ক'রে ফেলেছি ; আমাদের যেই কথা, সেই কাজ ! প্যারী খুড়ো ! আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই, আমরা সব পারি বাবা, সব পারি ; কিন্তু এ সব কথা পাড়ার কাউকে বলো না, তাদের কেউ শুন্‌লে সব মাটি হ'য়ে যাবে।

প্যারী। আরে ছিঃ ! তোমরা কি আমায় তেমনি পেলে ? ঐ তাদের জন্যই ত আমার আর বিয়ে হচ্ছে না ? তোমরা বাবা একটু

শীঘ্র করে বিয়ে দাও, তোমাদের বড় পুণ্য হবে। আহা হা, পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান ; হাঁ বাবা, একবার আমায় ক'নেটিকে দেখাতে পার ?

ননী। কেন পার্‌ব না ? তোমার কি আমাদের উপর বিশ্বাস হচ্ছে না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ সব কথায় আর কাজ নেই ; চল, এইবার তোমায় ক'নে দেখিয়ে আনি।

প্যারী। আহা হা, বেশ বেশ, চল ত বাবা ; রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর এ সব কথায় কাজ নেই।

"চল বাবা, একটু এগিয়ে চল।" বলিয়া গঙ্গারাম ও ননীলাল প্রতাপচাঁদের উপদেশ মত তাঁহার এক রাক্ষিতা, স্খলিতচরিত্রা রমণীর নিকট প্যারীলালকে লইয়া গেল। এই সুন্দরীর নাম সরোজিনী। প্রায় তিন বৎসর হইল, প্রতাপচাঁদ নানারূপ ছলে ও কৌশলে উহাকে কুলের বাহির করিয়াছিলেন। এক্ষণে সরোজিনীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর ; তাহার গঠনাকৃতি অতীব সুন্দর। বয়সগুণে তাহার প্রত্যঙ্গের রূপলাবণ্যরাজি যেন শতধারে উথলিয়া উঠিয়াছে। প্রতাপচাঁদ সরোজিনীকে লইয়া কিছুদিন বেশ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতীব কলুষিত, তিনি কখনও এক রমণীর উপর অধিক দিন অনুরক্ত থাকিতেন না। কোথাও কোনও নবরূপযৌবনসম্পন্না সুন্দরী নারীর অনুসন্ধান পাইলে, তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ছলে বলে যে প্রকারেই হউক, তাহাকে হস্তগত করিয়া আপনার পাপ লালসার চরিতার্থ করিতেন। একদিন যাহাকে তিনি কত শত প্রেম সম্ভাষণে প্রাণের অন্তঃস্থলে আসন দান করিয়া, তাহার সর্ব্বস্বসার মহামূল্য সতীত্ব-রত্ন অপহরণ করিতেন, কিছুদিন পরে তাহাকেই আবার নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে পরিত্যাগ করিতেন। সে-ও তাঁহার কৃপাকণালাভে বঞ্চিতা ও আত্মীয়-স্বজন ত্যক্তা হইয়া অনুশোচনায় কলঙ্কময় জীবন অতিবাহিত

করিত। পূর্ব্বস্থিরীকৃত মতে গঙ্গারাম ও ননীলাল প্যারীলালের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই যে কর্ত্তা মশাই বসে আছেন ?"

প্রতাপ বলিল, "আরে কেও, তোমরা এসেছ ? তা বেশ, খবর কি ?"

গঙ্গা। এই এঁরই নাম প্যারীলাল ভীষগ্‌রত্ন, বড় ভাল লোক, মহাকুলীন ; ইনি উমেশ বাড়ুয্যের পুত্র, সীতানাথ বাড়ুয্যের পৌত্র, হরিশ চাটুর্য্যের দৌহিত্র।

ননী। আর লেখাপড়ায়ও চৌকষ, কবিরাজী, ডাক্তারী, হেকিমী যাতে দিন, তাতেই একেবারে দিগ্‌গজ পণ্ডিত। উনি নিজের বিদ্যা-বলেই সে দিন "ভীষগ্‌রত্ন" উপাধি পেয়েছেন। গ্রামের তিন চার ক্রোশ পর্য্যন্ত এঁর বেশ পশার জমেছে, আমাদের জানা-শোনা ভদ্রলোক ; ওধারে একখানি বেশ চল্‌তি দোকান ঘরও আছে।

প্যারীলাল বলিলেন, "দোকান ঘর কি হে, সে যে আমার ডাক্তার-খানা ; আহা হা, সব ভাল ক'রেই বল না।"

প্রতাপ। ও একই কথা, তা বেশ, তবে একটু বয়স হয়েছে, ঐ যা দোষ।

গঙ্গা। ও কিছু না, ওর জন্য আপনি চিন্তা কর্‌বেন না। এই সব সাহেবেরা যে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়স না হ'লে বিয়েই করে না ; বয়সে কিছু আসে যায় না, বরং উনি বয়স গুণে অনেক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন, পরিবারকে কি রকমে সন্তুষ্ট কর্‌তে হয়, তা বিলক্ষণ জানেন—ইতিপূর্ব্বে দু'বার বিবাহ করেছিলেন।

প্রতাপ। আবার দুটি পরিবার আছে ? তবে সতীনের উপর—

তাহা শুনিয়া প্যারীলাল তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে-না হইতে কহিলেন, "সে সব মারা গিয়েছে, কেউ নাই, কি জানেন, পিতৃপুরুষের জল দানের ব্যবস্থা, তাই আবার বিবাহ করা ; নৈলে আর কি বলুন ?"

গঙ্গা। সে জন্য চিন্তা নাই কর্ত্তামশাই! তাদের কেউ বেঁচে নাই।

প্যারী। আহা হা, বল ত, বাবা, তোমরা একটু সব ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল ত বাবা।

প্রতাপ। আচ্ছা, তবে শুভকাজে আর বিলম্ব কেন? কবে দিন স্থির হবে?

গঙ্গা। আগে উনি একবার পাত্রীটিকে দেখ্‌বেন, তার পর সব কথা ঠিক হবে।

প্রতাপ। সে ভাল কথা, তবে তোমাদিগকে ত ভাই, আমি আগেই বলেছি যে, পাত্রীটির একটু বয়স হয়েছে।

ননী। আহা! সেই ত এখন ওনার চাই।

প্যারী। হাঁ বাবা, তোমরাই একবার বলত, কি জানেন, কেবল পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের জন্যই আমার আবার বিবাহ করা।

"তা ত বটে, আচ্ছা, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাড়ীর ভিতর হইতে আসিতেছি।" বলিয়া প্রতাপ চাঁদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর প্যারীলাল কহিলেন, "বাঃ, এ যে দিব্যি বাড়ী দেখ্‌ছি, এর সঙ্গে তোমরা কেমন করে আলাপ কর্‌লে? এ পাত্রীটি ওঁর সম্পর্কে কে হয়?"

গঙ্গা। আমরা সকল রকম লোকের সঙ্গে আলাপ রেখে থাকি বাবা, শুধু কি তোমার মত আফিম্‌খোরের সঙ্গে আলাপ রাখলে চলে? ইনি হলেন রূপনগরের বর্ত্তমান জমীদার, নাম প্রতাপচাঁদ রায়, ভারি অমায়িক লোক; পাত্রীটি ওঁর সম্পর্কে শালী। ওঁর শ্বশুর মহাশয় মর্‌বার সময়ে ঐটিকে একটি সুপাত্রের সহিত বিবাহ দিতে ব'লে গিয়েছেন, উনিও খুঁজে খুঁজে হায়রান, ভাগ্যিস তুমি আমাদের বিয়ের কথা বলেছিলে, তাই যোগাড় হল।

মনী। চুপ্ ; এখন আর ওসব কথায় কাজ নাই, ঐ কর্ত্তা মশাই পাত্রীটিকে বোধ হয় নিয়ে আস্ছেন, প্যারী খুড়ো, একবার মেয়েটিকে দেখ দেখি ?

প্যারীলাল পাত্রীর আগমন শুনিয়া একটু শশব্যস্তে উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, "কই কই, পাত্রী এসেছে নাকি ?"

তদ্দর্শনে গঙ্গারাম তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক বসাইয়া কহিল, "আরে বসই না, অত ব্যস্ত কেন ? এখানে এলে পরেই দেখো।" তাহাদিগের এইরূপ কথা হইতেছে—এমন সময়ে প্রতাপচাঁদ মিথ্যা বাক্যে সরোজিনীকে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া নানারূপ বসনভূষণে সুশোভিতা করণান্তর, তাহার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "এই দেখুন, মহাশয় ! আপনার পাত্রী দেখুন।"

শুনিয়া প্যারীলাল সরোজিনীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাহার অপরূপরূপমাধুরী সন্দর্শনে বিমোহিতচিত্তে কহিলেন, "আহা হা, বেশ পাত্রী, আর বিলম্বে কাজ নেই, কবে দিন স্থির হবে বলুন। আমায় যবে বল্‌বেন, আমি তবেই রাজি।"

সরোজিনী তাহাদিগকে দেখিয়া প্রতাপের উপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া দ্রুতগতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। প্রতাপচাঁদ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। গঙ্গারাম কহিল, "ব্যস্, এখন দেখা-সাক্ষাৎ চুকে গেল, তবে আমরা এখন আসি ? দিন স্থির ক'রে আপনাকে খবর দেবো।"

"সে কি ? একটু জলযোগ ক'রে যান ; শুধু মুখে যেতে আছে কি ?" বলিয়া প্রতাপচাঁদ সম্ভ্রমসহকারে প্যারীলালের হস্ত ধরিয়া আহ্বানপূর্ব্বক অন্য এক প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্দেহ

Our doubts are traitors
And make us lose the good we oft might win.
Shakespear.

গোপালচন্দ্র প্যারীলালের পিসী-মাকে রন্ধন কার্য্যে ও মোক্ষদাকে দাসীরূপে নিযুক্ত করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। মোক্ষদা বেশ চতুরা, আজ প্রায় তিন মাস হইল, সে তথায় প্রবেশ করিয়া নিরতিশয় পরিশ্রমসহকারে গৃহের সকল প্রকার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছিল। ইহাতে মোহিনী তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক প্রকার আশ্বাস দিয়াছিল, এবং স্বর্ণমণির বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য বহুবিধ কু-পরামর্শ দান করিয়াছিল। মোক্ষদাও যাহাতে গোপাল ও গোবিন্দ বাবুর মধ্যে মনোমালিন্য অধিকতর বৃদ্ধি পায়, সেজন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকিত। মোহিনী চিরকাল কমলার ঈর্ষা করিয়া আসিতেছে। স্বমর্ণণি যে সর্ব্বাপেক্ষা কমলাকে এখন অধিক স্নেহ করে, ইহাতে তাহার বড় ঈর্ষা, এইজন্য সে মোক্ষদাকে মধ্যে মধ্যে স্বর্ণমণির সহিত মিথ্যা কাজে বিবাদ করিতে উপদেশ দিত। একদিন মোক্ষদা গঙ্গারামের প্ররোচনে কমলাকে দেখিতে গিয়া বড়ই অপদস্থ হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে আর কখনও তথায় প্রবেশ করিলে সে যে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিবে, একথা স্বর্ণমণি মোক্ষদাকে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল, সে-ও কমলার আশা ত্যাগ করিয়া আর

কখনও তথায় যাইতে সাহস করে নাই। তবে গোপালচন্দ্রের সংসারে প্রায় তিন মাসকাল কার্য্য করিয়া, সে মোহিনীকে অনেকটা হস্তগত করিয়াছিল। তাহার কারণ মোহিনীর উপস্থিত কাজকর্ম্মের ভাল মন্দ কথা কহিবার কেহই ছিল না। গোপাল বাবু গোবিন্দচন্দ্রের নিকট হইতে অফিস সংক্রান্ত সমস্ত কথা শুনিয়া, বিশেষ লজ্জিত হইয়া আর অফিসে যোগদান করেন নাই; গোবিন্দচন্দ্র বড় সাহেবকে নানারূপে বুঝাইয়া তাঁহাকে তিন মাসের ছুটি প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বড় সাহেব গোবিন্দ বাবুর সকল প্রকার কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতে দেখিয়া, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে গোপালচন্দ্র সকল প্রকার কাজ-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বদাই মদ্যপানে নিরত থাকিয়া, একটি ঘোরতর মদ্যপ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সংসারে আর তেমন লক্ষ্য নাই, সন্তানসন্ততিগণের প্রতি যত্ন নাই, সততই সুরাপানের চেষ্টায় বিব্রত। মোহিনী প্রথম প্রথম তাঁহাকে কত নিষেধ করিয়াছিল, তিনি তাহা শুনিতেন না; অবশেষে তাঁহাকে সুরাপানে বিরত করিবার জন্য, মোহিনী সময়ে সময়ে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপিত সুরাপূর্ণ বোতলাদি লুকাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহাতে গোপালের চরিত্র সংশোধনাপেক্ষা অধিকতর অধঃপতন হইয়াছিল। তিনি মোহিনীর এইরূপ ব্যবহারে নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া নানারূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন। আজও মোহিনী একটি সুরার বোতল লুকাইয়া রাখিয়াছিল, গোপালচন্দ্র কোনও বিশেষ কার্য্যে একটু পরিশ্রম করিয়া, আপন গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সুরাপানার্থ বোতলের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তথায় তাহা না দেখিয়া রাগান্বিতস্বরে কহিলেন, "মোহিনি! আবার তুমি আমার মদের বোতল লুকিয়ে রেখেছ? দাও, শীঘ্র এনে দাও, আমি আর একটু মদ খাব।"

মোহিনী বলিল, "না আর এখন খাওয়া হবে না, ক্রমে ক্রমে তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি কর্‌ছ; ঘরে একটি পয়সা নেই, যা পাবে সবই মদেতে খরচ কর্‌বে? ছেলে-পিলেদের কাপড়-চোপড় নেই, সংসারের সব জিনিষ-পত্তর ফুরিয়ে গিয়েছে, সে সব আনা-নিয়া গেল; কেবল মদ, আর মদ, এই ত যাবার সময় অত মদ খেয়ে গেলে।"

গোপাল। আমি অত বেশী কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি যদি ভাল চাও, তা হ'লে শীঘ্র বোতল এনে দাও, আমি আর দেরী কর্‌তে পার্‌ব না।

মোহিনী। সে আমার হাত'থেকে প'ড়ে ভেঙে গিয়েছে।

গোপাল। তবে মোক্ষদাকে দুটো টাকা দাও, এক বোতল কিনে আনুক।

মোহিনী। মোক্ষদা ত এখন নেই, আর টাকাও সব ফুরিয়ে গিয়েছে, আমি ত সেদিন বলেছিলেম যে, একটু রেখে-ঢেকে খেলে মাসের শেষাশেষি এত টানাটানি কর্‌তে হয় না। যাও না, বাড়ী থেকে বেরিয়ে আফিসে যাও না, তা নয় খালি ঘরের ভিতর লুকিয়ে মদ খাবে।

"সাধে কি মুখ লুকিয়ে থাকি, মোহিনি! আমি হীন, অতি তুচ্ছ। তোমার কু-মন্ত্রণায় আমি যে কি বিষম অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তাহা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। প্রাণের ভাই গোবিন্দকে তোমার মন্ত্রণায় পৃথক্‌ করেছি, ছোট বৌ-মা আমার সংসারে লক্ষ্মী স্বরূপিণী ছিল, স্বর্ণদিদি, পদ্মপিসি ওদের আমি তখন চিন্তে পারি নাই, তারা থাক্‌তে কৈ, আমি ত একদিনের জন্যও এরূপ মদ খেয়ে বাড়ী আস্‌তে সাহস কর্‌তেম না? তাদের তাড়িয়েই এখন আমার এমন অবস্থা, লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয়।

যে গোবিন্দের অনিষ্ট চেষ্টায় আমি বড় সাহেবকে কত শত মিথ্যা কথা বলেছিলেম, এখন সেই আমার ইষ্ট কামনায় সেই সাহেবকে আমার স্বাপক্ষে নানা কথা ক'য়ে আজ প্রায় তিন মাস হ'ল, সে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও, আমার নির্দ্ধারিত বেতন আমাকে আনিয়া দিতেছে, আর আমি তাহার জ্যেষ্ঠ হইয়া তাহার অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরিয়াছি। মোহিনি! কেন আমায় এ কু-মন্ত্রণা দিয়েছিলে? আমি মলেম, এ দুশ্চিন্তানলে ধিকি ধিকি জ্বলে আমার হৃৎপিণ্ড ভস্মীভূত হইতেছে; দাও দাও, মদ দাও, মদ খেয়ে আমি থাকি ভাল।" এই বলিয়া গোপালচন্দ্র মোহিনীর হস্ত ধারণ করিলেন।

মোহিনী বিরক্তিসহকারে হাত ছাড়াইয়া একটু দূরে গিয়া কহিল, "ইস্, এ যে দেখ্‌ছি, ভাই ও ভাদ্দর বোয়ের উপর সোহাগ উথ্‌লে পড়ছে; যাওনা, ছোট বোয়ের কাছে গিয়েই থাকগে না?"

ইহা শুনিয়া গোপালচন্দ্র সক্রোধে কহিলেন, "কি বল্‌লি? তোর আজ-কাল মুখের বাড়াবাড়ি হয়েছে।" এই বলিয়া তাহাকে সজোরে পদাঘাতপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মোহিনী এতাবৎকাল কখনও তাহার স্বামী কর্ত্তৃক প্রহৃতা হয় নাই, আজ তাঁহার দ্বারা এরূপ প্রহৃতা হইয়া সে একেবারে মর্ম্মাহতা হইল, "ভাবিল, "এইজন্যই কি আমি আমার শ্বশুর সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিলাম? হায়, সেই একদিন—যে দিন আমি স্বামী কর্ত্তৃক সামান্যারূপে তিরস্কৃতা হইলে, আমার শাশুড়ী ও অন্যান্য বৃদ্ধাগণ তাহাকে কত তিরস্কার করিত, সে-ও তাহাদের ভয়ে আমায় বড় কিছু বলিতে পারিত না, আজ আমার সেই স্বামী কি না পদাঘাত করিল? আলাদা হয়ে আমি কোথায় সকলের উপর প্রভুত্ব করিব, তা না হয়ে আমার এমন দশা ঘটিল, ইহার কারণ সেই

ছোট বৌ ; ছেলেদের মুখে কেবল কাকী-মায়ের নাম, তারা আমার কাছে থাকা অপেক্ষা তাদের কাকী-মায়ের কাছেই বেশীক্ষণ থাকে, আজ ওর মুখেও তার বড় সুখ্যাতি শুন্‌লেম। সে থাক্‌লে আমার ভাল হবে না, যাতে তার সর্ব্বনাশ হয়, তারই এখন চেষ্টা করা যাক্।”

মোহিনী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে তথায় মোক্ষদা আসিয়া কহিল, “দেখ মা, বাবু এখন একটা মদের দোকানে বসে মদ খাচ্ছেন, এখনও যে বাড়ী আসেন নি।”

মোহিনী। ওর সঙ্গে আমার একটু রাগারাগি হয়েছে, দেখ না, খালি মদ আর মদ। সংসারে কি আছে-নেই তা দেখ্‌বে না, কেবল মদ খাবে, আমি ওর মদের বোতল লুকিয়ে রেহেছি তাই——”

মোক্ষদা তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, “বেশ করেছ মা, সুধু কি তাঁর মদ খাওয়া, তোমায় এতদিন বলিনি, আজ ওঁর কথা পড়েছে তাই বল্‌ছি, ওঁর একটু বারদোষ হয়েছে ; আহা, তুমি সুন্দরী বৌ, তোমায় ছেড়ে কি না উনি একটা কাল পেঁচী মাগীর কাছে যান ? কে জানে মা! পোড়ারমুখো মিনসেদের কেমন রুচি। আপনার বৌ, যতই সুশ্রী হোক না কেন, তবুও তাকে ছেড়ে পরের স্ত্রী, কাল হোক্, সুন্দর হোক্, কোথায় কে জানালার আড়ালে একটু মুখ বার ক’রে উঁকি মার্‌ছে, কোথায় কার একটি আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে, সেইটি দেখবার জন্য তারা বিব্রত হয়। (আমি সকলের কথা বল্‌ছি না—দু’চারজন ছাড়া থাক্‌তেও পারেন) এই দেখ না, বড় বাবু তোমার মত সুন্দরী স্ত্রী পেয়েও একটা কুৎসিতা বেশ্যায় মন দিয়েছেন।”

মোহিনী। বটে, তাই ওর আজ-কাল আমায় এত অযত্ন হয়েছে ? রাত্রেও একটু বেশীক্ষণ বাহিরে থাকে ; তা মোক্ষদা, এসব খবর তুই কেমন ক’রে টের পেলি ?

মোক্ষদা নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গীমায় বলিল, "আর মা, তোমায় বল্‌ব কি? বাবুকে সে দিন বৈকালে একটা মদের বোতল হাতে এক জায়গায় ঢুক্‌তে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হ'ল, সেই অবধি ওনার পেছু লেগে আমি সমস্ত খবর নিয়েছি। আহা হা, তোমার অমন রূপ, অমন যৌবন, অমন ভাসা ভাসা পটল চেরা চোখ, তোমায় ছেড়ে কিনা বাবু আমার সেই মেয়েমানুষের কাছে যান?"

মোহিনী। যায়—তার আর কর্‌ব কি বল? আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, এত ক'রে জপিয়ে সপিয়ে সংসারে আলাদা হলেম, এখন কি না স্বোয়ামী বিগ্‌ড়ে গেল? ছেলে-পিলেগুলো এখানের চেয়ে ওদের কাকী-মায়ের কাছেই বেশীক্ষণ থাকে।

মোক্ষদা। ছেলেদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা যেখানে একটু যত্ন পায়, সেইখানেই থাকে, এখন কথা ওনার; তোমার এই বয়স, এই রূপ, এখন থেকেই ঐ মাতাল স্বোয়ামীর লাথী-ঝাঁটা খেয়ে জীবন কাটাবে?

মোহিনী অশ্রু মুছিয়া কহিল, "কি কর্‌ব? ওরা পুরুষ মানুষ, সব পারে, লাথী-ঝাঁটা খেয়ে না থাক্‌লে আর উপায় কি বল?"

মোক্ষদা। কেঁদ না মা, পুরুষ বলে ওরা একেবারে পীর নাকি? সত্য বল্‌ছি মা, আমরা গরীব দুঃখী লোক, আমার স্বোয়ামী অমন হ'লে আমি তাকে ছেড়ে দোস্‌রা একটার যোগাড় দেখ্‌তেম।

মোহিনী এই কথা শুনিয়া ঈষদাস্য করিয়া কহিল, "মরণ আর কি তোর! দোস্‌রা অমনি একটা পড়ে আছে, মনে কর্‌লেই হ'ল।"

মোক্ষদা। তা নয় ত কি? তুমি বল ত আমি একটু উঠে পড়ে লাগি।

সাগ্রহে মোহিনী বলিল, "তা দেখ্ না, আমার চেয়ে ঐ ছোট বৌ সুন্দরী, তাকে দেখিয়ে দিস্, ওর বড় তেজ, বড় গুমোর, ভাঁরি সুখ্যাৎ, ওকে জব্দ কর্‌তে পার্‌লে আমি তোকে খুব বকৃসিস্ দোব।"

মোক্ষদা। ওটি আর আমার দ্বারা হবে না, ও ঘুমন্ত বাঘকে কে জাগাবে বল? যত বুড়ীগুলো তাকে সদাই ঘিরে আছে, সেদিন ওখানে একবার গিয়ে ঐ ছোট বৌয়ের সঙ্গে দুই-একটা কথা কইতে, তোমায় বল্‌ব কি মা! ঐ স্বর্ণ বুড়ী যেন আমায় গিল্‌তে এল। বল্‌লে, "বাড়ীতে গিন্নী-বান্নী থাক্‌তে একেবারে বৌমানুষের সঙ্গে কথা কওয়া কি, বেরো এখান থেকে? আর আমি ওখানে যাব না, সে বেটী বলেছে, ফের ওখানে ঢুক্‌লে আমায় ঝাঁটা মেরে তাড়াবে।"

মোহিনী। বটে, এত টান, এত স্পর্দ্ধা, তা তুই কিছু বল্‌লিনে?

মোক্ষদা। কি আর বল্‌ব মা? চুপি চুপি পালিয়ে এলেম; তা যাগ্, আমিও একদিন দেখে নোব! এখন তোমায় একটি কথা বলি শোন, ও মাতাল স্বোয়ামীর হাত এড়াবার চেষ্টা দেখ। আমি হেন তোমার দাসী রয়েছি, তোমার অভাব কি? তুমি লাথী-ঝাঁটা খাবে, এ আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না, তুমি যাতে সুখে থাক আমার সেই ইচ্ছা। ঐ রূপ-নগরের জমীদার তোমায় সেদিন গঙ্গার তীরে দেখে, তোমার রূপের কত সুখ্যাৎ কর্‌লেন। তিনি বলেন, তোমার মত স্ত্রী পেলে সদাই বুকে বুকে রাখ্‌তেন, এক দণ্ড চোখের আড়াল কর্‌তেন না।

মোহিনী। সে আমায় গঙ্গার তীরে কবে দেখ্‌লে বল্ দেখি? তোর সঙ্গে তার কি ক'রে আলাপ হ'ল?

মোক্ষদা। ঐ যে, সে দিন গেরোণে আমি তোমায় গঙ্গা নাইতে নিয়ে গিয়েছিনু, সেইদিনই তিনি দেখেছেন। আমি তাঁকে বেশ চিনি, আগে দিনকতক তাঁর কাছে কাজও করেছি।

মোহিনী। তবে ত আমাদের গঙ্গা নাইতে যাওয়া বড় ভাল কাজ নয়, কে কোথায় থেকে দেখে, কার মনে কি থাকে।

মোক্ষদা তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "কার মনে কি থাকে ত বড় ক্ষতি হল, তুমি সেজন্য ভেব না; আহা প্রতাপ বাবুর মত ভদ্রলোক বড়-একটা দেখা যায় না, তাঁর যেমন রূপ, তেমনি বিষয় সম্পত্তি, তাঁর বৌ মারা গিয়ে অবধি তিনি আর বিয়ে করেন নি, তোমায় পেলে—তিনি কত খুসী হবেন, তোমায় কত গহনা দেবেন, পোষাক-পরিচ্ছদ দেবেন, আপনার বৌয়ের মত নিয়ে ঘর-কন্না কর্‌বেন, তাকে ব'লে আমি ঐ ছোট বৌকে যে রকমে হোক্ জব্দ করে দোব। প্রতাপ বাবু তোমায় পেলে তিনি তোমার দাস হয়ে থাক্‌বেন। দেখ, এসব ফেলে কেন তুমি ঐ মাতাল স্বোয়ামীর লাথী-ঝাঁটা খাবে মা! আজ-কাল বাবুকে যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে মনে হয় ওঁর মন তোমা হতে চোটে গিয়েছে; শেষে কি রাগের মাথায় একটা খুনোখুনী কর্‌বে? তুমি তাঁর মুখ চেয়ে বসে আছ, তিনি কিন্তু তোমার উপর একেবারে খড়্গ হস্ত হ'য়ে সেই কালপেঁচা মাগীর কাছে গিয়ে বসে আছেন। এই যে তিনি তোমার কাছ থেকে এত জোর ক'রে টাকা নেন, এও তার জন্য, আগে একেলা মদ খেতেন, একটু কম খরচে হত, এখন দু'জনের খরচ কি না—তাই এত টানাটানি।

মোহিনী তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা, আপনার জীবনের সর্ব্বস্বসার পরমগুরু পতির উপর সন্দেহপরবশে মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল, এবং মোক্ষদাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুই কি বল্‌ছিস্ মোক্ষদা? আমি ত কিছুই ভাল বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কে সে প্রতাপ বাবু?"

মোক্ষদা স্মিতহাস্যে কহিল, "তিনি এক মস্ত জমীদার; অগাধ বিষয়-

সম্পত্তি, আমি তোমায় একদিন তাঁর বাগান-বাড়ীতে নিয়ে যাব, কেমন—রাজি আছ ত ?”

মোহিনী একটু হাসিয়া বলিল, “সে কি হয় ?”

মোক্ষদা এইবার ঔষধ ধরিয়াছে ভাবিয়া আর বেশী কথার আড়ম্বর না করিয়া কহিল, “কেন হবে না ? আমি তার ব্যবস্থা কর্‌ব, বাবুকে কোনও রকমে আট্‌কে রাখ্‌ব, তুমি তাঁকে যত পার মদ খাইও, না চাইলেও আপনি সেধে দিও, তাঁর এখন মদ ও সেই মাগীর উপর বেশী ঝোঁক পড়েছে, তুমি তাঁকে বাধা দিও না, দিলেই হয় ত মেরে বস্‌বেন।”

মোহিনী তাহার মন যোগান চাটুবাক্যে ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মবিস্মৃত হইল, সে তখন একবার ভাবিল না যে, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মোক্ষদা তাহার দুঃখে এতদূর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। মোহিনী এখন তাহার সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা, কাহারও সহিত সে যে কোনও কিছু পুরামর্শ করিবে এমন কেহই নাই, আছে কেবল মোক্ষদা। যে সংসার মোহিনীর ন্যায় রমণীর দ্বারা পরিচালিত, তথায় মোক্ষদার মত কুচক্রী নারীর অভীষ্ট সুসিদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। গোপালচন্দ্র চিত্তের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া, যে মোক্ষদাকে আশ্রয়দানে বিষ-বীজ বপন করিয়াছিলেন, আজ তাহার বিষময় ফলে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতে চলিল। হায় ভাই বাঙ্গালি ! আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া যে কত দূর অধঃপতিত হইতেছি, তাহা একবার স্বপ্নেও ভাবি না। বাঙ্গালী এই ভ্রাতৃভাবের অভাবেই আজ এতদূর পর পদলেহনকারী হইয়াছে।
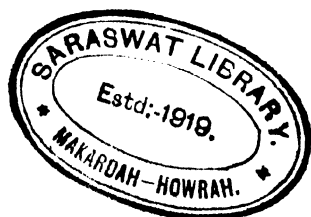
উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বুড়োর বিয়ে

Love rules the court, the camp, the grove,
And men below, and saints above,
For love is Heaven and Heaven is love.

Sir Walter Scott.

প্যারীলাল বৃদ্ধকালে আবার দারপরিগ্রহ করিবার মানসে, আজ প্রায় তিন-চারি মাস হইল, গঙ্গারাম ও ননীলালের হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলিকার ন্যায় ঘুরিতেছেন ফিরিতেছেন, তাঁহারা স্বীয় অভিষ্টসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে যখন যেরূপ আজ্ঞা করিতেছে, তিনিও ভাল-মন্দ কোনও কিছু বিবেচনা না করিয়া অম্লানবদনে তাহা পালন করিতেছেন বিশেষতঃ তিনি প্রতাপচাঁদের প্রণয়িনী, অপরূপরূপলাবণ্যসম্পন্না সরোজিনীর রূপমাধুরী সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যেই, তাহাদের এত আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এইজন্যই গঙ্গারাম ও ননীলাল ইচ্ছামত সরোজিনীর নাম করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সময়ে সময়ে কিছু অর্থও আদায় করিয়া, আপনাপন নেশার ব্যয় ভার বহন করিত। আজও তাঁহার নিকট হইতে কিছু বেশী টাকা আদায়ের জন্য, গঙ্গারাম ও ননীলাল, একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া নানারূপ পরামর্শ করিতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, বসন্তের ধীর সমীরণ বহিতেছে, সারাদিন আহারান্বেষণে ব্যস্ত থাকিয়া পশুপক্ষী-নিচয় আপনাপন নীড়াভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। কোথাও অতুচ্চ

শাখাস্থিত কোকিল কোকিলাকে সপ্রেম-সম্ভাষণ করিয়া, কুহুকুহু রবে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিতেছে, তাহাতে পতিবিরহ-বিধুরা প্রণয়িনীর হা-হুতাশ বৃদ্ধি পাইতেছে, জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতি হাস্যময়ী, সুনীল নভস্থলে অসংখ্য তারকারাজি পরিবৃত হইয়া চন্দ্রমা আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে মোক্ষদা মনের আনন্দে একটি প্রেমপূর্ণ গীত গাহিতে গাহিতে তথায় উপস্থিত হইল। গঙ্গারাম মোক্ষদাকে দেখিয়া প্রীতিপূর্ণচিত্তে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে কেও, আজ যে বড় স্ফূর্ত্তি দেখ্‌ছি, কি খবর ?"

মোক্ষদা তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া আবার একটি গান গাহিল! মোক্ষদা এক সময়ে সঙ্গীতবিদ্যায় বেশ পারদর্শিনী ছিল। সে যৌবনাবস্থায় কুলত্যাগ করিয়া, জনৈক ধনী ব্যক্তির রক্ষিতা হইয়া সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়াছিল। নারীর চাঞ্চল্যবিধায়ক যৌবন চিরস্থায়ী নহে, উহা তরঙ্গায়িত সাগরতটে বালুকা-গৃহের স্থায়ীত্বের ন্যায় ক্ষণ-ভঙ্গুর; মোক্ষদা যৌবনমদে মত্ত হইয়া একদিন যাহার আশ্রয়লাভে, কত শত সুখ আশে উন্মাদিনী হইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিত, কালে তাহার সেই নয়নাভিরাম প্রীতিপদ যৌবনাভাবে, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল, একবার সে তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহে নাই। যেমন পথশ্রান্ত পিপাসায় কাতর পথিক, সুবিস্তৃত প্রান্তর মাঝে জলাশয় দেখিয়া, আগ্রহে আকণ্ঠ ভরিয়া জলপানপূর্ব্বক চলিয়া যায়, জলাশয়ের প্রতি আর ফিরিয়া চাহে না, যেমন সুবিস্তীর্ণ সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হইলে, মধুলোভে মত্ত হইয়া অসংখ্য মধুকর, তাহার বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, আশে পাশে ঘিরিয়া বসে, মধু ফুরাইলে উড়িয়া যায়, তাহার দিকে আর ফিরিয়া চাহে না। যেমন কেহ উদ্যানস্থ প্রস্ফুটিত গোলাপের মন-প্রাণ-বিমোহিত সৌগন্ধ

মাতোয়ারা হইলে, তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া লইয়া যায়, কুসুমশূন্য বৃক্ষের দিকে আর ফিরিয়া চাহে না, সেইরূপ সেই ধনী ব্যক্তি যৌবনরূপ-মাধুরী উপভোগ করিয়া মোক্ষদাকে ত্যাগ করিয়াছিল; তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহে নাই। মোক্ষদা দ্বিতীয়বারের গীত সমাপ্ত করিয়া কহিল, "কি ভাই গঙ্গারাম, গান শুনে কি রাগ কর্‌লে?"

গঙ্গা। আরে ছি, তুমি আমার মাথার মণি, তোমার উপর কি রাগ চলে? সে যা হোক্, এখন আসল কাজের কত দূর কি হ'ল, বল দেখি?

মোক্ষদা। সে আবার দেখাদেখি কি? কাজ ফতে করেছি মিঞা সাহেব, অনেক জপিয়ে-সপিয়ে এক রকমে বাগ্ মানিয়েছি।

ননী। বেশ বেশ, ভ্যালা মেরি বিবিজান্, তুমি আমাদের সাক্ষাৎ সিদ্ধেশ্বরী ঠাক্‌রুণ; যা হোক্ ভাই, তোমার একটু বাহাদুরী আছে বটে। কি রকমে কি হবে বল দেখি?

মোক্ষদা। রকম-সকম আবার কি? কাল তাকে বাগান বাড়ীতে নিয়ে আস্‌ব, অনেক রকম বুঝিয়ে তাকে কতকটা রাজি করিয়েছি, খানকতক গিল্‌টীর গহনাও দিয়েছি, এখন আর সে যাবে কোথায়? এই-বার ভাই, তোমরা গোপাল বাবুকে আটকে রাখবার ব্যবস্থা কর, তা না হ'লে সব পণ্ডশ্রম হবে, আমি তোমাদের সেই খবর দিতে এলেম।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমরা গোপাল বাবুকে আট্‌কে রাখ্‌ব, তাঁর সঙ্গে আবার বেশ আলাপ করেছি, সে এখন আমাদের এক গ্লাসের ইয়ার।

"তবে আমি এখন বাবুকে খবর দিয়ে কিছু বক্‌সিসের যোগাড় দেখিগে। এই যে কোবরেজ বুড়ো আস্‌ছে, আমি যাই, এখানে আমায় দেখ্‌লে ও কোন সন্দেহ কর্‌তে পারে।" এই বলিয়া মোক্ষদা চলিয়া গেল। অতঃপর ননীলাল কহিল, "যাক্, এইবার এ কাজটা হাঁসিল

হ'বার ভরসা হচ্ছে, বাবুর কাছেও একটা বেশী রকমের টাকা আদায় হবে, আর প্যারীলালের কাছে ত হবেই।"

"সে আর একবার ক'রে বল্‌ছ, ওই যে বুড়ো আস্‌ছে," বলিয়া গঙ্গারাম একটু অগ্রসর হইয়া প্যারীলালের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সাদর সম্ভাষণ-সহকারে সেই নিভৃত প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে বসাইল। তিনি আসন পরিগ্রহণান্তর কহিলেন, "কি হে বাপু, বলি বিবাহের কবে দিনস্থির কর্‌লে বল? এতে বিলম্ব করা আমি ভাল বিবেচনা করি না, 'শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কাল হরণম্,' এ শুভ কার্য্যে এত বিলম্বের আবশ্যক কি? যা হয়, একটা ধার্য্য ক'রে ফেল; আহা' আমার পিতৃপুরুষের জল পাবার ব্যবস্থা হবে।"

গঙ্গা। তোমাকে ত আমি বলেছি, উপস্থিত দু'শো টাকা নগদ না দিলে ক'নে বিয়ে কর্‌তে রাজি নয়, অবশ্য কন্যাকর্ত্তা এটা জানেন না, তিনি ক'নের গায়ে যা যা গহনা আছে, (তুমি দেখেছ ত) সে সকলই তোমায় বিবাহে সম্প্রদান কর্‌বেন, তবে বিবাহের আগে ক'নেকে এই টাকাটা দেওয়া চাই, এটা তার হাত খরচ ও মেয়ে মহলের আব্‌দার।

প্যারী। এ যে বড় বিষম আব্‌দার বাবা, কৈ এর আগে আমি দু'বার বিবাহ করেছি, তারা কখনও ত এরূপ টাকার কথা বলে নি, এসব এখন তোমরা কি বল্‌ছ? আহা! পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান, তাই আমার আবার বিবাহ করা।

উচ্চহাস্যে ননীলাল বলিল, "সে বিবাহে আর এ বিবাহে অনেক প্রভেদ, তখন তোমার রূপ যৌবন, শক্তি সামর্থ্য ছিল, এখন বার্দ্ধক্যে সে সব শিথিল হ'য়ে এসেছে, এ সময়ে এ রকম এক আধটু আব্‌দার শুন্‌তে হবে বৈকি বন্ধু!"

গঙ্গা। আর এতে তোমার ভাবনা কি? কিছু খরচ ক'রে আগে বিবাহটা ক'রে ফেল, হয়ে গেলে পরে তোমায় আর পায় কে? তুমিও এক মস্ত বড়লোক হয়ে যাবে।

প্যারী। আচ্ছা—তোমরা যখন বল্‌ছ, তখন এই পঞ্চাশটা টাকা নাও, বাকী যোগাড় করে উঠ্‌তে পারিনি, দু'দিন পরে দোব। আহা—পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের জন্যই আমার এই টাকা খরচ।

গঙ্গারাম সাগ্রহে টাকা কয়টি হস্তগত করিয়া কহিল, "তা ত বটেই, তোমার বিবাহ না কর্‌লে কখনও চলে কি? কে মুখে এক ঘটি জল দেয় বল ত? মাথার দু-এক গাছা পাকা চুল তুলে দেবে, খেটেখুটে রোগী দেখে এসে হাঁপিয়ে পড়্‌লে, গায়ে হাতে একটু হাত বুলিয়ে দেবে; বলি এ সব কাজ কি আর তোমার সেই বুড়ী পিসীর দ্বারা হয়।"

প্যারী। বল ত বাবা, তোমারাই সব একবার বল ত। পাড়ার লোকগুলো সব এ ছাই বোঝে না—কেবল আমায় নিন্দা করে।

গঙ্গা। তাদের কাছে তুমি এ সব কথার বিন্দুবিসর্গও ভেঙ্গো না, তা হ'লে সব মাটি হবে, তারা ভাঙ্‌চি দেবে। গোপাল বাবু এখন আমাদের পূর্ব্বেকার দোষ মাপ করেছে, সেদিন আমাদের সঙ্গে ব'সে হাসি মুখে আবার মদ খেয়েছে, আমরাও তার হাতে পায়ে ধ'রে, সেই সব বদ্‌খেয়ালি কাজের জন্য ক্ষমা চেয়েছি।

প্যারী। হাঁ, আমিও তোমাদের হয়ে তাকে অনেক কথা বল্‌তে, তারও মন ফিরেছে। সে এখন তোমাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছে। এবার বেশ মিশ্‌বে ভাল, সে-ও মদের কাঙ্গাল—বিষয়-আশয় সব নষ্ট করেছে। কাল রাত্রে খুব মদ খেয়ে বাড়ীতে অচেতন হ'য়ে পড়েছিল, সেই সুযোগে তার বাড়ী থেকে চোরে অনেক গহনা ও নগদ টাকা-কড়ি

চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, সে এখন সেই শোকে উন্মত্ত—সেই শোক ভুল্‌বার জন্য এখন কেবল মদ খাচ্ছে—দিন রাত সুধু মদ আর মদ।

গঙ্গা। বটে, চল তবে তার সঙ্গে একবার দেখাটা ক'রে আসি, আর ক'নেকে এ টাকাটাও দিতে হবে, তোমার এ বিয়েটা শীঘ্র চুকে গেলে বাঁচি।

প্যারী। হাঁ বাবা, তুমি আমার ঐটের জন্য বিশেষ চেষ্টা কর, আমার মন দিন দিন সেই ক'নেটির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, ডাক্তার খানায় একা বসে থাক্‌লেই, তার সেই মুখখানি কেবল মনে পড়ে।

গঙ্গা। তা ত পড়্‌বেই, না পড়াটাই আশ্চর্য্য। তেমন ক'নে পাওয়া কি যে-সে লোকের ভাগ্যে ঘটে থাকে, যা হোক্, তোমার কপাল ভাল।

প্যারী। সবই তাঁর ইচ্ছা, গঙ্গারাম, সবই তাঁর ইচ্ছা। আহা—এইবার পিতৃপুরুষেয় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা হবে।

গঙ্গা। তা ত বটে, চল হে! এখন একবার গোপাল বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে কাল্‌কের চুরির খবরটা নিসে আসি।

"হাঁ, হাঁ, বেশ কথা।" বলিয়া ননীলাল প্যারীলালকে লইয়া গঙ্গারামের সহিত অন্যত্রে গমন করিল। বলাবাহুল্য, প্যারীলালের প্রদত্ত টাকা কয়টি তাহারা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কে তুমি

'Tis the divinity that stirs within us ;
'Tis heaven itself that points out an
hereafter,
And intimates eternity to man. *Addison.*

"এইবার বাবু, আপনি সে বুড়োটার বিয়ে দিয়ে দিন ; নৈলে সে যদি এখন গোপাল বাবুর দিকে গিয়ে কোন কথা ব'লে ফেলে, তা হ'লে এ কাজে বড় সুবিধে হবে না।"

"তা, বিয়ে দিতে আর কতক্ষণ ? আজ মনে করলেই কাল বিয়ে দিতে পারি, সরোজিনীকে আমি একবার এ সব কথা বলেছি, সোজা কথায় সে প্যারীলালকে বিয়ে করতে রাজি না হয়, আমি জোর ক'রে দোব, সেজন্য কোন চিন্তা নাই মোক্ষদা ! তুমি তাকে সে সব গহনাগুলি দিয়েছিলে ? সে এখন বেশ রাজি হয়েছে ত ?"

"আজ্ঞা হাঁ, আজ তাকে আমি আপনার কাছে আনব, আপনি বাগানবাড়ীতে থাকবেন।"

"বেশ বেশ, তবে আমি নিশ্চিন্ত হলেম, আজ একবার তাকে এখানে আনলে আর ফিরে যেতে দিচ্ছি না। সরোজিনীকে বুঝিয়ে প্যারীলালের সঙ্গে তার বিয়ে দোব ; গোপাল বাবুর স্ত্রীর কি নাম বললে ?"

"মোহিনী, আহা নামেও মোহিনী, রূপেও মনমোহিনী। তাকে দেখলে আর সরোজিনীকে আপনার পছন্দই হবে না।"

এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে অসচ্চরিত্র প্রতাপচাঁদের সহিত কুলটা মোক্ষদার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তথায় গঙ্গারাম প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "কি হে, তোমার খবর কি? গোপাল বাবুকে কোথায় আটকে রাখ্বে বল দেখি।"

গঙ্গা। আজ্ঞে, তাকে সেই কুমুদিনীর বাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি, ননীলাল তাহার কাছে আছে, সে আবার বেশ্যাবাড়ী যেতে চায় না, একেবারে খাজা কি না। আমি জানি শ্যাম বাবুর দুটো ছেলেই ভাল, তবে তাঁর মৃত্যুর পর এটা কেমন বিগ্‌ড়ে গিয়েছে। বড় চাক্‌রী পেয়ে অহঙ্কারে ফুলে উঠে লুকিয়ে-চুরিয়ে মদ খেতে শিখেছিল, তাতেই এমন অধঃপাতে গেল, ছোটটা খুব ভাল, এখনও পর্য্যন্ত তামাকটি খায় না। তাকে পৃথক্ ক'রেই গোপালের কপাল ভেঙ্গেছে; যখন আমি তাকে সে জায়গায় ঢুকিয়েছি, তখন আর পায় কে?

মোক্ষদা। হাঁ, এইবার মদ খাইয়ে একেবারে নেশায় বেহুঁস ক'রে ফেলগে। আমি এখনি তার বাড়ী গিয়ে মোহিনীকে আন্‌বার যোগাড় দেখি, বেলা প্রায় তিনটা বাজে।

প্রতাপ। হাঁ হে, এ বেশ কথা বলেছে, মদের সব যোগাড় আছে ত, না হয় কিছু টাকা নিয়ে যাও।

গঙ্গা। আজ্ঞে, কিছু দিলে ভাল হয়।

প্রতাপ। তা বল না, এই নাও কুড়ী টাকার নোটখানা ভাঙ্গিয়ে আজ খরচ চালিও।

গঙ্গা। আজ্ঞে, আরও কিছু চাই, এ কুড়ী টাকা ত আমাদের সব-ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে দিতে হবে—তিনি এতে রাজি হ'লে হয়।

প্রতাপ। বেশ কথা, এই আমার দেরাজের চাবি নাও, দশ টাকা

ক'রে দশখানা নোট বার কর, কি জানি যদি কোনও দরকারে লাগে! আর ঐ সবইন্‌স্পেক্টর ত আমাদের চেনা লোক, বেশী কিছু চায়, পরে দিলেও হবে।

গঙ্গারাম তাহার আজ্ঞামত কার্য্য করিয়া কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, তা বটে, তবে শরৎ বাবু নামে একটা নূতন ইন্‌স্পেক্টর বদ্‌লী হ'য়ে এসেই সব মাটি করেছে, সেটা বড় কড়া লোক।"

প্রতাপ। তা হোক্, কিছু দিলেই হবে এখন, আমার পুলিসের লোক চিন্তে আর বাকী নেই।

গঙ্গা। আজ্ঞে, তার কাছে ওসব বড় একটা চলে না, শুনেছি এতে তিনি বড়ই বিরক্ত; আর আমরা ভুক্তভোগী, সেদিন আমাদের জেলে পুরে গোবিন্দবাবুর কথায় দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কালী-চরণ বাবু ইন্‌স্পেক্টর হ'লেও তাঁর কাছে বড় একটা ঘেঁসে না।

প্রতাপ। আচ্ছা, আমি তাঁকে ঠিক কর্‌ব, সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি ওখানে যাও, সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে বাগান-বাড়ীতে দেখা হবে।

"যে আজ্ঞা।" বলিয়া গঙ্গারাম প্রস্থানোদ্যত হইলে মোক্ষদা কহিল, "আর দেখ, গোবিন্দ বাবু যেন কোন গতিকে এ সব টের না পায়, সে এসে পড়লে আবার একটা ফ্যাঁসাদ হবে।"

গঙ্গারাম বলিল, "আরে ছি! তুমি ক্ষেপলে নাকি? সেটা ত অফিসের চাকর, শনিবারে বাড়ী আস্‌বে, আর আজ হ'ল বৃহস্পতিবার, তার আস্‌বার আগেই আমরা এ কাজ ফতে কর্‌ব। সেজন্য তোমার ভাবনা নাই; আর সে এলেই বা কি কর্‌বে? তাদের দু' ভায়ে ত সদ্ভাব নাই; গোপাল বাবুকে জব্দ হ'তে দেখলে, গোবিন্দ বাবু আনন্দ বই দুঃখ কর্‌বে না।"

মোক্ষদা। তা মিথ্যে নয়, তবে আমি এখন আসি, সন্ধ্যার পর আমি একেবারে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ব।

প্রতাপ। তবে সন্ধ্যার সময় সকলেই ঠিক থেকো, সেই ঘেমটা-ওয়ালীরা এসেছে?

গঙ্গা। আজ্ঞে হাঁ, তাদের আমি বাগান-বাড়ীতে সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি, আপনি একবার দেখ্‌বেন আসুন না।

প্রতাপ। না, এখন আর যাব না, একেবারে সন্ধ্যার পর যাব।

"সেই ভাল," বলিয়া মোক্ষদা ও গঙ্গারাম তথা হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর প্রতাপচাঁদ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে, শশব্যস্তে সরোজিনী আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে নিপতিতা হইয়া কহিল, "এ আবার কিসের ব্যবস্থা তোমার? আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি, তুমি এ পাপ কার্য্য হতে ক্ষান্ত হও।"

তাহাকে সেই স্থানে সমাগতা দেখিয়া প্রতাপচাঁদ একটু রাগতস্বরে কহিলেন, "শুনে থাক, ভাল, আমি তোমায় ঐ সকল কথা খুলে বল্‌ব মনে করেছিলেম, এখন তুমি প্যারীলালকে বিবাহ কর্‌তে রাজি কি না বল?"

সরোজিনী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিল, "বি—বা—হ! প্যারীলালকে? এসব কি কথা?

প্রতাপ বিরক্তভাবে কহিলেন, "তবে আর কি ছাই শুনেছ? সেদিন যে বুড়ো তোমায় দেখে গিয়েছে, তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব, সে তোমায় দেখে অবধি ক্ষেপেছে, এ কথা তোমায় আর একদিন আমি বলেছিলেম, তখন তুমি রাজি হওনি, এখন আবার তোমায় বলি শোন, তুমি তাকে বিবাহ ক'রে, তার নূতন সংসার কর।"

সরোজিনী। কেন, তুমি বুঝি নূতন গৃহিনী পেয়েছ?

প্রতাপ। হাঁ, একথা তুমি যদি শুনে থাক, ভালই—আমায় আর বল্‌তে হল না। এখন তোমায় যা বলি শোন, তুমি প্যারীলালকে বিবাহ কর, কেমন?

এই কথা শুনিয়া সরোজিনী একটু দূরে সরিয়া গিয়া কহিল, "জমীদার মহাশয়! তুমি কি আমায় এমনি নীচ, সামান্যা কুলটা মনে কর? না, আমি ততদূর হেয় নহি। তুমি কত শত প্রলোভনে ভুলাইয়া আমাকে এ স্থানে আনিয়াছ, এখন আমি আর কোথায় যাইব?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি তোমায় 'আনিয়াছি বলিয়াই তোমার সহিত প্যারীলালের বিবাহ স্থির করিয়াছি, তুমি সে স্থানে সুখে থাকিবে।"

সরোজিনী কাতরভাবে কহিল, "না, আমি গৃহস্থের মেয়ে, না বুঝে তোমার ছলনায় ভুলিয়া, আমি আমার সর্ব্বস্বসার চির-আদরের চির-রক্ষণীয় সতীত্ব-রত্ন তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি, এখন তুমিই আমার সব; শৈশবে বাপ-মা আমায় বেশ লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, সময়ে ভাল ঘরে বিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, বিবাহের বৎসর যেতে-না-যেতে, তাঁরা সকলেই মারা গেলেন, স্ত্রীলোকের স্বামী যে কি, তা আমি একদিনের জন্যও জান্‌তে পার্‌লেম না। তিনি মারা গেলে, শ্বশুর শাশুড়ী আমায় অযত্ন ক'রে সেখান থেকে দূর করে দিলেন; সেই অবধি আমি আমার দূরসম্পর্কীয় মাসী মায়ের কাছেই ছিলেম—তুমিই আমায় সেখান থেকে ভুলিয়ে এনেছ, এখন আর তাড়িয়ো না—আমার কাছে আর সে প্যারীলালের নাম করো না।"

প্রতাপচাঁদ ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে কহিলেন, "ও সব তোমার পূর্ব্ব-পরিচয়ে এখন আমার দরকার নাই, তুমি ভাল কথায় তাকে বিয়ে কর, সমস্ত গহনা-গাঁটি যা তোমায় দিয়েছি, সে সব তোমারই থাকবে,

তোমাকে দোব, আর ভাল কথায় না শোন, এক পয়সাও পাবে না, আমি জোর ক'রে তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দোব।

সরোজিনী। আমার গহনা-গাঁটি কিছুই চাহি না, তুমি সব নাও, কেবল দয়া ক'রে আমায় পায়ে রাখ; তুমি যদি আর কাউকে নিয়ে সুখী হও, তাই থাক, আমায় তোমার দাসী ক'রে রাখ। আমি গৃহস্থের মেয়ে, পথ ঘাট কিছুই জানি না, আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই—যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে গেলে আমায় অযত্ন ক'রে তাড়িয়ে দেবেন, আমা হ'তে তাঁদের কুলে কলঙ্ক পড়েছে, আমি তাঁদের আর এ মুখ দেখাব না।

প্রতাপ। না, তোমায় দেখ্‌ছি আর সোজা কথায় হবে না। দাও আমার সব গহনা দাও, তোমাকে আজ এখান হ'তে বিদায় কর্‌ব।

সরোজিনী তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে রাখিতে রাখিতে কহিল, "এই নাও,—তোমার গহনা, এ সকলে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই; প্রতাপ তুমি আমায় কত যত্ন ক'রে এখানে এনে শেষে আমার এমন অবস্থা কর্‌ছ? তোমার কি সে সকল কথা মনে নাই?"

প্রতাপচাঁদ গহনাগুলি হস্তগত করিতে করিতে কহিলেন, "যাও, আর আমি তোমায় প্যারীলালের কথা বল্‌ব না, যদি ইচ্ছা হয়, তাহাকে এখনও বিয়ে কর, তুমি আমার কাছে এতদিন থেকেও আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না?"

সরোজিনী এবার ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিল, "চিনেছি—তোমায় আমি খুব চিনেছি, তুমি তস্কর, তুচ্ছ কাপুরুষ, নিঃসহায়ের উৎপীড়ক, নীচ স্বভাব সম্পন্ন নরকের কীট প্রতাপচাঁদ।"

প্রতাপ। কি? আমি কাপুরুষ! আমার অন্নে এতদিন লালিত পালিত হইয়া আমাকেই আবার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ? যাও, আজ হ'তে

আর আমি তোমার মুখদর্শন করিব না, তুমি দূর হও, আজ হ'তে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা মোহিনী আমার প্রণয়িনী, তাহার অপরূপ রূপসুধা পানে আজ আমি ধন্য হ'ব।

সরো। তার বড়ই দুরদৃষ্ট যে, সে তোমার ন্যায় লম্পটের ছলনায় ভুলিয়া তাহার জীবনের অমূল্য ধন সতীত্ব-রত্ন হারাবে, সে নিঃসহায়া দুঃখিনী অবলা, তাই বোধ হয় উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছে ?"

প্রতাপ। এবার আর তোমার মত অনাথা বিধবা নয় সরোজিনী, ও পাড়ার শ্যামসুন্দর বাবুর ছেলে গোপালচন্দ্রের স্ত্রী মোহিনী।

সবিস্ময়ে সরোজিনী কহিল, "কি বল্লে ? শ্যামসুন্দর বাবুর ছেলে গোপালচন্দ্রের স্ত্রী মোহিনী ?"

প্রতাপ। হাঁ, তুমি তাদের চেন না কি ?

সরো। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এ কাজে ক্ষান্ত দাও, ছেলে-বেলায় আমি বাবার মুখে শ্যামবাবুর কত সুখ্যাতি শুনেছি, তারা বড় ভাল লোক, এখনও তাঁর ছেলে গোবিন্দ বাবু আমার মাসী-মাকে অনেক রকমে সাহায্য করেন। এ গোপাল বাবু যদি সেই শ্যাম বাবুরই ছেলে হয়, তা হ'লে তোমার পায়ে ধ'রে বলছি, তুমি তাঁদের নিষ্কলঙ্ক কুলে এ দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত করো না, তোমার এত পাপ কখনও ধর্ম্মে সহিবে না।

প্রতাপ এবার একটু হাস্য করিয়া কহিল, "হাঁ সরোজিনী, ইনিই তোমার সেই গোপাল বাবু, বুঝলে ? প্রতাপ রায় বড় যে-সে লোক নয়। কেমন, এখন তুমি প্যারীলালকে বিবাহ করবে কি ?"

সরো। প্রতাপ, প্রতাপ আমি অবলা, সহায়সম্পত্তিহীনা নারী; তোমার প্রলোভনে কুলত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমি সামান্যা কুলটা

"জেনো, রমণীর সতীত্বরত্ন ক্রীড়ার সামগ্রী নয়।"

[কাকা-মা—১২৯ পৃষ্ঠা।

BURMAN PRESS.

নহি; আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়াই বলিতেছি, তুমি আর কখনও অমন নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর কথা মুখে আনিও না; তবে যদি আমায় একান্ত ত্যাগ করিতে চাও, তাহা হইলে বল, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।

প্রতাপ। কোথায় যাবে?

সরোজিনী। তোমায় এ পাপকার্য্যে বিরত করিতে, আর এই দুষ্কার্য্যের প্রতিফল দিতে।

"আমার দুষ্কার্য্যের প্রতিফল দিতে? এ যে তোমার বিষম সাহস সরোজিনি! প্রতাপচাঁদ রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এমন ত পুরুষ কাহাকেও দেখি না, তুমি কোন্ ছাঁর নারী!" এই বলিয়া প্রতাপ তাহার পথরোধ করিলেন।

"পথ ছাড়, তোমার ন্যায় স্বার্থপর, নিজ সুখান্বেষী, নীচস্বভাবাপন্ন কাপুরুষ সকলেই নহে। তুমি ছলে-বলে-কৌশলে গোপাল বাবুকে বোধ হয়, কোনও প্রকারে ভুলাইয়া তাঁহার এই সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি; কিন্তু জেনো, রমণীর সতীত্ব-রত্ন ক্রীড়ার সামগ্রী নয়, এখনও দিন রাত হয়, আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠে, গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা খেলে—আমার পথ ছাড়, আমিই মোহিনীর সতীত্ব রক্ষা করিব, একবার গোবিন্দ বাবুকে এ খবর দিব।" এই বলিয়া সরোজিনী তথা হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল।

প্রতাপচাঁদ তাহার হস্তধারণ করিয়া কর্কশস্বরে কহিলেন, "তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়, একটা আফিসের সামান্য কেরাণী যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিত, তাহা হইলে আমি এতকাল এই অতুল সম্পদ, এই পসার প্রতিপত্তি কখনও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম না, আমি তাহাকে তুচ্ছ, অতি হেয় জ্ঞান করি।"

সরোজিনী অবজ্ঞাভাবে কহিল, "তুচ্ছ হীন, তিনি না তুমি? তোমার

এই অতুল লোকবল লইয়া, তুমি কেবল আমা হেন অসহায়ার উৎপীড়ন করিয়া থাক, তোমার অলোক-সামান্য বিষয়-বৈভব রাশি লইয়া, তুমি অকাতরে নিজ ঘৃণিত বাসনার চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহা সর্ব্বদা ব্যয় করিয়া থাক, কোথায় কাহার সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় সতত ঘুরিয়া বেড়াও। আর তিনি? সামান্য উপার্জ্জিত বেতনে, দীন দুঃখীর দুর্দ্দশা মোচনে সদাই মুক্ত হস্ত, তুমি দুর্ব্বলের উৎপীড়ক, তিনি তাহার সহায়। তুমি কাপুরুষ, পরের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ বলে কোনও কার্য্য করিতে পার না, তিনি কর্ম্মঠ, সাহসী, তিনি তোমার এ কু-অভিপ্রায় অবগত হইলে নিজ প্রাণ দিয়াও তাহা ব্যর্থ করিবেন।"

"ভাল, তাই যদি হয়—তা হ'লে আর আমি তোমায় ছাড়ব না, এই বজ্রমুষ্টি দেখ্‌ছ, ইহাতেই তোমার ভবলীলার শেষ কর্‌ব। তারপর তোমার মৃতদেহ ঐ গঙ্গার জলে ফেলে দিব।" এই বলিয়া প্রতাপ সবলে তাহার কেশাগ্রভাগ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে ভূপাতিতা করিলেন।

সরোজিনী তাহাতে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিল, "প্রতাপ! তুমি মৃত্যুভয় কাহাকে দেখাইতেছ? তুমি কি জান না, হিন্দুর মেয়ে কখনও মরিতে ভয় করে না? তুমি কি জান না, পতিশোকাতুরা হিন্দু-ললনা মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করিয়া, লোলজিহ্বা বিস্তারিত প্রজ্জ্বলিত চিতানলে পতির সহমরণে ভীতা নহে? আমি মৃত্যুভয়ে ভীতা নহি! যদি তুমি আমায় বধ করিয়া মোহিনীর সতীত্ব রক্ষা কর, আমি এই হৃদয় পাতিয়া দিতেছি, তুমি মার; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন একবার আমি শুনিয়া যাই, মোহিনী তোমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী আরাধ্যা দেবী, তোমার জননী।"

প্রতাপচাঁদ তাহার এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন, এবং ক্ষণিক বিস্ময়বিস্ফারিত নির্নিমেষলোচনে সরোজিনীর

মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "একি, কে তুমি? প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার যে পরিণীতা স্ত্রীকে পদাঘাতে বধ করিয়া, আমি আমার পাপ লালসার চরিতার্থ করিয়াছিলাম, আজি তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যেন তোমার ঐ অপরূপরূপমাধুর্য্যময়ী মুখমণ্ডলে প্রতিভাসিত হইতেছে। সরোজিনি! উঠ, রক্ষা কর, ক্ষমা কর। আমার বজ্র সদৃশ নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর হৃদয়ে আজ মহাভীতির সঞ্চার হইতেছে।" এই বলিয়া প্রতাপ তাহাকে বাহুযুগলে বেষ্টন করিবার উপক্রম করিতে যাই-বেন, এমন সময়ে তাঁহার নয়ন সম্মুখে এক ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তদ্দর্শনে প্রতাপ বিস্ময়বিভ্রমসহকারে স্থির, ধীর, পাষাণের ন্যায় তাহার প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া করযোড়ে কহিলেন, "নির্ম্মলে, নির্ম্মলে, তুমি কি সত্য সত্যই এ সময়ে আসিয়াছ? তা যদি হয়, তাহা হইলে আর আমায় ভয় প্রদর্শন করিও না; আমি তোমার জীবিতাবস্থায় কতই যন্ত্রণা দিয়া-ছিলাম, সে সকল অপরাধ এখন ভুলিয়া যাও, আমি তোমার স্বামী, আমায় দয়া কর, রক্ষা কর, ক্ষমা কর।" এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি তাহার পদতলে নিপতিত হইলেন।

ছায়ামূর্ত্তি কহিল, "আমি তোমায় রক্ষা করিব বলিয়াই আসিয়াছি, আর একদিন আমি জীবিতাবস্থায় তোমায় রক্ষা করিতে গিয়া, তোমার পদাঘাতে আমার মৃত্যু হয়, সেই অবধি আমি এই অশরীরী অবস্থায় তোমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তুমি আর এই নারীবধ করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইও না। তোমার অতুল সম্পদরাশি, অপরিমেয় শক্তিসামর্থ্য, বুক ভরা ভালবাসা লইয়া কেবল পাপের প্রশ্রয় করিয়াছ, তোমার আজ মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত; উঠ, যিনি অনাথের আশ্রয়, দীনের বল, অসহায়ের সম্বল, সেই অচিন্ত্য অব্যয় সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী দীনবন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্মে মতি দাও, সতীর সতীত্ব রক্ষা কর; বল, একবার

প্রাণ খুলিয়া নিষ্পাপ হৃদয়ে বল, মোহিনী আমার হৃদয়-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরমারাধ্যা পূজনীয়া জননী।" তাহার সেই স্বরলহরীর প্রতিধ্বনিত করিয়া তেজোদ্দীপ্ত গর্ব্বিত হৃদয়ে সরোজিনী কহিল, "বল, প্রতাপ! একবার প্রাণ খুলিয়া নিষ্পাপ হৃদয়ে বল, মোহিনী আমার হৃদয় রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরমারাধ্যা পূজনীয়া জননী।"

প্রতাপচাঁদ সেই ছায়ামূর্ত্তি ও সরোজিনীর মুখাবলোকন করিতে করিতে ভয় বিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি প্রাণ খুলিয়া নিষ্পাপ হৃদয়ে বলিতেছি, মোহিনী আমার হৃদয়রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরমারাধ্যা পূজনীয়া জননী। নির্ম্মলে! আর আমি কখনও পাপ পথে অগ্রসর হইব না, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, এক্ষণে বল, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

ছায়ামূর্ত্তি আর কোন কথা না কহিয়া, উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলে, সরোজিনী ও প্রতাপচাঁদ আগ্রহান্বিতচিত্তে দ্বিরুক্তি না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার পশ্চাদনুধাবিত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গোপালচন্দ্রের অধঃপতন

Small habits well pursued betimes.
May reach the dignity of crimes.

Hannah Moore.

আজ গঙ্গারাম ও ননীলালের বড়ই আনন্দ, তাহারা পূর্ব্ব কথিত মত গোপালচন্দ্রকে লইয়া, কুমুদিনী নাম্নী এক বার-বনিতার গৃহে নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। কুমুদিনী কখনও শ্রবণ-মনোবিমোহন নানা রাগউচ্ছ্বসিত স্বর লহরীতে উচ্চকণ্ঠে গীত গাহিতেছে, কখনও নানারূপ অঙ্গভঙ্গিসহকারে হাসিতেছে, নাচিতেছে, চলিতেছে, ঢলিতেছে। এমন সময়ে ননীলাল এক গ্লাস ব্রাণ্ডি লইয়া গোপালচন্দ্রকে পান করিবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনিও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিয়া কহিলেন, "তবে ভাই! আমি এখন বাড়ী যাই, আমার মনটা কেমন উদ্বিগ্ন হইতেছে, আমি অনেকক্ষণ 'এসেছি, একবার যাই।" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে গঙ্গারাম তাঁহাকে সাগ্রহে বসাইয়া নানারূপ স্তোকবাক্যে কহিল, "সে কি বন্ধু? এরই মধ্যে আজ কোথায় যাবে? দু-একটা গান শোন, হরদম খাঁটি খাও, এ সব ইয়ারকী ছেড়ে কেবল যাই যাই কর কেন? নাও হে মেয়েমানুষ, একখানা গাও দেখি।"

গঙ্গারামের কথা শুনিয়া কুমুদিনী একটি গান গাহিল; গীত সমাপ্ত হইলে গোপালচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া গঙ্গারাম কহিল, "এস হে বন্ধু! আর একটু খাও।"

"না ভাই, আজ আমি অতিরিক্ত খেয়েছি। এখন তোমরা খাও, আমি একবার বাড়ী থেকে আসি, আমার মন কেমন উতলা হচ্ছে।" এই বলিয়া গোপালচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে এইরূপ উতলা দেখিয়া কুমুদিনী কহিল, "বসুন না মশাই, আপনি দেখ্‌ছি, বাড়ী যাবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হচ্ছেন, তা সেখানে না হয় একটু পরেই যাবেন।"

গোপাল। না ভাই, আমি এখন যাই, আবার কাল আস্‌ব।

তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া গঙ্গারাম কহিল, "গোপাল বাবু! সত্য সত্যই এখন বাড়ী যাবে নাকি? খানিক বসই না।"

গোপাল। না আর আমি থাক্‌ব না, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে, তোমরা আর আমায় থাক্‌তে অনুরোধ করো না, কর্‌লেও আমি থাক্‌ব না।

"তবে আর একটু বস, আমি একবার বাহির হ'তে আস্‌ছি, আসিলে যেও।" এই বলিয়া গঙ্গারাম প্রস্থান করিল।

অতঃপর ননীলাল কহিল, "আরে ছি গোপাল বাবু! তুমি যেন নেহাত ছেলে মানুষ, একদিন আর এইখানে থাক্‌তে পার না?"

গোপাল। আজ আর থাক্‌ব না ভাই, কি জানি আমার মন কেন বাড়ী যাবার জন্য এরূপ উতলা হচ্ছে, আমি কতদিন এরূপ বাহিরে বাহিরে মদ খেয়ে কাটিয়েছি; কিন্তু এমন ত কখন হয়নি। তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে গঙ্গারাম তথায় আসিয়া কহিল, "এস হে গোপাল বাবু, আমরা তোমায় বাড়ী

রেখে আসি, কি জানি, তুমি নূতন মাতাল, যদি রাস্তায় কোনও বিপদ হয়।"

গোপাল। হাঁ ভাই তা যদি যাও, তা হ'লে বড় উপকার হয়, আমার শরীরটা তত ভাল নয়, মদ্যপানও অতিরিক্ত মাত্রায় হয়েছে।

"তাতে আর ক্ষতি কি?" এই বলিয়া গঙ্গারাম ও ননীলাল কুমুদিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, গোপালচন্দ্রের সহিত তথা হইতে বহির্গত হইল; এবং কিঞ্চিৎ পথ অতিক্রম করিবা মাত্র, একটি রুলধারী দীর্ঘাকার পুলিস-প্রহরী, সহসা গোপালচন্দ্রের হস্তাকর্ষণপূর্ব্বক কহিল, "এ বাবুজি, আপ্ বহুৎ দারু পিয়া হৈ, চলিয়ে—আপ্‌কো হামারা সাৎ থানামে যানে হোগা।" তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ননীলাল ও গঙ্গারাম কৃত্রিম ভয় প্রকাশ পূর্ব্বক তথা হইতে দৌড়িয়া পলাইল। তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া গোপালচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ও ভাই, তোমরা পলাইতেছ কেন? এ সময় রক্ষা কর, আমি সত্যসত্যই মাতাল হইয়া পড়িয়াছি, তোমরা পলাইও না, আমায় এ কনেষ্টবলের হাত হইতে রক্ষা কর।"

শুনিয়া গঙ্গারাম অধিকতর দূরে পলাইয়া গিয়া কহিল, "আমরাও ভাই, মাতাল হয়ে পড়েছি, কি জানি যদি আমাদেরও ধরে, তা' হ'লে আমরা গরীবের ছেলে কি করব বল? তুমি বড় লোক, পয়সার জোরে বাঁচতে পার।"

গোপাল। সে কি ভাই! এখন আমি অসহায়, আমায় এরূপ বিপদে ফেলিয়া তোমরা পলাইও না, আমায় রক্ষা কর, দয়া কর।

নীচভাবাপন্ন স্বার্থান্ধ গঙ্গারাম ও ননীলাল তাঁহার সেই কাতরোক্তিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তথা হইতে পলায়ন করিল। অতঃপর গোপালচন্দ্র নিরুপায় হইয়া সেই পুলিস-প্রহরীকে করযোড়ে

কহিলেন, "দোহাই কনেষ্টবল সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দাও, আমি তোমায় দু' টাকা বক্‌সিস্ দেব।"

"নেহি বাবু সাব, ও কাম হাম্‌সে নেহি হোগা," বলিয়া সেই কন্‌ষ্টেবল বলপূর্ব্বক তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিল।

এই সময়ে তথায় আর একটি কনেষ্টবল আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রহরীকে কহিল, "আরে কেয়া হুয়া লট্‌পট্‌সিং? কাহে সরাক্ মে ঝামেলা কর্‌তা হৈ?"

লটপট। আরে ভাই রামসিং, এ শালা বাবু দারু পিকে সরাক্‌মে দাঙ্গা কর্‌তা থা, উসি আস্‌তে ইস্‌কো থানামে লে যাতা হৈ।

রাম। লে যাইয়ে, ক্যাহে নেই তুরন্ত লে যাতা? ইস্‌বক্‌ৎমে কালি বাবু থানামে হৈ, আবি ইস্‌কো ফটক হো যাগা, আজ রাত তক্ ফাটকমে রহেগা। এ বাবু! চলিয়ে, জল্‌দি হাম্‌লোক কো সাত চলিয়ে, নেহি মার্‌কে হাড়্‌ডি তোড় ডালেগা।

গোপালচন্দ্র তাহাদের এইরূপ ব্যবহারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া সামান্য বালকের ন্যায় নানারূপ মিনতিসহকারে কহিলেন, "দোহাই কন্‌ষ্টেবল সাহেব, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় আজকের মত দয়া করে বাড়ী যেতে দাও; দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ যত টাকা ইনাম চাও, আমি দিতে রাজি আছি, তোমরা আমায় বাড়ীতে পৌঁছে দাও; আমায় বিশ্বাস না হয়, তোমাদের এই আমি জামা, জুতা, ঘড়ি, চেন সমস্ত খুলে দিচ্ছি; আমার বাড়ীতে চল—সেখানে আমি টাকা দিয়ে সব ফিরিয়ে নেব।"

ইহা শুনিয়া রামসিং মৃদুহাস্যে লটপট্‌সিংএর মুখের প্রতি একবার তাকাইল, ইহাতে সে তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া প্রকাশ্যে গোপালচন্দ্রকে কহিল, "নেহি বাবু, হাম্‌লোক আপ্‌কো ছাড়নে নেহি

সেক্‌তা হৈ; আপ্ থানামে চলিয়ে, হুঁয়া আজ রাত তক্ আপ্‌কো জরুর ফাটককে রায়ণে হোগা—যব কৈ আপ্‌কা বাপ, দাদা, ভাইয়া জামিন্‌দার হোকে জানে সেকেগা, তব্ ছোড়েঙ্গে, নেহি উস ফাটকমে আপ্‌কো রায়ণে হোগা।" এই বলিয়া সে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক থানাভিমুখে লইয়া চলিল।

গোপালচন্দ্র গমনকালে হতাশ-অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক দুঃখ করিয়া কহিলেন, "হায় ভাই গোবিন্দ! এ সময়ে কোথায় তুমি? সেই একদিন—আমি এই ধূর্ত্ত, স্বার্থপর গঙ্গারাম ও ননীলালের চাতুরীজালে জড়ীভূত হইলে, তুমিই আমায় মুক্তি প্রদান করিয়াছিলে, আজ আবার আমি তাহাদেরই সেই নীচ, ঘৃণিত, কপট ব্যবহারে মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি, এই অসহায় অবস্থায় তুমি আর একবার আমায় রক্ষা করিবে কি ভাই?"

রজনীকালের সেই নির্জ্জন নীরব নিস্তব্ধ পথিমধ্যে কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিল না; কেবল একটা শিবা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল, তাহাতে মনে হইল যেন সে অব্যক্তস্বরে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় নাই তোমার, আমি এই বিপদ-বারতা গোবিন্দচন্দ্রকে জানাইতে চলিলাম।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্যারীলালের পরিণাম

Gold thou mays't safely touch, but if it stick
Unto thy hand, it woundeth to the quick.

Herbert.

গঙ্গারাম ও ননীলাল কৌশলে গোপালচন্দ্রকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিয়া, যখন কুমুদিনীর গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, এমন সময়ে মোক্ষদার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে সব ঠিক হয়েছে ? এইবার আমি মোহিনীকে আন্‌তে যাই, তাকে একটু খানিক পথ চলিয়ে এনে, আমাদের গাড়ীতে তুলে নেব, তা হ'লে আর কেউ কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না, কেমন ?"

গঙ্গা। হাঁ, এখন তুমি নির্ভয়ে যাও, গোপাল বাবুকে আজ হাজতে রাত কাটাতে হবে, সেখানে এখন আমাদের কালি বাবু আছেন, তিনি সব ঠিক করে নেবেন, এই তাঁকে কুড়ি টাকা দিয়ে আস্‌ছি।

"বেশ করেছ, তবে এখন আমি গোপাল বাবুর বাড়ী হ'তে তাকে আন্‌তে যাই, তোমরা সেই নেবুতলায় গাড়ী নিয়ে থেকো," বলিয়া মোক্ষদা প্রস্থান করিল। অতঃপর ননীলাল কহিল, "যা হোক্, এইবার এ কার্য্যোদ্ধারের একটা উপায় হ'ল, আর নিরাশার কোন কারণ নাই; প্রতাপ বাবু সেদিন আমাদের যে পুরস্কারের কথা বলেছেন, সেটা পেলে এখন দিন কতক বেশ স্ফূর্ত্তিতে কাট্‌বে, প্যারীলাল বেটাকে বেগ দিয়ে আরও পঞ্চাশ টাকা আদায় কর্‌তে হবে।"

গঙ্গা। নিশ্চয়ই, তার আর ভুল আছে! যা হোক্, বেশ থাকা গেছে বাবা, এ রকম গোটা কতক মুখ্যু-সুখ্যু জমীদার না থাক্‌লে, আমাদের মত নিষ্কর্ম্মা লোকের কি হ'ত বল দেখি?

ননী। আরে ভাই! সবই তাঁর ইচ্ছে, তিনি আমাদের যে কাজে রত কর্‌ছেন, আমরা তাই কর্‌ছি; ভাল কাজ কর্‌তেও তিনি মতি দেন, আর মন্দ কাজেও তিনি।

গঙ্গা। না ভাই, এটা তোমার ভুল; আমরা আপনাপন কর্ম্মফল ভোগ করি, তিনি যেমন আমাদের মন্দ কাজ কর্‌তে মতিগতি দেন, তেমনি আবার ত আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সুমতিও দিয়েছেন, আমরা আপনাপনি মনের মধ্যে বিচার-বিতর্ক ক'রে, মন্দ কাজটা পরিত্যাগ কর্‌তে পারি, তা না ক'রে আমরা কেবল তাঁকে দোষ দি, এ একটা কেমন আমাদের স্বভাব।

ননী। যাক্‌গে ভাই, ও বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঐ দেখ, এ সময়ে আবার প্যারীলাল আস্‌ছে। ওকে শীঘ্র শীঘ্র বিদেয় ক'রে মোক্ষদার কথামত সেই নেবুতলায় যাই চল, রাত প্রায় আট্‌টা বাজে, বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে, আমাদের পরস্পরকে খুঁজে নিতে কষ্ট পেতে হবে না।

"তাই ত হে, ও বুড়ো আবার এ সময়ে এখানে কেন?" বলিয়া গঙ্গারাম একটু অগ্রসর হইয়া প্যারীলালকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিল, "কি খুড়ো, এত রাত্রে কি মনে ক'রে?"

প্যারীলাল সাগ্রহে বলিলেন, "এই যে আমি তোমাদেরই কাছে যাচ্ছিলেম, তা রাস্তায় দেখা হ'ল ভালই; বলি গোপলচন্দ্র কোথায় বাবা? তার বাড়ীতে বড় বিপদ্, পিসী-মায়ের মুখে শুন্‌লেম, গোবিন্দ বাবুর স্ত্রী প্রসব বেদনায় বড় কষ্ট পাচ্ছে, আমি একবার তাদের খবর নিতে গিয়ে দেখ্‌লেম,

প্রসন্ন দাইকে নিয়ে গোপাল বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে স্বর্ণমণির ভারি ঝগড়া হচ্ছে, তাই তাদের কিছু আর না ব'লে গোপাল বাবুকে খবর দিতে এলেম। বৈকালে শুনেছিলেম, আজ সে তোমাদের এখানেই থাকবে।

গঙ্গারাম একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, "তাদের ঝগড়া হচ্ছে, তা তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?"

ননী। বল দেখি, তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের?

প্যারী। গোপাল বাবুকে আমার কিছু বল্‌বার আছে, তাকে এক-বার শীঘ্র ডেকে দিবার জন্য পিসী মা আমায় পাঠিয়ে দিলে, তার সঙ্গে না দেখা করলে বড় ক্ষতি হবে।

এই কথা শুনিয়া গঙ্গারাম ও ননীলাল উভয়ে পরামর্শ করিয়া কহিল, "বটে; চল, তোমায় তার কাছে নিয়ে যাই।" এই বলিয়া উভয়ে তাঁহার সহিত কিঞ্চিৎ পথ অগ্রসর হইলে, তথায় লটপটসিং আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া গঙ্গারাম কহিল, "কেয়া খবর বাৎ-লাইয়ে জি?"

লটপট। সব সাফ্, একদম ফাটকমে দে দিয়া; আজ রাত্‌মে শরৎ বাবু আউর থানামে নেহি আওয়েঙ্গে, উস্‌কা তবিয়াৎ আচ্ছা নেই হৈ। আইয়ে বাবুজি, হাম্‌লোক্‌কো বক্‌সিস দিজিয়ে।

তাহাদিগের এইরূপ কথা শুনিয়া প্যারীলাল কহিল, "বলি, একি ব্যাপার গঙ্গারাম! এসব কনেষ্টবলের আমদানি কেন বাবা?"

"খুড়ো, তুমি ভাবছ কেন? ওসব তোমার বিয়ের বরযাত্রী। ওদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে ফেল।" এই বলিয়া গঙ্গারাম প্যারীলালকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য লট্‌পটসিংকে ইঙ্গিত করিল। লটপটসিং তাহার আজ্ঞা পাইবামাত্র কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া, প্যারীলালের হস্তা-

কর্ষণপূর্ব্বক কহিল, "আইয়ে বাবুজি, আপ্ বহুৎ দারু পিকে সরাকমে দাঙ্গা লাগায়া। চলিয়ে, হাম্‌রা সাত থানামে চলিয়ে।"

প্যারীলাল সহসা এইরূপে আক্রান্ত হইলে বিস্মিতভাবে কহিলেন, "বলি, এ ব্যাপারখানা কি বাবা গঙ্গারাম? এ বেটা বলে কি? আমার চৌদ্দপুরুষে কখনও মদ ছোঁয় না, আর এ পাহারাওয়ালাটা মদ খেয়েছি ব'লে কিনা, একেবারে আমার হাত ধ'রে টানাটানি কর্‌ছে। এর স্পর্দ্ধাও ত কম নয়। আমি হলেম চিরকেলে আফিম্‌খোর প্যারী কবিরাজ, আমাকে কে মাতাল বলে বলুক দেখি?"

গঙ্গারাম উপহাস করিয়া বলিল, "যাওনা বাবা, সুবোধ ছেলের মত আস্তে আস্তে চলে যাও না, তোমার মুখে অমন ভক্ ভক্ ক'রে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, আবার মিছে বড়াই কর কেন? তোমার বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে কর্‌বার বড় সাধ ছিল, এইবার আজ রাতভোর বেশ শ্বশুর ঘর ক'রে এস। তার পর, তোমার চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা ক'রো। এখন আর বেশী চেঁচাচেঁচি ক'রো না।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সক্রোধে প্যারীলাল কহিল, "কি বল্‌লি পাষণ্ড, বেল্লিক, আমি মাতাল? আমার মুখে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে? এ কথা তুই কোন্ সাহসে উচ্চারণ কর্‌লি? স্বার্থপর, ধূর্ত্ত, নরাধম! আমার সহিত শেষে তোরা এইরূপ ব্যবহার কর্‌লি? যদি ধর্ম্ম থাকে, ঈশ্বর থাকে, তা হ'লে তোরা অচিরে এই দুষ্কার্য্যের ফলভোগ কর্‌বি। আমি বৃদ্ধ, অসহায়, এ অবস্থায় আমার যেমন মনঃকষ্ট দিলি, তেমনি যেন তোরা চিরকাল মনাগুণে জ্বলে মরিস্।"

"মাৎ চিল্লাও বাবুজি; থানামে চলিয়ে—মেজাজ খুস্ হো যাগে।" বলিয়া লট্‌পটসিং তাহাকে সবলে থানায় লইয়া গেল। গমনকালে প্যারীলাল উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "গোপাল বাবু, গোপাল বাবু, কোথায়

তুমি এ সময়ে ? যাও, একবার তুমি বাড়ী ফিরে যাও, নহিলে এই ঘৃণিত গঙ্গারাম ও ননীলালের দ্বারা আমার ন্যায় তুমিও মহাবিপদগ্রস্ত হ'বে।" অতঃপর তাহারা প্রস্থান করিলে গঙ্গারাম কহিল, "এ বেটা নিশ্চয়ই ওর পিসীমার কাছে গোপাল বাবুর স্ত্রীর এখানে আস্‌বার কথা টের পেয়েছে; যাক্, উপস্থিত ওকে ধরিয়ে না দিলে, ও কোন রকমে বোধ হয় আমাদের কার্য্যোদ্ধারে বাধা দিত।"

ননীলাল কহিল, "তুমি ঠিক বলেছ, ও আজকের মত ত হাজতে থাক্, তার পর যা হয় হবে; কালী বাবু আমাদের হাত ধরা, তিনি সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে নেবেন।"

তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সহসা গোবিন্দচন্দ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আজ অফিস হইতে ছুটি লইয়া বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন; কিন্তু নির্দ্ধারিত ট্রেণ না পাওয়ায় তাঁহার পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি তাঁহার যাইবার পথে গঙ্গারাম ও ননীলালের ঐরূপ কথোপকথন শুনিয়া কহিলেন, "কি হে, আবার আজ কাকে হাজতে পাঠিয়েছ ভাই ?"

গঙ্গারাম তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে অতিশয় বিনম্রবচনে কহিল, "কেও, গোবিন্দ বাবু ? আপনি এমন মাথায় কাপড় জড়িয়েছেন কেন ? আমরা আপনাকে তেমন চিন্‌তে পারিনি।"

গোবিন্দ। আমার শরীর বড়ই অসুস্থ তাই——

গঙ্গারাম তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "এ সময়ে যদি আপনি এসেছেন তা ভালই হ'ল। দেখুন, গোপাল বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার বাড়ীর কার বড় ঝগড়া হয়েছে, তাইতে গোপাল বাবু নাকি তার বোয়ের হয়ে, আপনার স্ত্রীকে খুব সাংঘাতিক প্রহার করেছে। আর ঐ

বুড়ো প্যারী কোব্‌রেজ তাকে এ কাজে বিশেষ সহায়তা করেছিল। হাজার হোক্, আমরা আপনার দ্বারা উপকৃত, আপনার উপর গোপাল বাবুর এই অন্যায় ব্যবহারে, আমরা তাঁকে দু'একটা কথা বল্‌তেই সে আমাদেরও মার্‌তে এল, তখন সে বিষম মাতাল অবস্থায় ছিল, তাই পুলিসে তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে।" এই বলিয়া সে ননীলালের সহিত তথা হইতে পলায়নোদ্যত হইল।

গোবিন্দচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে ঐ পথে আসিবার সময়ে, প্যারীলালকে সেই বন্দী অবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু লট্‌পট্‌সিং প্যারীলালকে সবলে টানিয়া লইয়া যাওয়ায়, তিনি তাঁহাকে সকল কথা বলিবার অবসর পান নাই, তবে এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, আমার ন্যায় তোমার দাদাও বড় বিপদগ্রস্ত, যদি পার— আমাদের রক্ষা কর—আমরা নির্দ্দোষী। এক্ষণে গোপালচন্দ্রকে পুলিস কর্ত্তৃক আক্রান্ত শুনিয়া, গঙ্গারামের কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, গোবিন্দচন্দ্র ইহা অনুভব করিলেন; কিন্তু উপস্থিত সময়ের জন্য তিনি গোপালচন্দ্রকে কোনরূপে মুক্তি দিবার কথা তাহাদিগকে না শুনাইয়া আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, পুলিসে যাতে না তাঁকে ছেড়ে দেয়, তার কোনও ব্যবস্থা করেছ? দেখ দেখি ভাই! তাঁর কি অন্যায় আচরণ! আমি বাড়ী নাই ব'লে কি এইরূপ মারপিট্ কর্‌তে হয়?"

গঙ্গারাম আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "ও আপনার সঙ্গে কি না অন্যায় ব্যবহারই করেছে বলুন দেখি? আপনি নেহাত ভদ্রলোক তাই কিছু বলেন না। আমরা আজ তাকে জব্দ ক'রে দেব; যাতে সে আজ রাত্রে কোনও রকমে খালাস না পায়, আমরা তার ব্যবস্থা করেছি, এখন যদি আপনি একটু সহায় হন, তা হ'লে তাকে বেশ শিক্ষা দি।

গোবিন্দ। বেশ ত, তোমাদের এ কাজে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি; থানায় শরৎ বাবু আছেন কি?

ননী। না, তিনি বাড়ী গিয়েছেন, তাঁরও শরীর অসুস্থ।

গোবিন্দ। তবে এ কাজে বড় সুবিধা হবে না, শরৎ বাবুর সহিত আমার বেশ আলাপ আছে, তাঁকে এ সংবাদ দিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কথামত কার্য্য করিবেন। তোমরা দাদাকে কি দোষে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছ?

ননী। আজ্ঞে, রাস্তায় মাৎলামী ক'রেছিল বলে।

গোবিন্দ। তবে কি মারপিটের কথা বল্‌ছিলে?

গঙ্গা। আজ্ঞে এও বটে, ও-ও বটে, ঐ দুই কারণেই বটে, তবে প্রথমটা বেশী দোষ। এখনও তার মুখে মদের গন্ধ আছে।

গোবিন্দ। তবে ভালই হয়েছে, চল আমরা এখন শরৎ বাবুর বাড়ী যাই, সেখানে তাঁহার সহিত একবার দেখা ক'রে এ সব কথা বলিগে।

সানন্দে গঙ্গারাম বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আপনি যখন স্বয়ং এ বিষয়ে সহায়তা করুছেন, তখন আর আমাদের চিন্তা কি?"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চতুরে চতুরে

And what is friendship but a name.
A charm that lulls to sleep,
A shade that follows wealth or fame.
And leaves the wretch to weep ?

Goldsmith.

পূর্ব্বোক্তরূপে গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় মনোভাব গোপনপূর্ব্বক, নীচমতি গঙ্গারাম ও ননীলালের সহিত একত্রে সম্মিলিত হইয়া, শরৎচন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ গোবিন্দচন্দ্রকে তথায় দেখিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "কি হে বাড়ীর খবর কেমন ?"

গোবিন্দ। বাড়ীর খবর বলিতে পারি না ভাই, আমি এই অফিস হইতে আসিতেছি। তুমি কেমন আছ ?

শরৎ। ভাল, আমি জানি, তোমার স্ত্রী আজ বেশ নিরাপদে খালাস হয়েছেন, তোমার একটি মেয়ে হয়েছে;—এরই মধ্যে আমার তিনি, তাঁর নারাণের সঙ্গে বিয়ে দিবার সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ফেলেছেন।

গোবিন্দ। বেশ হয়েছে, তা ভাই তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ গোপনীয় কথা আছে। এই গঙ্গারাম ও ননীলাল আজ আমার বড় উপকার করিয়াছে।

শুনিয়া শরৎচন্দ্র তাহাদিগকে স্বীয় বৈঠকখানায় বসিতে অনুরোধ করিলে, গঙ্গারাম ও ননীলাল সেই স্থানে উপবেশন করিল। গোবিন্দ

বাবু একটু সঙ্গোপনে শরৎচন্দ্রকে কহিলেন, "ভাই, আমি মহা বিপদ্‌-গ্রস্ত হইয়াছি, তুমি দয়া করিয়া এখনই একবার থানায় চল। এই গঙ্গারাম ও ননীলালের ছলনায়, দাদা ও আমাদের পরিচিত বৃদ্ধ প্যারী কবিরাজ, মিথ্যা অপরাধে তোমার এলেকাভুক্ত থানায় প্রেরিত হইয়াছেন। আমি কৌশলে উহাদের উভয়কেই তোমার বাড়ী আনিয়াছি, তুমি কোন-রূপে ইহাদের গ্রেপ্তার কর—কালবিলম্ব করিও না।"

"আচ্ছা, তুমি উহাদের সহিত বৈঠকখানায় একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি আসিতেছি।" বলিয়া শরৎচন্দ্র বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া ভদ্র-জনোচিত রীতি-অনুসারে, তাহাদিগকে পান ও তামাকাদি দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গঙ্গারাম ও ননীলাল শরৎচন্দ্রের ঈদৃশ ব্যবহারে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া ধূমপান করিতে করিতে কহিল, "গোবিন্দ বাবু! আপনি যথার্থ ভদ্রলোক, আপনার সহিত গোপাল বাবু কি অন্যায় ব্যবহারই না করেছে।"

গোবিন্দ। থাক্, ও সব পারিবারিক কথা লইয়া এস্থলে আন্দোলন করিবার আবশ্যক নাই।

ননীলাল বলিল, "ঠিক কথা, না হে গঙ্গারাম, ও সব কথায় এখন আবশ্যক নাই।"

সহাস্যে গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "চল, আগে আমরা থানায় গিয়া দাদার কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া আসি।"

গঙ্গা। আজ্ঞে হাঁ, চলুন।

"চল হে, আমিও প্রস্তুত হইয়াছি।" বলিয়া শরৎচন্দ্র পুলিসের সাজে সজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সহিত থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ পথ অতিক্রম করিয়া কহিলেন, "ওহে, তোমরা গোপাল বাবুকে কি দোষে পুলিসে ধরাইয়া দিয়াছ?"

গঙ্গা। আজ্ঞে, রাস্তায় মাৎলামী ক'রেছিল ব'লে।

শরৎ। এ আর বেশী কি দোষ হয়েছে, এই ত তোমাদেরও মুখে আমি মদের গন্ধ পাচ্ছি, তা ব'লে তোমাদেরও ত আমি পুলিসে নিয়ে যেতে পারি।

ননী। আজ্ঞে, আপনারা সব পারেন, আপনারা মনে কর্‌লে নির্দ্দোষীকে নির্য্যাতন ও দোষীকে মুক্তি প্রদান কর্‌তে পারেন, এ সব আপনাদেরই ইচ্ছাধীন।

শরৎচন্দ্র ঈষৎ হাস্যসহকারে তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "সেটা ভীরু কাপুরুষের কাজ, আমি নির্দ্দোষীকে মুক্তি প্রদান ও দোষীকে শাস্তি দিবার জন্য, তোমাদের উভয়কেই গ্রেপ্তার করিলাম।" এই বলিয়া তিনি সবলে তাহাদিগের হস্তধারণ করিলেন।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ননীলাল ও গঙ্গারাম কহিল, "আজ্ঞে, আমরা নির্দ্দোষী, আমাদের কোন দোষ নাই, আপনি বৃথা কেন আমাদের উপরে এরূপ অন্যায় ব্যবহার কর্‌ছেন।" এই বলিয়া তাহারা তাঁহার হস্ত ছাড়াইয়া পলাইবার উপক্রম করিল। তদ্দর্শনে শরৎচন্দ্র কহিলেন, "আর পলাইবে কোথায়? তোমরা আপন নির্ব্বুদ্ধিতা দোষে আমার হস্তগত হইয়াছ। আর একদিন আমি তোমাদের সকল দোষ সপ্রমাণ করিতে পারিলেও, যাঁহার অনুরোধে তোমাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, আজ তাঁহারই অনুরোধে তোমাদের আমি আবার গ্রেপ্তার করিলাম। আশা করি, এবার তোমরা নিজ নিজ দোষ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

শুনিয়া গঙ্গারাম বিনীতভাবে কহিল, "দোহাই গোবিন্দ বাবু! আমরা কোন দোষে দোষী নহি, গোপাল বাবু আপনার শত্রু, সে সর্ব্বদাই আপনার অনিষ্ট চেষ্টা ক'রে থাকে। আমরা আপনার উপকারের জন্যই

তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করেছি; আপনি দয়াশীল, বুদ্ধিমান্, আমাদের রক্ষা করুন।"

গোবিন্দচন্দ্র গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তুমি উহা ভুল বুঝিয়াছ গঙ্গারাম! ভাই শত্রু হইলেও চিরকাল ভাই-ই থাকে, তোমার সহিত আমার বিবাদ হইলে, এরূপ কৃত্রিম বন্ধুত্ব-ভাব চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; কিন্তু ভাইয়ের সহিত ভাইয়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। রক্তের টান বড়ই মমতা-ময়, তোমরা স্বার্থপর তাহা কি বুঝিবে বল? আজ যদি আমি দাদার এই বিপদে আনন্দানুভব করিয়া তোমাদের সহিত যোগদান করিতাম, তাহা হইলে হয় ত তোমরাই স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে যে, গোবিন্দের জ্ঞাতসারেই তাহার বড় ভাইকে হাজতে পাঠাইয়াছি, তাহার এমন সাধ্য ছিল না যে, সে তাহাকে উদ্ধার করে, এ কথা আমি আমার পক্ষে বড়ই নিন্দনীয় মনে করি। আমি তোমাদের ধূর্ত্ততা সবিশেষ বুঝিয়াছি, তোমরা প্যারী কবিরাজকে কি দোষে পুলিসে ধরাইয়া দিয়াছ?"

সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে তাহারা কহিল, "আজ্ঞে সে মদ খেয়েছিল।"

গোবিন্দচন্দ্র সগর্ব্বে কহিলেন, "মিথ্যাকথা, ঘোর প্রবঞ্চনা!" তথায় এইরূপ গোলযোগ শুনিয়া লট্‌পট্‌সিং "আরে কোন্ হৈ, কাহে সরাকমে ঝ্যামেলা কর্‌তা," বলিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সম্মুখে শরৎচন্দ্র কর্ত্তৃক গঙ্গারাম ও ননীলালকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া, সে তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক একটি সুদীর্ঘ সেলাম করিল। শরৎচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া গঙ্গারাম ও ননীলালের হস্ত একত্রে বাঁধিয়া থানায় লইয়া যাইতে বলিলেন। লট্‌পট্‌সিং বিস্মিতনেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি একবার তাকাইয়া, অবিলম্বে গঙ্গারাম ও ননীলালকে থানায় লইয়া গেল। শরৎচন্দ্র ও গোবিন্দ বাবু তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

সতীত্ব রক্ষা

'Tis chastity, my brother, chastity ;
She that has that is clad in complete steel.

Milton.

বসন্তকাল, পূর্ণিমা রাত্রি, নয়টা বাজিয়াছে, আকাশে নিশাপতি আপন দলবলসহ বিমল কান্তিময় জ্যোৎস্নারাশি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তারিত করিয়াছেন। বসন্ত-সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে, দিবাভ্রমে ক্বচিৎ কোথাও বায়স ডাকিতেছে, কোথাও অসংখ্য ঝিল্লীরবে দিঙ্মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে, এমন সময়ে মোহিনীসুন্দরী সুন্দর বেশভূষা পরিধান-পূর্ব্বক এক দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ দ্বারে বসিয়া এইরূপ ভাবিতে-ছিল, "আচ্ছা, মোক্ষদা আমার কে ? সামান্য ঝী বৈত নয় ! সে আমার সুখের জন্য এত চেষ্টা কর্‌ছে কেন ? আমায় আজ এত যত্ন ক'রে সুন্দর সাজে সাজাবার জন্য তাহার এত আগ্রহ কেন ? সে আমার রূপের যতদূর প্রশংসা করে, কৈ আর কেউ ত ততটা করে না, সে আমার স্বামীর যত কুৎসা করে, কৈ আর কেউ ত ততটা করে না, সে তাহাকে মদ খাওয়াইবার জন্য যতদূর উপদেশ দেয়, কৈ আর কেউ ত ততটা দেয় না, তবে একটা কথা সে আমায় বড় ভালবাসে। সে মন্ন-বুড়ীর সঙ্গে মিছামিছি ঝগ্‌ড়া ক'রে দু'কথা বেশ শুনাইয়া দেয়, অন্য লোকের মত ছোট বৌয়ের তত সুখ্যাতি করে না।" মোহিনীর মনের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে মোক্ষদা তথায় আসিয়া কহিল, "আহা

মা, তোমার কি সুন্দর রূপ, এ সুন্দর গড়নের উপর ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ না পর্‌লে কখনও তোমায় মানায় কি? মা, বড় বাবু তোমায় কত কষ্টই না দেয়?"

মোহিনী বলিল, "মোক্ষদা, মোক্ষদা, তোকে দেখে এখন আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে, বুক ধড়ফড়্ কর্‌ছে।"

মোক্ষদা। সে কি মা? অমন কথা আর মুখে এনো না; তোমার আবার ভয় কি? আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে সেই বাগানে নিয়ে যেতে এসেছি, আমি থাক্‌লে আবার তোমার ভয় কাকে?

মোহিনী। ভয় আমার স্বামীকে, যদি সে এখনি আসে, তা হ'লে আমায় কি ভাববে মনে কর্ দেখি? না, তোর সঙ্গে কখনও আমি যাব না, কে যেন আমার কাণে কাণে সেখানে যেতে বারণ কর্‌ছে।

মোক্ষদা। ও সব অমন নূতন নূতন হয়, তারপর দু-একদিন যাওয়া আসা কর্‌লে সব ভয় ভেঙ্গে যাবে, এখন আর তোমার স্বামীর জন্য ভেব না, সে যেমন তোমায় সেদিন লাথী মেরেছিল, আমি আজ তেমনি তাকে জব্দ করেছি, সে এখন হাজতে গিয়েছে।

এই কথা শুনিয়া মোহিনী শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইল, সে আকুলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "কি? কি বল্‌লি মোক্ষদা! আমার স্বামীকে তুই হাজতে পাঠিয়েছিস্? আর আমি না তার স্ত্রী? তুই তাঁকে হাজতে রেখে আমায় সুখী কর্‌বার জন্য আজ একটা পরপুরুষের কাছে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তুই কে মোক্ষদা! তুই কুহকিনী মোহে ভুলিয়ে আমার যে কি সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলি, তা এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি; তুই আমার শত্রু, আমি আর তোর কথায় ভুলব না। মা দুর্গা আমায় রক্ষা ক'রেছেন; আমি গৃহস্থের কুলবধূ, তুই আমায় পতিপ্রেম বঞ্চিতা, অসহায়া দেখে আমার

পাপের পথ প্রসারিত কর্‌ছিলি। কিন্তু আর আমার ভয় নাই, ঐ দেখ্‌, সতীকুলরাণী স্বয়ং মা চণ্ডিকা আমায় অভয় দিচ্ছেন।"

মোহিনীর এইরূপ চীৎকারে সেই স্থানে নিদ্রিতা প্রভাবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে দ্রুতপদে উঠিয়া ভীতচিত্তে তাহার মাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "মা, মা, কি হয়েছে মা? তুমি অমন কর্‌ছ কেন মা? বাবা কোথায় মা?"

মোক্ষদা মোহিনীর সেই ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া নীরব, নির্ব্বাক, নিস্তব্ধভাবে হতাশচিত্তে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতির পর পলায়মানা হইলে, মোহিনী সবলে তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক কহিল, "সর্ব্বনাশি! আর এখন পালাবি কোথায়?" অতঃপর প্রভাবতীকে কহিল, "প্রভা, তোর সন্ন-পিসীকে একবার দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয় ত, এ মাগী আমার সর্ব্বনাশ কর্‌ছিল।" প্রভাবতী মাতৃআজ্ঞা পাইয়া স্বর্ণমণিকে ডাকিতে গেল। মোক্ষদা সভয়ে মোহিনীর হস্ত ছাড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা পারিল না, মোহিনী যেন তখন মত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায় বলবিক্রমশালিনী। মুহূর্ত্তমধ্যে স্বর্ণমণি প্রভাবতীর সহিত তথায় আসিলে মোহিনী বিনীতভাবে কহিল, "ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি, তোমরা আজ আমায় রক্ষা কর, আমি না বুঝে তোমাদের সঙ্গে কত ঝগ্‌ড়া করেছি, সে সকল অপরাধ এখন ভুলে যাও; এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমরাই আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিনী; আমি পাপিষ্ঠা—তোমাদের তাড়িয়ে এখন তার যথেষ্ট শাস্তি ভোগ কর্‌ছি। যদি কোন গৃহস্থের কুলবধূ কখনও আমার ন্যায় সংসারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী হইবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া শিক্ষা লও যে, বয়োবৃদ্ধা অভিভাবক গৃহিণী-শূন্য সংসারের অধঃপতন আমার ন্যায় অনিবার্য্য।"

স্বর্ণমণি মোহিনীর ঈদৃশ কাতরতা দেখিয়া কহিল, ভয় কি বৌ! তুমি অত জোরে এ মাগীর হাত ধ'রে রয়েছ কেন?"

মোহিনী। এ দুষ্টা কৌশলে বড় বাবুকে মদ খাইয়ে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছে; ঠাকুরঝি, আমি এখন অসহায়া, তুমি এর উপায় কর।

"ওমা, একি সর্ব্বনাশ! এ মাগীর পেটে পেটে এত? তবে নারে হতচ্ছাড়া মাগী, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।" এই বলিয়া স্বর্ণমণি মোক্ষদাকে সজোরে একটি অন্ধকার ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া, তাহার দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। মোক্ষদা পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রীর ন্যায় নিরুপায় হইয়া কহিল, "দোহাই স্বর্ণদিদি, আমার কোন দোষ নাই ভাই, ঐ আমায় তোমার সঙ্গে মিছামিছি ঝগড়া কর্‌তে শিখিয়ে দিত, তুমি আমায় ছেড়ে দাও।"

"আচ্ছা, একবার আমি শরৎ বাবুর বাড়ী থেকে এসে তোমায় একেবারে ছেড়ে দেওয়াচ্ছি। বড় বৌ, তোমার আর কোন ভয় নাই, আমি এখনই আস্‌ছি," বলিয়া স্বর্ণমণি তথা হইতে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গমন করিল। মোক্ষদা সেই রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য সেই অন্ধকার গৃহেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হাজতে গোপালচন্দ্র

Thou camest not to thy place by accident,
It is the very place God meant for thee. *Trench.*

গোপালচন্দ্র ও প্যারীলাল পূর্ব্বোক্তরূপে থানায় আনীত হইলে, সবইন্‌স্পেক্টর কালীচরণ বাবু তাঁহাদিগকে বিনা তদারকে হাজতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স অন্যূন চল্লিশ বৎসর হইবে, তিনি এ স্থলে বহু দিবস কর্ম্ম করিয়া দু'পয়সা বেশ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেকার হেড ইন্‌স্পেক্টর বাবুর সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল, তবে শরৎচন্দ্র এ স্থলে বদ্‌লি হইয়া আসা অবধি তাঁহার বড় একটা উপায় হইত না, কেন না শরৎচন্দ্র অতিশয় সজ্জন ও সহৃদয় ছিলেন। পুলিসে কর্ম্ম করিয়া যে অসদুপায়ে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিবেন, এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না, তিনি অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারীর ন্যায় কটুভাষা প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বড়ই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, কাজেই কালী বাবুর পূর্ব্ব প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছিল। তবে বহুদিনের পর গঙ্গা-রামের নিকট হইতে কিছু টাকা প্রাপ্ত হইয়া, ও শরৎচন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সেদিনের মত তথায় অনুপস্থিত থাকায়, তিনি নির্ভয়ে গোপালচন্দ্র ও প্যারীলালকে হাজতে পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা জামিনাভাবে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত নরহত্যাকারী, তস্করের ন্যায় সেই হাজতে অবস্থিতি করিতে করিতে উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন।

গোপাল। তোমার দেখিবার ভুল হইয়াছে, সে গোবিন্দ নয়।

প্যারী। না, সে নিশ্চয়ই গোবিন্দ বাবু, তাহার সহিত আমার এ সমস্ত কথা হয় নি বটে, তবে আমি যে নির্দ্দোষী এবং তুমিও মহা বিপদ্‌-গ্রস্ত এ কথা তাহাকে বলেছি। সে যে কেন এখানে এল না, তা বল্‌তে পারি না। তাহার স্ত্রী প্রসব বেদনায় বড় কষ্ট পাচ্ছিল, বোধ হয়, উপস্থিত বাড়াবাড়ি হওয়ায় আস্‌তে পারে নি।

গোপাল। তা না আসুক, আমি তাহার কোনও দোষ দিতে পারি না, আমি জ্যেষ্ঠ হইয়াও মোহবশে গোবিন্দের কি না অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি; বড় অধর্ম্ম করিয়া তাহাকে যে পিতৃ বিষয়-সম্পত্তি ও নিজের সঞ্চিত অর্থরাজি হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথক করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিফল এখন আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আমার অহঙ্কারোদ্দীপ্ত চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়াছে। আমি অফিসে যে অধিক বেতনের উচ্চপদে অধিষ্ঠান করিয়া, আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া অর্থ সঞ্চয়ের জন্য ধর্ম্মভীরু, প্রাণের ভাই গোবিন্দকে পৃথক করেছিলেম, এখন আমার সে ভাব হৃদয় হইতে অপনীত হইয়াছে। প্যারী খুড়ো, এখন আমি বেশ বুঝিতেছি, আমাদিগের ভাই ভাই এক ঠাঁই থাকা অপেক্ষা সংসারে আর সুখ নাই। আমি মূর্খ, অতি অপদার্থ, তাই গোবিন্দের অনিচ্ছাসত্বেও আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়াছি, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব গিয়েছে, তাই অসহায় অবস্থায় এই হাজতে। কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! হে ভাই বাঙ্গালি! যদি তোমরা কেহ আমার ন্যায় চিত্তের দৌর্ব্বল্যহেতু, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার অবস্থার এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিক্ষা লও যে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইলে আমার ন্যায় সোণার সংসার কিরূপে ছারখার হয়।

দাদা, দাদা, আপনি এ কোথায় আসিয়াছেন ?

৯৯ পৃষ্ঠা

শোকসন্তপ্তচিত্তে প্যারীলাল বলিল, "গোপাল, গোপাল, তুমি যথার্থ বলেছ বাবা, তোমার ন্যায় আমিও অনুতপ্ত। আমি দশের মত অগ্রাহ্য করিয়া, আবার বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিতে গিয়াই এই বিপদে পড়িয়াছি। আমার অবস্থা দেখিয়া সকলে শিক্ষা লও যে, দশের মত শিরোধার্য্য করা বুদ্ধিমানের কার্য্য, তাহা না করিয়া যে স্বার্থপর ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার পরিণাম আমার ন্যায় অবশ্যম্ভাবী।"

এইরূপে তাঁহারা যখন অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় শরৎচন্দ্র, গোবিন্দ বাবু, কালীচরণ ও অন্যান্য পুলিস-প্রহরীবেষ্টিত, হস্তে লৌহ-বলয় পরিহিত অবস্থায় গঙ্গারাম ও ননীলাল উপস্থিত হইল। গোবিন্দচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সেইরূপে কারারুদ্ধ দেখিয়া শোকার্ত্তচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "দাদা, দাদা, আপনি আজ এ কোথায় আসিয়াছেন? শ্রদ্ধাস্পদ, সর্ব্বলোকমান্য শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আজ ঘৃণিত দস্যু ও তস্করের ন্যায় কারারুদ্ধ? দাদা, এ দৃশ্য আমার পক্ষে বড়ই অসহ্য বোধ হইতেছে। কবিরাজ মহাশয়, উঠুন, আসুন, আর আপনার এখন কোনও পাহারাওয়ালাকে ভয় নাই। যিনি পাহারাওয়ালার উপর পাহারাওয়ালা, তাঁহার দ্বারা ঐ দেখুন, আপনাদের পরম শত্রু ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে আসুন, আমি আপনাদিগের জামিন হইতেছি, আর এ স্থানে থাকিতে হইবে না।"

অতঃপর শরৎচন্দ্র কালীচরণ বাবুকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি ভীত ও ত্রস্তভাবে সযত্নে গোপালচন্দ্র ও প্যারীলালকে মুক্তিপ্রদানপূর্ব্বক, গঙ্গারাম ও ননীলালকে তৎপরিবর্ত্তে সেই স্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। গোপালচন্দ্র এইরূপে করামুক্ত হইয়া সস্নেহে প্রীতিপূর্ণচিত্তে, গোবিন্দ বাবুকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ভাই, ভাই, আর আমায় তুমি

লজ্জা দিও না। আমি মহামোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে তোমার ন্যায় গুণের ভাই, লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছোট বৌ-মাকে পৃথক্ ক'রে, মনাগুণে জ্বলিয়া মরিতেছি। তুমি আজ আমাদিগকে মুক্তি প্রদান না করিলে, আমাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকি না।"

গোবিন্দ। আমি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ অফিস হইতে ছুটি লইয়া, আজ বৈকালে বাড়ী আসিবার চেষ্টা করিলেও, নির্দ্দিষ্ট ট্রেণ ধরিতে পারি নাই, তাহাতেই আসিতে একটু রাত হইয়াছিল; বাড়ী যাইবার সময় দৈবক্রমে কবিরাজ মহাশয়কে পুলিসের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখিয়া, উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উনি আমায় আপনাদের এই বিপদের কথা বলেন। আজ আমার বাড়ী আসিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, কেবল দৈবক্রমে আসিয়াছি মাত্র।

গোপাল। দৈবক্রমে নহে ভাই! তুমি এইরূপ অনাশ্রয়ের আশ্রয়, অসহায়ের সহায় ও বিপন্নের মুক্তি বিধানের জন্যই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ। এক্ষণে আমি তোমায় চিনিয়াছি, আমার মোহমুগ্ধ চিত্তের বিকার ঘুচিয়াছে।

প্যারী। গোবিন্দ, গোবিন্দ, তুমি আজ আমাদের বড় বিপদে রক্ষা করেছ, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরকাল মনের সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, ধর্ম্মে অচলা মতি থাক্।

তৎপরে তিনি গঙ্গারাম ও ননীলালের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, "শরৎ বাবু! আপনি এই ধূর্ত্ত নরাধমদিগের প্রতি কঠিনতর শাস্তির বিধান করুন। এ পাপিষ্ঠেরা আমার একটি বিবাহ দিবার নাম করিয়া, আমার বহু কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ আদায় করিয়া, পরিশেষে আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া এই হাজতের ব্যবস্থা করিয়াছিল।"

গঙ্গারাম ও ননীলাল কোন কথা না কহিয়া তাঁহার মুখের প্রতি

কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। অতঃপর শরৎচন্দ্র যথাবিধি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, নির্দ্দোষী প্যারীলাল ও গোপালচন্দ্রের মুক্তি দানের ব্যবস্থা করিয়া কালী বাবুকে কহিলেন, "দেখুন, আপনার উপরে আমার দারুণ সন্দেহ হইতেছে, আপনি কেন যথাবিধি পরীক্ষা না করিয়া এই দু'জন নিরপরাধ ভদ্রলোককে হাজতে রাখিয়াছিলেন? আপনি ভাবিয়াছিলেন যে, আজ আর আমি এস্থলে ফিরিয়া আসিব না; আপনার ন্যায় অযোগ্য সহকারী ব্যক্তি লইয়া আমি কখনও সুচারুরূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হইব না, আপনার ন্যায় স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের কার্য্যকলাপের দ্বারা আমাদিগের বাঙ্গালীর উচ্চ শির হেঁট হইতেছে, আর এই মহিমামণ্ডিত গৌরবোদ্দীপ্ত ইংরাজ-রাজ্যের অপকীর্ত্তি রটিতেছে।"

কালী বাবু ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আপনি এবার আমায় দয়া করুন, আমি ভবিষ্যতে আর কখনও আপনার অনুমতি ব্যতীত কোনও কার্য্য করিব না, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

শরৎচন্দ্র তাঁহার ঈদৃশ কাতরতা দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে কহিলেন, "ভাল, ভবিষ্যতে একবার মাথার উপরে ঐ আকাশের দিকে চেয়ে কাজ করবেন, এক্ষণে আপনি ঐ নীচমতি গঙ্গারাম ও ননীলালের তত্ত্বাবধান করুন, ইহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী, ইহাদের সে সকল অপরাধ আমি প্রকাশ্য আদালতে সপ্রমাণ করাইব।"

অতঃপর তিনি কালী বাবুকে একখানি ডায়েরী পুস্তক দেখাইয়া, তাঁহার সহিত স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গেলেন। গোবিন্দচন্দ্র আবার ভাই ভাই সম্মিলিত হইয়া প্যারীলাল ও গোপালচন্দ্রের সহিত প্রফুল্লচিত্তে আপনাপন বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

Great deeds cannot die ;
They with the sun and moon renew their light.
For ever blessing those that look on them.

Tennyson.

প্রতাপচাঁদ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই ছায়ামূর্ত্তির অনুসরণ করিলে, তাহার উপদেশ মত আপন পাপজীবনের কর্ম্মস্রোত ফিরাইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সরোজিনীর সেই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ, সুগভীর প্রেম ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রদর্শনে, পরম প্রীত হইয়া তাহাকে আপনার ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী করিয়াছিলেন। সরোজিনী এইরূপে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া, তাঁহাকে অহরহঃ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য সুপরামর্শ প্রদান করিত। আজও সে প্রতাপের এক সুসজ্জিত দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাঁহার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল।

সরোজিনী। দেখিলে প্রতাপ! আমার কথা কখনও ব্যর্থ হইবার নয়, গোবিন্দ বাবু নিজের শারীরিক অসুস্থতা, বাড়ীর বিপদ-বারতা, গঙ্গারাম ও ননীলালের পাপপ্ররোচনা উপেক্ষা করিয়া, সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার জ্যেষ্ঠের মুক্তিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

প্রতাপ। হাঁ, তুমি যথার্থ বলিয়াছিলে, গোবিন্দ বাবুর ন্যায় যদ্যপি সকলেরই এইরূপ ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ন থাকে, তাহা হইলে শত চেষ্টা করিলেও

গঙ্গারাম ও ননীলালের মত শত্রুগণ কখনও ভাইয়ের বিপক্ষে ভাইকে উত্তেজিত করিতে পারে না। আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে, প্রত্যেকেরই গোবিন্দচন্দ্রের ন্যায় ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সরো। দেখ, ভাগ্যিস তুমি ওদের সঙ্গে মিশে এ পাপ কাজ কর নাই, তাই রক্ষা; নচেৎ উহাদের মত তোমাকেও জেলে যাইতে হইত।

প্রতাপ। হাঁ সরোজিনি, তুমি আমায় ও পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করিয়াছ, আমার পাপ আকাঙ্ক্ষাপূরিত চিত্তের মলিনতা ঘুচিয়াছে। তোমার মহানুভবতার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া আমি ও সকল নীচ স্বার্থপর ব্যক্তির সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে কোনও রূপ আমোদ-প্রমোদ ও নশ্বর বিষয়-সম্পত্তিতে আর আমার আসক্তি নাই। আমি নির্ম্মলার জীবিতাবস্থায় কখনও তাহাকে একদিনের জন্য সুখী করিতে পারি নাই, করিবার ইচ্ছাও ছিল না। কেবল বিষয়মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া, স্বার্থপর বন্ধুগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলাম; আজ তাহার স্মরণার্থ আমি এক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা কামনা করিয়াছি। পাপকার্য্যে আমার প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছে, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য এক শিব স্থাপনা করিব।

সরো। তাই কর প্রতাপ! আর আমার একটি অনুরোধ রাখ, তুমি ঐ গোবিন্দ বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দীনে দয়া, ক্ষুধার্ত্তে অন্ন ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ার্থ তোমার সহধর্ম্মিণী নির্ম্মলার নাম চিরস্মরণীয় করিতে, "নির্ম্মলা-নিকেতন" নামে এক পান্থাশ্রম নির্ম্মাণ করাও; যদি কোনও সহায়-সম্পত্তিহীনা হিন্দু রমণী, আমার ন্যায় অকালে পতিহারা হয়, তাহা হইলে সে যেন তোমার এই প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে আসিয়া পরকালে

বৈধব্যযন্ত্রণা এড়াইতে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করে, আর তোমার এই "নির্ম্মলা-নিকেতনে" আশ্রয় পাইয়া, তোমার অতুল-ঐশ্বর্য্যের উপস্বত্ব হইতে চিরজীবন প্রতিপালিত হয়।

"তোমার ইচ্ছা অচিরে পূর্ণ হইবে, আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই, আমি এই প্রস্তাবিত 'শিবলিঙ্গ' ও 'নির্ম্মলা-নিকেতনের' ভিত্তি স্থাপনার্থ চলিলাম।" বলিয়া প্রতাপচাঁদ তথা হইতে নির্গত হইলেন।

"চল মন, তোমার সুদিন উপস্থিত, আর তোমায় বিষয়-ভুজঙ্গ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নশ্বর সুখ লালসায় উন্মত্ত থাকিতে হইবে না; চল— সকল বিষ বাসনা ভুলিয়া ভোলানাথের উপাসনা করি।" এই বলিয়া সরোজিনীও তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্মিলন

There's mercy in every place,
And mercy, encouraging thought,
Gives every affliction a grace,
And reconcile man to his lot.

Cowper.

গোপাল ও গোবিন্দচন্দ্র সেই রাত্রে আপনাপন বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মোক্ষদার বিষয় অবগত হইলে, তাঁহারা তাহাকে শরৎচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আজ আর তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য নাই, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় আবার সকলে একত্র হইয়াছেন। গোপালচন্দ্র তাঁহার একমাত্র সহোদরা এবং পিতৃদেবের আশ্রিতা ও পালিতা স্বর্ণমণি, গুণদা, পদ্ম, কানাইয়ের মা ইত্যাদি বর্ষিয়সীগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা আমাদের সকল দোষ মার্জ্জনা কর, তোমাদিগকে আমি অবথারূপে বিদায় করিয়া দু'পয়সা সঞ্চয় করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এখন সে ভ্রম ঘুচিয়াছে, এখন আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, কেউ কাহাকেও খাওয়ায় পরায় না, যে যার অদৃষ্টে খায়, তুমি আমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। আমি যতদিন পাঁচজনকে খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, ততদিন আমার সেইরূপ অর্থাগম হইত; যখন তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া, কেবল আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, তখন তাহাদিগেরই ভরণপোষণের মত আমার অর্থাগম হইয়াছে, তাহাও কেবল ঐ গোবিন্দের জন্য। এখন আমি অর্থ ও সামর্থ্যহীন, আমার বুদ্ধির দোষে আমার

সঞ্চিত বিষয়-সম্পত্তি সকলি তস্করের দ্বারা অপহৃত হইয়াছে; এখন আমি গোবিন্দের ন্যায় তোমাদের আশ্রিত হইয়াছি।”

তাহা শুনিয়া স্বর্ণমণি কহিল, “ওকি কথা ভাই, পুরুষের দশ দশা, এখন চাকরী গেছে, আবার হবে, আমরা আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি আবার আগেকার মত চাকরী পাবে।”

আজ বহুদিনের পর শ্যামসুন্দর বাবুর কন্যা, সুশীলাবালাও এই আনন্দ-সম্মিলনে আসিয়া যোগদান করিয়াছিল, সে গোপালচন্দ্রকে এইরূপ শোকগ্রস্ত দেখিয়া কহিল, “ভাবনা কি দাদা, তুমি অত ভেব না; গোবিন্, সাহেবকে ব’লে আবার তোমার একটা কাজ ক’রে দেবে।”

গোপাল। আর আমি সে অফিসে মুখ দেখাব না, গোবিন্দ আমার মুখ চেয়ে বড় সাহেবকে বুঝিয়ে অনেকদিন আমার চাকরী বজায় রেখেছিল, আমিই বুদ্ধির দোষে তাহা নষ্ট করিয়াছি, বড় সাহেব আমায় নিজে জবাব দিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্র সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি গোপালচন্দ্রকে কহিলেন, “দাদা! আর আপনাকে কোনও অফিসে কাজ করিতে হইবে না, আমরা দুই ভায়ে যে টাকা উপার্জ্জন করিতাম, আজ আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদে ও বড় সাহেবের অনুকম্পায়, আমি তদপেক্ষা অধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছি, আমি আপনার অনুগত কনিষ্ঠ; আপনি আবার আমাদিগের সংসারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করুন। আমি পূর্ব্বের ন্যায় আমার উপার্জ্জিত অর্থ আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনাকে মহাভাগ্যবান মনে করি।”

গোপাল। ভাই! ভাই! এমন দেবচরিত্র ভাই আমার!

গোবিন্দ। দাদা! দাদা! আপনার কোন চিন্তা নাই; আপনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিবেন; আমরা যদি নিজে নিজে ভাই ভাই

টাঁই টাঁই হই, তাহা হইলে আমাদিগের ভবিষ্য ভরসাস্থল কোমলমতি সন্তান সন্ততিগণ যে, আমাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আমরা সকলে একত্র থাকিলে, তাহারাও আমাদিগের ন্যায় একত্রে থাকিতে সবিশেষ চেষ্টা করিবে। বালক বালিকাগণ, স্বভাবতঃই বাল্যকাল হইতে, পিতামাতার কার্য্যাবলীর অনুকরণ করিয়া থাকে।

তাঁহারা যখন পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় রামচরণ আসিয়া কহিল, "বাবা, একটি লোক আপনাকে ও জ্যাঠা বাবুকে ডাকৃছেন, তিনি আপনাদের সহিত দেখা কর্‌বেন!" এই কথা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাড়ীর বাহিরে গেলেন, রামচরণ ও গোপাল বাবু তাঁহার অনুসরণ করি-লেন। মোহিনী তাহার একমাত্র ননদিনী সুশীলাবালার পার্শ্বে বসিয়া আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নানারূপ বিলাপ করিতেছিল, গোপাল ও গোবিন্দচন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে মোহিনী কহিল, "ঠাকুরঝি, আমি তোমাকে ও ছোট বৌকে না বুঝে অনেক কটু কথা বলেছিলেম, সে জন্য ভাই! তোমরা কিছু মনে ক'রো না, আমি ওঁর অত বেশী টাকা রোজগার দেখে অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে আলাদা হ'তে পরামর্শ দিয়ে ভেবেছিলেম, যে অল্প খরচ-পত্তর হ'লে দু'পয়সা জমিয়ে ভাল ভাল গহনা তৈয়ার করব, কিন্তু আমার সে আশায় ছাই পড়েছে। আমার যা কিছু গহনাগাঁটি ছিল, সবই সেই পাপিষ্ঠা মোক্ষদা ঠকিয়ে নিয়েছে।" এই বলিয়া সে সামান্যা বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

সুশীলাবালা কহিল, "ছি বৌ, কেঁদ না, তোমার ভাবনা কি ? তোমরা যায়ে যায়ে মনের মিল করে একত্রে থাকৃলে আবার সব হবে ; ছোট বৌ ত কখনও তোমার অমতে কোনও কাজ করে নি।"

"না, আমি চিরকাল ওর হিংসা করেছিলেম; আমার স্বোয়ামীর মাহিনা বাড়লে আমি ওকে আলাদা করেছিলেম, কিন্তু ও এখন আমার কত যত্ন কর্‌ছে।" এই বলিয়া মোহিনী কমলার দুইটি হাত ধরিয়া কহিল, "ছোট বৌ, ছোট বৌ, তুমি আমায় ক্ষমা কর বোন।"

কমলা বলিল, "ওকি কথা বল্‌ছ দিদি? তুমি বড়, আমার মাননীয়া, আমি তোমার অমতে কখনও কোন কাজ করি না,; কে কার অদৃষ্টে খায়? তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদেই ওঁর উন্নতি হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন, গুরুজনের চরণে মতি রেখে এ জীবন কেটে যায়। দিদি, আজ হতে এ সংসারের ভার তোমার উপরে, আমি তোমাদের কাছে থেকেই মানুষ হয়েছি। মা'র অবর্ত্তমানে তুমিই এ সংসারে গৃহিণী, আমায় যখন যা' বল্‌বে, আমি তা' তখনি কর্‌ব।"

তাহাদিগের এই সকল কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে গোবিন্দচন্দ্রের সহিত তথায় প্রতাপচাঁদ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আর সে বেশ নাই; তিনি এখন গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার এক হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা, অপর হস্তে ত্রিশূল, মস্তক মুণ্ডিত, পায়ে খড়ম, চক্ষুর্দ্বয় একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা আবৃত। এইরূপে প্রতাপচাঁদ অন্ধের ন্যায় গোবিন্দের হস্তধারণ করিয়া তথায় উপনীত হইলে, গোবিন্দচন্দ্র উপস্থিত স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, যে প্রতাপচাঁদ এতদিন আমাদের গ্রামের ও সমাজের ঘৃণার্হ ছিলেন, তিনি আজ স্বীয় জীবনের স্রোত ফিরাইয়া, এই মহাপুরুষের সাজে তোমাদের সন্তানরূপে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।"

অতঃপর প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "মা, মা, তোমরা আমার পরম পূজনীয়া জননী, আমি আপনাদের সন্তান তুল্য। আর এই গোবিন্দ

বাবু আমার যথার্থ পথপ্রদর্শক, ইঁহার দীনে দয়া, বিপন্নে সহায়তা ও নিরন্নকে অন্নদান ইত্যাদি মহানুভবতায় বিমুগ্ধ হইয়া, আমি ইঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। আমি আপনাদের পুত্র শচীন্দ্রনাথের জননীকে, আপনার জননী ও তাহার কাকী-মাকে আমার কাকী-মা জ্ঞানে এই প্রণাম করিতেছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনাদের এই আকৃতি সন্তান আর কখনও ধর্ম্মপথভ্রষ্ট না হয়।" এই বলিয়া তিনি ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে সাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। মোহিনী, কমলা সুশীলাবালা ও অন্যান্য রমণীগণ প্রতাপের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। চতুর্দ্দিক হইতে বৃদ্ধাগণ বলিতে লাগিল, "প্রতাপ, এমন প্রতাপ!"

স্বর্ণমণি কহিল, "আহা, সংসর্গ দোষ কি ভয়ানক! তুমি কুসংসর্গে থাকিয়া কখনও ধর্ম্মের দিকে তাকাও নাই।"

প্রতাপচাঁদ কহিলেন, "মা! তখন আমি মহামোহে অন্ধ ছিলাম, নর-পিশাচ গঙ্গারাম, ননীলাল ও কুলটা মোক্ষদার সংশ্রবে থাকিয়া, আমি কেবল অহরহঃ পাপের চিত্রই হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলাম, একদিনের জন্যও আমি পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা, অনাথের নাথ, বিপন্নের ভগবানকে ভাবি নাই; কিন্তু এখন আমার সে অন্ধকারাবৃত হৃদয়ে পাপবৃত্তি-নিচয় দূরীভূত হইয়াছে। সরোজিনী নাম্নী একটি রমণী আমার পাপ-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আমার হস্তগত হয়, শুনেছি তাহার এক মাসী-মা এখনও গোবিন্দ বাবুর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে; সেই সরোজিনীর অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গে ও উপদেশে আমার এই অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই আমার চিত্তের চাঞ্চল্যভাব ঘুচাইয়া আমায় গোবিন্দ বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে; তাহারই অনুরোধে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য একটী "শিব-

মন্দির ও নির্ম্মলা-নিকেতন” নামে এক পান্থাশ্রম নির্ম্মাণ করাইতেছি। গোবিন্দ বাবু! এক্ষণে আপনি আমার সহায় হউন, উহা আপনারই মহানুভবতাপরিপূর্ণ কার্য্যাবলীর কীর্ত্তিস্তম্ভ।

গোবিন্দ। আমি কীটানুকীট শক্তিসামর্থ্যহীন অতিদীন গৃহস্থ ব্যক্তি; দীন দুঃখীকে দান করিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই, তবে এই বিষয়ে আমি আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি মাত্র।

এই সময়ে সরোজিনীর নাম শুনিয়া বৃদ্ধা গুণদা কাঁদিতেছিল, তাহাকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, “গুণপিসী, তুমি যে বড় কাঁদ্‌ছ—কি হয়েছে?”

শুনিয়া গুণদা কহিল, “বাবা, সরোজিনী নামে আমার বোনের একটি মেয়ে ছিল, অতি শৈশবেই সে অনাথা হয়ে তার মায়ের কাছে এসে থাকে, শুনেছি কে জমীদার তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে; সে গেলে তার শোকে আমার বোনেরও মৃত্যু হয়, আমি লজ্জায় এ সব কথা তোমাদের বলিনি।”

তাহা শুনিয়া প্রতাপচাঁদ কহিলেন, “মা, আমিই সেই নরকের কীট জমিদার; আর এই সেই দেবী প্রতিমা তোমার সরোজিনী। তাহার সংশ্রবে থাকিয়া আমার হৃদয়ে দেবভাবের উদ্রেক হইয়াছে, তাহারই স্বার্থত্যাগে এখন স্ত্রীলোকমাত্রকেই আমার জননী স্বরূপা জ্ঞান হইয়াছে। তাই আপনাদের আজ আনন্দ-সম্মিলনে আমি যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে গোবিন্দ বাবু আমার মুক্তিদাতা ও পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, আর ভয় নাই, আমি ধর্ম্মাশ্রয় লাভ করিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি গোবিন্দচন্দ্রের সহিত তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইবেন, এমন সময়ে তথায় রামচরণ, শচীন্দ্রনাথ ও প্রভাবতীর সহিত

গোপালচন্দ্র আসিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, ধন্য তুমি, তোমার চরিত্রবলেই তুমি সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করিবে। তুমি যে আমা হেন অকৃতজ্ঞের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছ—ইহাতে তোমার অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও পবিত্র ভ্রাতৃভাবের সুবিমল কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই লোকে তোমার নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণের জন্য, নানা স্থান হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। তুমিই যথার্থ সংসারধর্ম্ম পালন করিতে শিখিয়াছ। সংসারে স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে বড় হওয়া যায় না, স্বার্থান্ধ হইয়া আমি যে সংসার উৎসন্ন দিতে বসিয়াছিলাম, তুমি আপন গৌরবগাথায় তাহাই আবার দশের আদর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছ।"

গোপালচন্দ্রের কথা শুনিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "দাদা, পলে পলে আমরা মৃত্যুর করালগ্রাসের সমীপবর্ত্তী হইতেছি। এ জীবন নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব, তাহাই চিরস্থায়ী। এ সংসারে ধর্ম্মই সত্য, আমরা সংসারী ব্যক্তি, ধর্ম্মের পবিত্র মধুর স্নিগ্ধভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া, সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করা আমাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য; ধর্ম্মই জ্ঞান, ধর্ম্মই প্রাণ, ধর্ম্মই জীবের জীবন। অন্তঃসার শূন্য, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে আমাদিগের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা আজ সেই ধর্ম্মের নামে সকলে একত্রিত হইয়াছি, জগদীশ্বরের নিকটে কায়মনঃপ্রাণে প্রার্থনা করি যেন, আর কোনও হিন্দুসংসারে বংশ পরম্পরায় কখনও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না ঘটে।" ইহা শুনিয়া গোপালচন্দ্র রামচরণ ও শচীন্দ্রনাথের হস্তধারণ করিয়া তাহাদিগকে সদুপদেশ দান পূর্ব্বক, পরস্পরে সম্মিলিতভাবে জীবন যাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অন্যান্য সকলে ধীর স্থিরভাবে নির্নিমেষনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। প্রতাপচাঁদ, গোবিন্দচন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরিসমাপ্তি

পাপ ও পুণ্যের পরিণাম

Perfect Service rendered, duties done
In charity, soft speech, and stainless days.
These riches shall not fade away in life,
Nor any death dispraise. *Sir Edwin Arnold.*

শরৎচন্দ্রের উদ্যোগে ও আয়োজনে পাপিষ্ঠ গঙ্গারাম, ননীলাল ও মোক্ষদার বিচার শেষ হইয়া গেল। মহামান্য আদালতে তাহাদিগের জুয়াচুরি, প্রতারণা ইত্যাদি মহাপরাধ সাক্ষাদি দ্বারা সপ্রমাণ হইল; বিশেষতঃ প্রতাপচাঁদের সেই ভাব পরিবর্ত্তনে, তিনি তাহাদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে, তাহারা হতাশচিত্তে আপনাপন দোষ স্বীকার করিয়াছিল। উহাতে গঙ্গারাম ও ননীলালের অপরাধই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, শরৎচন্দ্র তাহাই সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন করায়, তাহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইয়াছিল; মোক্ষদার অপরাধ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পছিল, সে গঙ্গারামের প্ররোচনায় এই সকল কার্য্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া, তাহার এক বৎসর নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল। মোক্ষদা এই নির্জ্জন কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বদাই অনুতাপানলে ভস্মীভূতা হইতেছিল, তাহার আর জীবন ধারণের ইচ্ছা ছিল না, সে সর্ব্বদাই মৃত্যু কামনা করিয়া ভাবিতেছিল, "হায়! পাপের অধঃপতন অনিবার্য্য! কেন আমি যৌবনমদে মত্ত হইয়া আমার পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সেই রূপমরীচিকা মুগ্ধ

লম্পট-সুরেশ বাবুর করে, আমার সর্ব্বস্বসার চিররক্ষণীয় সতীত্ব-রত্ন সমর্পণ করিয়াছিলাম? কেন আমি তার পাপ প্রলোভনে ভুলিয়াছিলাম? সেই আমার এ সর্ব্বনাশের মূল। সে আমায় পরিত্যাগ করিলে, আমি সহায়-সম্পত্তিহীনা অবস্থায় নীচমতি গঙ্গারাম ও ননীলালের আশ্রয় লাভ করি, তাহারাই আমায় জমীদার প্রতাপচাঁদের নিকটে লইয়া যায়। তাহার চিত্তবিনোদনে আমি কি না পাপ কার্য্য করিয়াছি? তাহারই মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য আমি মোহিনীর দাসী সাজিয়াছিলাম, শেষে কিনা সেই আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া, আমার এ নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করিল? গঙ্গারাম ও ননীলালকে চিরকালের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠাইল? হায় হায়! আমার এ নির্জ্জন কারাবাস অপেক্ষা গঙ্গারামের সহিত দ্বীপান্তরে বাসাজ্ঞা সহস্রগুণে ভাল ছিল। এ নির্জ্জন নিভৃতে বসিয়া আমি কেবল অনুতাপানলে পুড়িয়া মরিতেছি; কি ভীষণ নরকের ছায়া আমার নয়নসম্মুখে প্রতিফলিত রহিয়াছে! ওকি! আমার আশে পাশে, সম্মুখে পশ্চাতে, চারিধারে কি ভীষণ নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। ঐ সব ভীমকায় বলিষ্ঠ দস্যুদলেরা আমায় লোলজিহ্বা বিস্তারিত অগ্নি-শিখায় ফেলিয়া দিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। এ সময়ে কে আছ? একবার আমায় রক্ষা কর। হে দয়াময় দীনবন্ধু হরি! একদিনের জন্যও আমি তোমায় ডাকি নাই, একদিনের জন্যও আমি পাপ ভিন্ন পুণ্য-কার্য্যে চিত্তনিবেশ করি নাই, তুমিই যথার্থ পাপপুণ্যের বিচার কর্ত্তা, তুমি আমায় এ ভয়ঙ্কর নরকানল হইতে রক্ষা কর। আমি আত্মদোষে বিবেক বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়া আমার সতীত্ব রত্ন হারাইয়াছি, আমার এই অবস্থার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, যেন আর কোনও পতিবিরহ বিধুরা হিন্দু-রমণী, কখনও মহামহিমান্বিত পরমাদৃত "সতীত্ব"হারা না হয়। মণিহারা ফণিনীর ন্যায় সতীত্বহারা হিন্দু-রমণীর মৃত্যু সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। এই-

রূপ ভাবিতে ভাবিতে মোক্ষদা কখন উন্মাদিনীর ন্যায় হাসিত, কখনও কাঁদিত। আর প্রতাপচাঁদ প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া শরৎচন্দ্রের আনু-কূল্যে ও গোবিন্দের অনুরোধে এ যাত্রা রক্ষা পাইলে, তিনি সৌধাবলী পরিত্যাগ করিয়া, সরোজিনীর সহিত গৈরিকবসন পরিধানপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরে বসিয়া অহরহঃ ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন।

*   *   *   *   *

কালের অনন্ত স্রোতে প্রতাপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির ও নির্ম্মলা-নিকেতনে আজও অসংখ্য দীন দরিদ্র প্রতিপালিত হয়, এবং গোবিন্দচন্দ্রের অনুকরণীয় কার্য্যাবলীর কীর্ত্তিমালা আজও দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত হইয়া থাকে।

সমাপ্ত